পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 11 Thursday, 11 December, 2025 ✱ ৩১ বর্ষ, ১১ সংখ্যা ✱ ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

ভয়াবহ জোড়া বিল্ডিং ধস ঃ অন্তত ১৯ জন নিহত

মরক্কো, ১০ ডিসেম্বর ঃ পাশাপাশি দু'টি বহুতল ভেঙে পড়ায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা মরক্কোয়। ধ্বংসাবশেষে চাপা পড়ে প্রাণ হারালেন অন্তত ১৯ জন। আহত কমপক্ষে ১৬ জন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। মরক্কোর অন্যতম জনপ্রিয় ও জনবহুল শহর ফেজে মঙ্গলবার মধ্যরাতে (স্থানীয় সময়) ঘটে এই ভয়ংকর দুর্ঘটনাটি। আচমকা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে জুড়ে থাকা দু'টি চারতলা বিল্ডিং। জানা গিয়েছে, জরাজীর্ণ ওই বহুতলে আটটি পরিবারের বাস ছিল। দীর্ঘদিন ধরে ওই বিল্ডিংয়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া হয়নি। স্থানীয়রা দাবি করা সত্ত্বেও লাভ হয়নি। ফলে পরিণতি হল বীভৎস। ঘটনার খানিক পরেই সেই স্থানে পৌঁছে যায় নিরাপত্তা বাহিনী এবং উদ্ধারকারী দল। বহুতলের নিচে চাপা পড়া বাসিন্দাদের বের করার চেষ্টা শুরু হয়। ইতিমধ্যেই ১৬ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ১৯ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সংবাদ সংস্থার খবর অনুযায়ী, প্রাথমিক তদন্তে বলা হয়েছে, ওই বহুতলে ফাটল ধরেছিল। যা দেখেও কার্যত এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। রীতিমতো ঝুঁকি নিয়েই সেখানে আটটি পরিবার বসবাস করছিল। তবে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে বহুতল ভাঙার কোনও কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। মাস দুয়েক আগেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে পথে প্রতিবাদে নেমেছিল সাধারণ মানুষ। বেকারত্ব, বাসস্থানের নিম্নমান, বিশ্রী সরকারি পরিষেবার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন আমজনতা। সেই আন্দোলন এতটাই ভয়ংকর রূপ নেয় যে নিরাপত্তা ভেঙে প্রশাসনিক হেডকোয়ার্টারে অনুপ্রবেশের অভিযোগে তিনজনকে গুলি করা হয়। অন্তত ৪০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে এহেন দুর্ঘটনা আমজনতার প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ছাব্বিশের নির্বাচন,বীরভূমে দাঁড়িয়ে বড় ভবিষ্যদ্বাণী অনুব্রত মণ্ডলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বীরভূম, ১০ ডিসেম্বর ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্যজুড়ে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজেদের রণকৌশল সাজিয়ে প্রচারে নেমেছে। এরই মাঝে বীরভূমের রাজনৈতিক মঞ্চে ফের শোরগোল তুললেন তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট। দীর্ঘদিন গরু পাচার মামলায় জেলবঃিদ থাকার পর জামিনে মুক্তি পেয়ে ধীরে ধীরে মাঠে ফিরেছেন তিনি। এবার নির্বাচনের আগে প্রকাশ্যে জানালেন তাঁর ভবিষ্যবাণী-তৃণমূল কংগ্রেস ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২৩০ থেকে ২৩৫টি আসন পাবে। বীরভূমে একটি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে অনুব্রত দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলাম-তৃণমূল ২৩০ থেকে ২৩৫টি আসন জিতবে। আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার-রাজ্যে তৃণমূলের জনপ্রিয়তা অটুট, আর সেই জোরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই আবার সরকার গঠন হবে। গত বছর জামিন পেয়ে বাড়ি ফেরার পর কিছুটা সময় আত্মপ্রকাশ এড়িয়ে গিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল।

বাংলার বঞ্চনা নিয়ে সংসদ চত্বরে তৃণমূল সাংসদদের ধর্না

শ্বেতপত্রের দাবিতে মুখরিত গোটা চত্বর

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বরঃ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাংলার আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগ ফের তুলে ধরল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার সংসদ চত্বরে ১০০ দিনের কাজের টাকা এবং আবাস যোজনার বকেয়া বরাদ্দের দাবি নিয়ে ধর্নায় বসলেন তৃণমূলের একদল সাংসদ। সঙ্গে ছিল আরও একটি বড় দাবি-৬৪৬ দিন পেরিয়ে গেলেও প্রকাশ না পাওয়া সংসদে চাওয়া ' মোদী সরকারকে আবারও সেই প্রতিশ্রুত শ্বেতপত্র প্রকাশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁরা। ২০২৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের পরেই লোকসভায় বাংলার বঞ্চনা নিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন কেন্দ্র সরকারকে। তিনি অভিযোগ করেছিলেন,

১০০ দিনের কাজ-এ কেন্দ্র টাকা আটকে রেখে বাংলার দরিদ্র মানুষের উপর অন্যায় করছে। আবাস যোজনা-তেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বঞ্চনা করা হচ্ছে। বিজেপি দাবি করছে অনিয়ম হয়েছে বলে টাকা বন্ধ, কিন্তু অভিষেকের বক্তব্য-এগুলি মিথ্যা অভিযোগ, যা কেঃদ্র তদন্ত করে দেখাতে পারেনি। সেই সময়েই তিনি বিজেপির কাছে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়েছিলেন-বাংলায় ঠিক কোন অনিয়মের ভিত্তিতে টাকা বন্ধ রাখা হয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট নথি প্রকাশ করা হোক। কিন্তু অভিযোগ, এত সময় পেরিয়ে গেলেও কেন্দ্র এখনও পর্যন্ত কোনও শ্বেতপত্র দেয়নি। বুধবারের ওই ধর্নায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া-সহ আরও অনেক নেতা-নেত্রী। হাতে প্ল্যাকার্ড, শ্লোগান এবং সাংসদদের মূল দাবি-বাংলার পাওনা অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়া হোক। কেন্দ্রের ' প্রতিহিংসা'

বন্ধ হোক।

অভিষেক বন্দ্যাপাধ্যায়ের দাবি অনুযায়ী শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হোক। তৃণমূলের বক্তব্য, কেন্দ্র টাকা আটকে রাখার ফলে লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ শ্রমিক ১০০ দিনের কাজের মজুরি পাচ্ছেন না। আবাস যোজনায় নতুন ঘর তৈরির কাজও বাধাগ্রস্ত। এর ফলে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা বহু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত। এদিনের ধর্নার আগে মঙ্গলবার কোচবিহারের সভা থেকেও কেঃদ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, সম্প্রতি রাজ্যের কাছে একটি নতুন নোটিস পাঠিয়েছে কেন্দ্র সরকার, যেখানে শ্রম আইন ও লেবার কোড-এর কিছু নতুন শর্ত মানতে বলা হয়েছে। মমতার অভিযোগ, এসব শর্ত মানা না হলে ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়া হবে না-এটাই বলা হচ্ছে নোটিসে। সভামঞ্চ থেকেই তিনি সাফ বলেন,আমরা এসব নতুন শর্ত মানব না। বাংলার মানুষের পাওনা টাকা আটকে রাখতে কেন্দ্র নিত্য নতুন অজুহাত দিচ্ছে। এমনকি বক্তৃতার সময় সেই নোটিসের একটি কপি ছিঁড়েও ফেলে দেন তিনি। তৃণমূলের অভিযোগ, কেন্দ্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাংলাকে বঞ্চিত করছে। বিজেপির দাবি-রাজ্যে প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলেই টাকা রিলিজ করা যাচ্ছে না। দুই পক্ষের তর্কে উত্তেজনা ক্রমশ চড়ছে। সংসদ চত্বরে তৃণমূল সাংসদদের ধর্না এই ইস্যুকে ফের জাতীয় স্তরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এনে দিয়েছে। এখন দেখার, বকেয়া অর্থপ্রদানের বিষয়ে কিংবা বহু প্রতীক্ষিত ' নিয়ে মোদী সরকারের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া আসে কি না।

ইন্ডিগোর সিইও-কে তলব করল ডিজিসিএ

সংবাসংস্থা, ১০ ডিডসেম্বর ঃ ইন্ডিগোর একের পর এক সমস্যায় যাত্রীদের দুর্ভোগ অব্যাহত থাকায় এবার সরাসরি সংস্থার সিইও-কে তলব করল উড়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ। বিমান বাতিল-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ও নথি নিয়ে আগামী বৃহস্পতিবার হাজির হতে বলা হয়েছে তাঁকে। পাশাপাশি, ইন্ডিগোর অফিসে পাঠানো হয়েছে ডিজিসিএ-র নয়জন আধিকারিককে, যাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংস্থার সমস্ত কার্যক্রমের অডিট করার। তাঁদের মধ্যে দু'জন বিশেষভাবে দেখবেন বিমান বাতিলের তথ্য, যাত্রীদের রিফান্ড ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়গুলি। সূত্রের খবর, আগামী ১১ ডিসেম্বর দুপুরে ডিজিসিএ দফতরে সিইও পিটার এলবার্সকে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উড়ান বিভ্রাট-সংক্রান্ত সমস্ত নথি সঙ্গে আনতে বলা হয়েছে। পিটারের সঙ্গে সংস্থার আরও শীর্ষ কর্তারাও বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। ইন্ডিগো বিপর্যয়ে ডিজিসিএ-র ভূমিকা নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান মন্ত্রক। তার পরই কি এত সক্রিয় হল ডিজিসিএ-এ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এর আগে ইন্ডিগো সিইও-র সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কে. রামমোহন নায়ডু। ঘটনার জেরে ইন্ডিগোর প্রতিদিনের উড়ান সংখ্যায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে কেন্দ্র। সাধারণত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রুট মিলিয়ে প্রতি দিন প্রায় ২,২০০টি উড়ান চালায় ইন্ডিগো। কিন্তু ডিজিসিএ-র নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, সাম্প্রতিক ব্যাঘাতের পর ইন্ডিগোর মোট উড়ান ১০ শতাংশ কমিয়ে সেই ' অন্যান্য সংস্থাকে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, সোমবার রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে মন্ত্রী নায়ডু জানিয়েছিলেন, ইন্ডিগো-সংক্রান্ত অব্যবস্থার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

'আপনার অর্থ, আপনার অধিকার'

আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বরঃ দেশের নাগরিকদের আর্থিক নিরাপত্তা ও ভুলে যাওয়া সম্পদের পুনরুদ্ধারকে গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুনভাবে শুরু হওয়া 'আপনার অর্থ, আপনার অধিকার' জনমুখী উদ্যোগে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের আহ্বান জানালেন। বুধবার প্রধানমন্ত্রী এক্স (পূর্বের টুইটার)-এ একটি লিঙ্কডইন ভ্লগ শেয়ার করে জানান, এই উদ্যোগ দেশের মানুষের হারিয়ে যাওয়া, অচল বা অদাবিকৃত আর্থিক সম্পদের নাগরিকদের হাতেই ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি। নিজের পোস্টে মোদী লেখেন, আপনার ভুলে যাওয়া আর্থিক সম্পদকে নতুন সম্ভাবনায় পরিণত করার সুযোগ হ'ল এটি। 'আপনার অর্থ, আপনার অধিকার' আন্দোলনে অংশ নিন! প্রধানমন্ত্রীর মতে, দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, বীমা, পিএফ, মিউচুয়াল ফান্ড, সেভিংস স্কিম বা পোস্ট অফিসে জমা থাকা অনেক অর্থ নানা কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে-অনেক সময় মালিক নিজেই ভুলে যান, আবার কখনও পরিবার জানতেই পারে না যে কোনও সম্পদ তাদের প্রাপ্য। এই উদ্যোগ সেই অদাবিকৃত অর্থকে আবার মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য-কেন প্রয়োজন এই উদ্যোগ? ভারত সরকারের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বিভিন্ন আর্থিক সংস্থায় বহু বছরের অদাবিকৃত সম্পদ পড়ে আছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে-অচল ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমে থাকা টাকা, অদাবিকৃত বিমা দাবি, অব্যবহৃত পিএফ ও পেনশন ফান্ড, শেয়ার বা মিউচুয়াল ফান্ডের ডিভিডেন্ড, পোস্ট অফিস সঞ্চয়ের সুদ বা মূলধন। এই সমস্ত অর্থের পরিমাণ বছরে বছরে বাড়ছে, যার বেশিরভাগটাই তাদের প্রকৃত মালিকের নাগালেই পৌঁছোচ্ছে না। নাগরিকদের জন্য কী সুবিধা দিচ্ছে উদ্যোগটি?'আপনার অর্থ, আপনার অধিকার' একটি সহজ সরল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে-নাগরিকদের নিজেদের অচল বা অদাবিকৃত বিনিয়োগ শনাক্ত করতে সাহায্য করবে, বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার সঙ্গে সরাসরি সংযোগ তৈরি করবে, নথিপত্র যাচাই ও দাবির প্রক্রিয়া সহজ করবে, এবং দ্রুত অর্থ হাতে পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা দেবে। কেন্দ্রের বক্তব্য, বহু মানুষ প্রযুক্তিগত জটিলতার কারণে নিজেদের প্রাপ্য সম্পদ দাবি করতে পারেন না। এই উদ্যোগ সেই সমস্যার সমাধান করবে। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর বিবৃতি হল- বুধবার ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এই উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানায়। তারা জানায়, সরকারের লক্ষ্য হল মানুষের আর্থিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করা এবং দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও দায়িত্ববান করে তোলা। পিআইবি-র তরফে বলা হয়েছে, এই আন্দোলন অর্থ মন্ত্রক, ব্যাংক, বিমা সংস্থা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি বৃহ সামাজিক জনসচেতনতা অভিযান। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিজিটাল অর্থনীতির যুগে আর্থিক জ্ঞান ও স্বচ্ছতা বা।ানো অত্যন্ত প্রয়োজন। কোটি কোটি মানুষ এখনও তাদের আর্থিক সম্পদের হিসেব রাখেন না বা সে সম্পর্কে যথেষ্ট জানেন না। তাই প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই উদ্যোগ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে বড় ভূমিকা নেবে। সরকার জানিয়েছে, ভবিষ্যতে প্রয়োজনে এই প্ল্যাটফর্মে আরও নতুন ফিচার যুক্ত হবে যাতে নাগরিকরা ইপিএফও, ন্যাশনাল সেভিং স্কিম বা অন্যান্য বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যও সহজে ট্র্যাক করতে পারেন।

ইতালির উপ প্রধানমন্ত্রী, বৈঠক করবেন জয়শঙ্করের সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) ইতালির উপ প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশ তথা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী আন্তনিও তাজানি বুধবার নতুন দিল্লিতে পৌঁছেছেন। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ইতালির উপ প্রধানমন্ত্রীর এটা দ্বিতীয় ভারত সফর। তাজানির মুম্বই ও দিল্লি সফর, ভারত-ইতালি কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও মজবুত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। তিনদিনের এই ভারত সফরে ইতালির উপ প্রধানমন্ত্রী এদিন নতুন দিল্লিতে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করবেন। আগামীকাল তাঁর মুম্বই যাওয়ার কথা।

নন্দীগ্রামে বিশেষ পর্যবেক্ষক পাঠালো কমিশন, কী বললেন শুভেন্দু?

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকাকে আরও নির্ভুল ও স্বচ্ছ করতে জোর কদমে চলছে স্পেশাল সামারি রিভিশন। প্রতিটি জেলার কাজ কতটা সঠিকভাবে এগোচ্ছে, কোথাও কোনও অনিয়ম বা গাফিলতি হচ্ছে কি না-সবই নজরে রাখছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলা, পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে কমিশনের আলাদা নজরদারি রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কমিশন সূত্রের খবর, এসআইআর প্রক্রিয়ার সার্বিক অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে বুধবারই রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন পাঁচজন বিশেষ পর্যবেক্ষক। এঁদের মধ্যে দুজনকে বিশেষভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নন্দীগ্রাম ও রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে কাজ তদারকি করার জন্য। ধারণা করা হচ্ছে, ওই দুটি কেঃদ্রে অস্বাভাবিক হারে আবেদন জমা পড়া কিংবা ভোটার তালিকার বিশেষ কিছু অভিযোগ কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে তারা। বুধবার নন্দীগ্রাম ২১০ নম্বর বিধানসভার ইআরও-এর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন বিশেষ পর্যবেক্ষকদের একজন। সেখানে তিনি জানতে চান-এ পর্যন্ত কতগুলি আবেদন জমা প।ছে, কতগুলির কাজ শেষ হয়েছে, কোথায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে, এবং কোনও অনিয়ম বা ' এন্ট্রি'র অভিযোগ আছে কি না। কর্মীদের কাছ থেকে তিনি রিপোর্ট নেন এবং প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ বা প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন। আগামীকাল একই ধরনের পর্যালোচনা বৈঠক হবে রামনগরের ইআরও-র সঙ্গে। রাজ্যে এসআইআর শুরু হওয়ার দিনই জাতীয় নির্বাচন কমিশনার স্পষ্ট করে বলেছিলেন-স্বচ্ছ, ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরিই এই প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য। সেই লক্ষ্যেই বারবার বৈঠক, নির্দেশ এবং পর্যবেক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত। কমিশনের এই কঠোর অবস্থান জেলা প্রশাসনের উপর চাপ বাড়ালেও বিরোধী শিবিরের দাবি-এখনই কঠোর ব্যবস্থা না নিলে ভোটার তালিকা নিয়ে ভবিষ্যতে প্রশ্ন উঠতেই পারে। এই পরিস্থিতিতে শুভেন্দু অধিকারী কমিশনের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। নন্দীগ্রামে বিশেষ পর্যবেক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে শুভেন্দুর সোজা উত্তর-যেখানে অসামঞ্জস্য থাকবে, সেখানে তো কমিশন লোক পাঠাবেই। কেউ বকুলতলায় থাকেন অথচ নাম তুলেছেন নন্দীগ্রামে। কেউ আবার দিল্লিতে থাকেন, কিন্তু ভোটার তালিকায় নাম আছে নন্দীগ্রামে। এগুলো হলে তো কমিশনকে নেমে তদন্ত করতেই হবে। শুভেন্দদু আরও দাবি করেন, এসআইআর শুরু হওয়ার পরই তিনি সতর্ক করেছিলেন যে রাজ্যে বিপুল সংখ্যক ভুয়ো ভোটারের নাম রয়েছে, এবং সেগুলি বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। তাঁর কথায়, যদি তালিকা ঠিকভাবে খতিয়ে দেখা হয়, তাহলে হাজার হাজার ভুয়ো নাম উঠে আসবে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, নন্দীগ্রামে পর্যবেক্ষক পাঠানোর পিছনে এই অভিযোগগুলিও গুরুত্ব পেয়েছে। অন্যদিকে, প্রশাসনের একাংশ বলছে-এটি নিয়মিত প্রক্রিয়া, এবং যেসব এলাকায় ভোটার তালিকা নিয়ে বেশি আবেদন জমা পড়ে বা অভিযোগ ওঠে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়। রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলা-উপজেলাতেই পর্যবেক্ষক নিয়োগ হয়েছে।

'দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম শাহজাহান মামলার সাক্ষী ভোলানাথ, মৃত্যু ছেলে ও চালকের'

'হত্যার চেষ্টা'ঃ অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ঃ সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষ ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হলেন। ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর ছেলে ও গাড়িচালকের। ভয়াবহ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই ওঠেছে অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা এবং রাজনৈতিক অভিযোগের ঝড়। ঘটনা বসিরহাট মহকুমার ন্যাজোট থানার বয়ারমারি পেট্রোল পাম্পের সামনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে আদালতের কাজে বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছিলেন ভোলানাথ ঘোষ। তাঁর সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন ছেলে ও চালক। হঠাই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক সোজা এসে ধাক্কা মারে তাঁদের গাড়িতে। সংঘর্ষ এতটাই প্রবল ছিল যে গাড়িটি রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে ছিটকে গিয়ে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যায়। সামনের অংশ প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে যায়, ভিতরে থাকা তিনজনই আটকে পড়েন। দুর্ঘটনার খবর ছা।য়ে প।তেই স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে উদ্ধার কাজে নামেন। গাড়ির সামনের অংশ কেটে একজন একজন করে তিনজনকে বের করা হয়। কিছুক্ষণ পর পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের দ্রুত মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা ভোলানাথের ছেলে এবং চালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতর জখম ভোলানাথ ঘোষকে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ঘটনা ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে উত্তেজনা। নিছক সড়কদুর্ঘটনা নয়, এটি নাশকতা-এমনই আশঙ্কা করছেন অনেকেই। সামনে এসেছে রাজনৈতিক অভিযোগও। বিজেপি নেত্রী রেখা পাত্র প্রকাশ্যে দাবি করেছেন, এটি পূর্বপরিকল্পিত 'হত্যার চেষ্টা'। তাঁর অভিযোগ, অনেকদিন ধরে পরিকল্পনা করেই ভোলানাথকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে যে ট্রাকটি ধাক্কা মেরেছে, তার চালক শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ। রেখার এই মন্তব্যে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে। কারণ, ভোলানাথ ছিলেন শাহজাহান-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলার সাক্ষী। সিবিআইয়ের তদন্তে তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এমন রহস্যময় দুর্ঘটনা রাজনৈতিক মহলে সন্দেহ আরও বাড়িয়েছে। ঘটনার পর ন্যাজোট থানার পুলিশ পুরো এলাকা ঘিরে তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনাস্থল থেকে ট্রাক ও গাড়ি দুটিকেই পুলিশ জব্দ করেছে। ট্রাকচালকের সন্ধান ও পরিচয় জানতে তপরতা শুরু হয়েছে। পুলিশ আপাতত দুর্ঘটনা নাকি সুপরিকল্পিত আঘাত-সেটি খতিয়ে দেখছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। দুর্ঘটনার সময় আশপাশে থাকা সিসি ফুটেজও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পর বয়ারমারি এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।দু'টি মৃত্যু, একজন গুরুতর আহত এবং তার সঙ্গে রাজনৈতিক অভিযোগ-সব মিলিয়ে এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়ছে উত্তেজনাও।

আপনার পুরানো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রাখা টাকার বিষয়ে ভুলে গেছেন?

আপনার যা সঞ্চিত আছে তা পুনরুদ্ধার করতে আরবিআই আপনাকে সাহায্য করবে।

আপনার ব্যাঙ্কে জমা থাকা নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট (2 বছরের বেশি এবং 10 বছরের বেশি সময় ধরে থাকা নিষ্ক্রিয়) / দাবি না করা ডিপোজিট (10 বছরের বেশি) থেকে অর্থরাশি আরবিআই-এর ডিইএ ফান্ডে স্থানান্তরিত হয়। আপনি অথবা আপনার আইনি উত্তরাধিকারীরা যে কোনো সময় এটি দাবি করতে পারেন।

3টি সহজ স্টেপে আপনার অর্থরাশির জন্য দাবি জানান

1. আপনার ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখায় যান, সেটি আপনার রেগুলার শাখা না হলেও হবে
2. কেওয়াইসি নথিপত্র (আধার, পাসপোর্ট, ভোটার আইডি বা ড্রাইভিং লাইসেন্স) সহ একটি ফর্ম জমা দিন
3. ভেরিফিকেশনের পরে, আপনার টাকা সুদ সহ, যদি থাকে, উপলব্ধ করুন

আপনার দাবি না করা ডিপোজিট প্রাপ্ত করার জন্য

আপনার ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট অনুসন্ধান করুন বা আরবিআই-এর UDGAM পোর্টাল (https://udgam.rbi.org.in)-এ দেখুন বর্তমানে 30টি ব্যাঙ্ক এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত।

অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর 2025 পর্যন্ত দেশের সমস্ত জেলায় দাবিকৃত সম্পদের উপর পরিচালিত বিশেষ শিবিরগুলিতে (স্পেশাল ক্যাম্পগুলিতে) যান।

আরও বিশদ তথ্যের জন্য, ভিজিট করুন https://rbikehtahai.rbi.org.in-এ প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য, লিখে পাঠান rbikehtahai@rbi.org.in

কিউআর কোড স্ক্যান করুন

অফিসিয়াল হোয়াটস্অ্যাপ নং. 99990 41935

জনস্বার্থে প্রচারিত সৌজন্যে
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

প্রফুল্ল চাকী-কে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ঃ প্রফুল্ল চাকি (১০ ডিসেম্বর ১৮৮৮ - ২ মে ১৯০৮) ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা ও অগ্নিযুগের বিপ্লবী ছিলেন। বুধবার এক্সবার্তায় তাঁকে স্মরণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রফুল্ল চাকি-র জন্মদিবসে তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। দেশের জন্য তাঁর আত্মত্যাগ আজও আমাদের দেশকে আরো ভালোবাসতে অনুপ্রেরণা যোগায়।প্রসঙ্গত, পূর্ববঙ্গে জন্ম নেওয়া এই বিপ্লবী তৎকালীন ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে জীবন বিসর্জন দেন।ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী বিহারের মুজাফফরপুরের অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাকে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যা বেলায় হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। অল্পের জন্য পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। কোণঠাসা হয়ে পড়ে প্রফুল্ল ধরা দেওয়ার বদলে আত্মাহুতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নিজের মাথায় পিস্তল দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করেন। পরবর্তীতে অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন আত্মহত্যা করেননি, তাঁকে পুলিশ খুন করে মাথা কেটে নেয়।

সি. রাজাগোপালাচারীকে শ্রদ্ধা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর, ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামী, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, রাষ্ট্রনায়ক... শ্রী সি. রাজাগোপালাচারীর কথা মনে পড়লেই এই বর্ণনাগুলো মনে ভেসে ওঠে। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি। বুধবার এক্সবার্তায় এখবর লিখলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, তিনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম তীক্ষ্ণ মনের অধিকারী, যিনি মূল্যবোধ তৈরি এবং মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রাখতে বিশ্বাস করতেন। আমাদের দেশ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর অক্লান্ত অবদানকে স্মরণ করে। রাজাজির জন্মবার্ষিকীতে, সংরক্ষণাগার থেকে কিছু আকর্ষণীয় তথ্য ভাগ করে নেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে একজন তরুণ রাজাজির একটি ছবি, মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রী হিসেবে তাঁর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, ১৯২০-এর দশকের স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে একটি ছবি এবং ১৯২২ সালের রাজাজির সম্পাদিত একটি 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-র সংস্করণ, যেটি গান্ধীজি কারাগারে থাকার জন্য সম্পাদিত হয়েছিল।

শীতে কাঁপছে হিমাচল, ১৪ ডিসেম্বর তুষারপাতের পূর্বাভাস

শিমলা, ১০ ডিসেম্বর ঃ শীতে কাঁপছে সমগ্র হিমাচল প্রদেশে। শিমলা, মানালি, কুল্লুতে কনকনে ঠান্ডা। এমতাবস্থায় আগামী ১৪ ডিসেম্বর হিমাচল প্রদেশের উঁচু পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, হিমাচল প্রদেশের উঁচু পাহাড়ে আগামী ১৪ ডিসেম্বর হালকা তুষারপাত এবং বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত কুল্লু, কিন্নৌর, চাম্বা এবং লাহৌল-স্পিতির বিভিন্ন স্থানে এর প্রভাব দেখা যাবে। হিমাচলের বাকি অংশের আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে।আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, আগামী ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত হিমাচলের সমস্ত জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। বা।বে শীতের দাপট। আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যদিও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে মনে হয়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

জাতীয় হস্তশিল্প পুরস্কার প্রদান রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার দিল্লিতে ২০২৩ ও ২০২৪ সালের জাতীয় হস্তশিল্প পুরস্কার প্রদান করেছেন।অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, শিল্প আমাদের অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতের আকাঙ্খাগুলিকে প্রতিফলিত করে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষ চিত্রকলা বা ভাস্কর্যের মাধ্যমে তার আবেগ প্রকাশ করে আসছে। শিল্প মানুষকে সংস্কৃতির সঙ্গে এবং একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত করে।রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের কারিগররা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শতাব্দী প্রাচীন হস্তশিল্পের ঐতিহ্যকে প্রাণবন্ত রেখেছেন, তার সংরক্ষণ করেছেন। মূল চেতনাকে অক্ষুণ্ন রেখে তারা পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে নিজেদের শিল্প ও ঐতিহ্যকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। তাদের প্রতিটি শিল্পকৃতির মধ্য দিয়ে দেশের মাটির সুগন্ধ পাওয়া যায়।রাষ্ট্রপতি বলেন, হস্তশিল্প শুধু যে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অঙ্গ তাই নয়, এটি জীবিকা অর্জনের এক গুরুত্বপূর্ণ উস। এই ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন ৩২ লক্ষেরও বেশি মানুষ। হস্তশিল্পকে যারা জীবিকা করেছেন, তাদের অধিকাংশই থাকেন গ্রামীণ অথবা প্রত্যন্ত এলাকায়। কর্মসংস্থান ও আয়ের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে এই ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রসার ঘটিয়েছে।রাষ্ট্রপতি বলেন, এই ক্ষেত্র বরাবরই সমাজের দুর্বলতর অংশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাই সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য হস্তশিল্পের প্রসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হস্তশিল্প কারিগরদের জীবিকার উৎস তো বটেই, সেইসঙ্গে তাদের স্বীকৃতি ও সামাজিক সম্মানের দ্যোতক। এই ক্ষেত্রের শ্রমশক্তির ৬৮ শতাংশই মহিলা, তাই এর উন্নয়ন মহিলা ক্ষমতায়নকেও আরও মজবুত করবে।রাষ্ট্রপতি বলেন, হস্তশিল্প ক্ষেত্র প্রাকৃতিক ও স্থানীয় সম্পদের উপর নির্ভর করে এবং এটাই তার সবথেকে বড় শক্তি। এই শিল্প পরিবেশবান্ধব, এখানে কার্বন নির্গমনের মাত্রা অত্যন্ত কম। আজ যখন বিশ্বজুড়ে পরিবেশবান্ধব সুস্থিত জীবনশৈলী নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তখন হস্তশিল্প ক্ষেত্র আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জিআই স্বীকৃতির মাধ্যমে ভারতীয় হস্তশিল্প বিশ্বজুড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করায় সন্তোষ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে নিজের অনন্য পণ্যের জন্য জিআই স্বীকৃতি অর্জনে তপর হওয়ার আহ্বান জানান। এর ফলে, তাদের পণ্য অনন্য পরিচয় পাবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পণ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এক জেলা এক পণ্য উদ্যোগও আমাদের আঞ্চলিক হস্তশিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে তিনি মন্তব্য করেন।রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমাদের কারিগরদের জ্ঞান, নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম ভারতীয় হস্তশিল্পকে বিশ্বের সামনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশ্ব বাজারে ভারতীয় হস্তশিল্প পণ্যের চাহিদা এই ক্ষেত্রের সামনে বিকাশের অভাবনীয় সুযোগ এনে দিয়েছে। এর ফলে, তরুণ উদ্যোক্তা ও ডিজাইনারদের সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে গেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।

অসম আন্দোলনে আত্মবলিদানকারী শহিদদের সশ্রদ্ধ স্মরণ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

গুয়াহাটি, ১০ ডিসেম্বর ঃ অসম আন্দোলনে আত্মবলিদানকারী শহিদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১০ ডিসেম্বর, গোটা অসমে পালিত হচ্ছে শহিদ দিবস। রাজ্যের সব প্রান্তের মানুষ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ অসম আন্দোলনে ৮৬০ জন আত্মবলিদানকারী শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন।আজকের চিরস্মরণীয় এই দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে অসম আন্দোলনের শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন। অসমিয়া ভাষায় শহিদদের ত্যাগকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ' শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে অসম আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকল শৌর্যকে স্মরণ করছি। এই আন্দোলন সর্বদা আমাদের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকবে। অসমের সংস্কৃতিকে সবল করার পাশাপাশি রাজ্যটির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়নের স্বপ্ন যে সকল আন্দোলনকারী দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নগুলি পূরণ করতে আমরা প্রতশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি।'

রেসকোর্সের সামনে দুই সাফাইকর্মীকে ধাক্কা গাড়ির, গুরুতর আহত ৪ জন

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ঃ সাতসকালে রেসকোর্সের সামনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। এসএসকেএম হাসপাতালের দিক থেকে আসা একটি গাড়ি রেসকোর্সের সামনে সজোরে ধাক্কা দেয় দুই মহিলা সাফাইকর্মীকে। এর পরে রাস্তার ধারের একটি ল্যাম্প পোস্টে ধাক্কা মেরে ৭০০ থেকে ৮০০ মিটার এগিয়ে উল্টে যায় গাড়িটি। এতে চালক এবং সওয়ারি, মোট দু'জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাঁদের এবং দুই সাফাই কর্মীকে উদ্ধার করে পুলিশ এবং নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন তাঁরা। বুধবার ভোরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, বেপরোয়া গাড়িটির গতিবেগ অনেকটাই বেশি ছিল। যার ফলে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সেই কারণেই ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হবে বলে পুলিশ সূত্র থেকে জানা গিয়েছে ।

ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেঝেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দু ঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও ।

হাওড়া স্টেশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন রাজ্যপাল

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১০ ডিসেম্বর ঃ হাওড়া স্টেশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন রাজ্যপাল। বললেন, রাজ্যে কোনও গুন্ডাগিরি বরদাস্ত করা হবে না। বুধবার দুপুরে হাওড়া স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্সের ২২নং প্ল্যাটফর্মে ফেরেন রাজ্যপাল। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। গত রবিবার গীতাপাঠের অনুষ্ঠানের দিন কলকাতা ময়দানে দুই 'নন-ভেজ' প্যাটিস বিক্রেতাকে মারধরের ঘটনায় ময়দান থানায় জোড়া এফআইআর প্রসঙ্গে এদিন হাওড়া স্টেশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, বিষয়টি তিনি জরুরি ভিত্তিতে দেখবেন। রাজ্যে কোনও গুন্ডাগিরি বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশ ঘটনা তদন্ত করে দেখুক। অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনার খড়দায় এক বিএলও'র বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলার ঘটনায় বিএলও'দের কি কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা দরকার ? এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন, আমাকে পুরোপুরি এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খোঁজখবর নিতে দিন। তারপর আমি প্রশাসনকে যা নির্দেশ দেওয়ার দেব। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপিতে মন্দিরে ভাঙচুর প্রসঙ্গে এদিন এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপাল বলেন, কোনও পরিস্থিতিতেই রাজ্যে গুন্ডাগিরি বরদাস্ত করা হবেনা।

'পোদরা-রাজাবাগান' ফেরি সার্ভিস পুনরায় চালু হতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১০ ডিসেম্বর ঃ আগামী নতুন বছরেই রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা 'পোদরা-রাজাবাগান' ফেরি সার্ভিস পুনরায় চালু হতে চলেছে। এতে উপকৃত হবেন হাট ব্যবসায়ী থেকে বহু সাধারণ মানুষ। জানা গেছে, বিভিন্ন কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা দক্ষিণ হাওড়ার পোদরা ও পাঁচপাড়া থেকে কলকাতার মেটিয়াব্রুজ সংলগ্ন রাজাবাগান রুটের ফেরি পরিষেবা ফের শুরু হতে চলেছে। আগামী ইংরেজি বছরের গোড়াতেই এই পরিষেবা শুরু হওয়ার কথা। রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরীর উদ্যোগে এবং হুগলী নদী জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতি লিমিটেডের প্রচেষ্টায় এই পরিষেবা হাওড়ার পোদরা থেকে শুরু হতে চলায় খুশি প্রায় লক্ষাধিক বস্ত্র ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ। বুধবার সকালে পোদরার ওই ফেরিঘাট পরিদর্শনে যান বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরী ও হুগলি নদী জলপথ সমবায় সমিতি লিমিটেডের ডিরেক্টর অজয় দে। এছাড়াও হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্যা সুস্মিতা মুখার্জি, থানামাকুয়ার প্রধান আবু মন্ডল এবং পাঁচপাড়ার প্রধান মিনু মমতাজ। অজয় বাবু বলেন, 'যাত্রী পারাপারের জন্য পোদরা ঘাট থেকে আগে ভুটভুটি চলাচল করত। বেশ কয়েক বছর আগে একটি বাস। দুর্ঘটনার পর থেকে নানা কারণে সেই রুট বন্ধ হয়ে যায়। এরপর বর্তমান রাজ্য সরকারের তরফ থেকে উদ্যোগ নিয়ে একদিকে দক্ষিণ হাওড়ার পোদরা ঘাট এবং ওপারে কলকাতার মেটিয়াব্রুজ সংলগ্ন রাজাবাগান ঘাটের আমূল সংস্কার করা হয়। কংক্রিটের জেটি থেকে শুরু করে অফিস ঘর সব কাজই প্রায় শেষের পথে। আর মাসখানেক বা মাস দুয়েকের মধ্যেই এই ফেরি পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। মেটিয়াব্রুজে আসা হাট ব্যবসায়ীরা এর ফলে খুবই উপকৃত হবেন। আজ হাওড়ার দিকের এই ফেরিঘাট পরিদর্শনে আসেন দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরী। এই ফেরি পরিষেবা চালু হলে দুই পাড়ের কয়েক লক্ষ মানুষ এতে উপকৃত হবেন।' এদিন দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরী বলেন, 'পোদরা থেকে রাজাবাগান ফেরি পরিষেবা চালু হলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিশেষ করে উপকৃত হবেন হাট ব্যবসায়ীরা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় এই ফেরি পরিষেবা চালু হওয়ায় সকলে খুশি।'

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এমসি-ভেহিকল-হায়ার-এফআরটি-এইচডব্লুএইচ-২৫, তারিখ ০৯.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ইএনএইচএম অ্যান্ড এফআরটি.), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন: **কাজের নাম:** মাল গাড়ির ব্রেকডাউন ও দুর্ঘটনার স্থান পরিদর্শনের জন্য ডিএমই (এফআরটি.)/এইচডব্লুএইচ, পূর্ব রেলওয়ের অধীনে একটি নন এসি ৪ হুইলার যান (এসইউভি)। **টেন্ডার মূল্য :** ১১,৪০,৬১৩.৫৭ টাকা। **বায়নামূল্য জমা করতে হবে :** ২২,৮২০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ:** কাজ শুরুর তারিখ থেকে ২ বছর। **অনলাইনে টেন্ডার জমার জন্য ওয়েবসাইট বিবরণ :** জিইএম পোর্টাল। **বিড বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো।
(HWH-449/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ডিএল_গিয়ার_কেস_এইচডব্লুএইচ_১৬১_আরটি, তারিখ ০৫.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিএমই/লোকো, পূর্ব রেলওয়ে, বামনগাছি, হাওড়া-৭১১১০৬,হাওড়া-৭১১১০৬ টেন্ডার নং ডিএল_গিয়ার_ কেস_এইচডব্লুএইচ_১৬১_আরটি-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির **বন্ধের তারিখ ২৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা**। বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** ৩ বছরের মেয়াদে হাওড়া ডিজেল শেড, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়ার ডব্লুএপি৪ ইলেক্ট্রিক লোকোর গিয়ার কেস অ্যাসেম্বলি রিহ্যাবিলিটেশন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ২৩,২০,৬৫১.৮৮ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৪৬,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **অফারের বৈধতা :** ৬০ দিন। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ৩৬ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ১৫.১২.২০২৫।
(HWH-446/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

The Court of Sub-Judge-I, District Civil Court, Dist.-Katihar
Reference:-
Title Suit Case No.-365/2024
Birendra Kumar Singh.........Plaintiff
Vrs
Umesh Kumar Chamaria and others.......Defendants.
NOTICE against

Defendant No.-01. Umesh Kumar Chamaria S/O-Late Motilal Chamaria, resident of House No.- 60/2 Lake Road, PS-Lake Kolkata PIN-700029 (W.B.) Defendant No.-02. Amit Dhandhania S/O- Late Bimal Dhandhania resident of House No.- 383 Block "G" New Alipore Kolkata PIN-700053 (W.B.) Defendant No.-03. Vivek Dhandhania S/O-Late Vinay Dhandharia. resident of House No.-401/1 Block "G" Alipore Kolkata PS-New Alipore Kolkata PIN-700053 (W.B.)...Defendant. It is informed that the plaintiff Birendra Kumar Singh has filed a Partition Suit Bearing TS No.-365/2024 against two defendants, by which the above noted defendant has not appeared before the court as yet, therefore through a public notice you all are informed that the next date of hearing in connection with this case has fixed on 13/01/2026 for filling objection, accordingly you all are directed to appear before the court on due date at 10.30 AM and represent your case. You are also directed that in absence of the defendant, an ex-party order will be passed for further proceeding of the suit. It is signed by me by dated 08th day of December 2025 and issued after making seal of this court.
Sd/-Manish Kumar
Sub-Judge-I, Katihar

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনিয়র ডিইএন/৪/ এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং : ২১৯_২০২৫-২৬, তারিখ ০৯.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ:** এসএসই/ডব্লু/বিএইচপি-র অধিকারক্ষেত্রে এইএন/বিএইচপি-র অধীনে মহিলাদের জন্য অ্যাটাচ টয়লেট সহ পোষাক পরিবর্তন রুমের ব্যবস্থা করা। **আনুমানিক ব্যয়:** ৫৬,০৬,৭৯০.৬৫ টাকা। **বায়নামূল্য:** ১,১২,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ:** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৯ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ৩১.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-451/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

দীপাবলিকে স্বীকৃতি ইউনেস্কোর

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃ ভারতের জন্য এক গৌরবের দিন। আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে আলোর উৎসব দীপাবলিকে স্বীকৃতি দিল ইউনেস্কো। কলকাতার দুর্গাপুজোর পথ ধরে ভারতের দীপাবলি উৎসবও জায়গা করে নিল ইউনেস্কোর 'ইনট্যানজিব্ল কালচারাল হেরিটেজ' (আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য)-এর তালিকায়।ইউনেস্কোর পোস্টটি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'আবহমান ঐতিহ্য-তালিকায় দীপাবলির জায়গা পাওয়াটা সারা বিশ্বে এই উৎসবের জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে তুলবে। প্রভু শ্রী রামের আদর্শ অনন্তকাল আমাদের পথ দেখাক।'

রাশিফল

মেষঃঅন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটতে পারে। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে পারেন।

বৃষঃ সকলের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখুন। মর্যাদা ও গোপনীয়তার সঙ্গে কাজ করবেন। কোনো ধরনের শিথিলতা ও অবহেলা থাকবে না। পরিবারের সদস্যদের শেখার পরামর্শ উপেক্ষা করা উপকারগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে। ব্যবসার কাজকর্ম সুশৃঙ্খলভাবে চালিয়ে যান।

মিথুনঃ রাজনীতির সঙ্গে যুক্তদের জনপ্রিয়তা বাড়বে। আজ বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে পারেন। পারিবারিক জীবনে অশান্তি মাথা চাড়া দিতে পারে। উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে আজ মিথ্যে বা ছলনার আশ্রয় নিলে সমস্যায় পড়তে পারেন। বিবাহের যোগ হতে পারে

কর্কট রাশিঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা দরকার, অন্যথায় আপনি আগামী সময়ে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। আপনার পরিবারের সাথে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ প্রত্যেককে এক হালকা এবং আনন্দদায়ক মেজাজে রাখবে। ব্যবসায় উন্নতি।

সিংহঃআজ আপনি প্রতিটি কাজ সম্পূর্ণ মনোযোগ এবং উসাহের সঙ্গে করার চেষ্টা করবেন। বন্ধুদের সমর্থন আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। শুভাকাঙ্ক্ষীদের কথায় মনোযোগ দিন। আপনি আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকবেন। সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুভূতি থাকবে। শুভ দিন হবে।

কন্যাঃস্বাস্থ্যকে অবহেলা করে সমস্যায় পড়তে পারেন কন্যা রাশির জাতকরা। আজ পেশাগত জীবনে নতুন চিন্তাধারা কার্যকরী রূপ নেবে। ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় নজরকাড়া সুযোগ পেতে পারে। বহুদিন ধরে যে যোগাযোগ গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছিল না, আজ তা ফলপ্রসু হবে। কর্মসূত্রে অন্যত্র যেতে হতে পারে। শুভদিন

তুলাঃজটিল পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাবেন না। খাবারের স্বাদের জন্য যেমন নুন দায়ী তেমনি একটু অশান্তি না থাকলে সুখের গুরুত্ব বোঝা যায় না। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিন- এতে আপনার মন ভালো থাকবে।

মকরঃ আজ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, দ্ব্যর্থহীন পরিস্থিতি বিভিন্ন ভয়কে বাড়িয়ে তুলতে পারে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। কাজের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন। সম্পর্ক মজবুত করার চেষ্টা করবেন। ব্যবসায় উন্নতি হবে

বৃশ্চিকঃমিষ্টি খাবার, খনিজ দ্রব্য,গাড়ি, জমির ব্যবসা আজ বিশেষ লাভজনক হবে। উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় কষ্ট পেতে পারেন। সন্তান হতে পারে আজ।

ধনুঃ রক্তচাপের রোগীরা ভিড় বাসে চাপার সময় তাঁদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত যত্নশীল থাকবেন। আজ শুধু বসে থাকার পরিবর্তে- কেন এমন কিছুতে নিযুক্ত হচ্ছেন না- যা আপনার উপার্জন ক্ষমতা উন্নত করবে। সন্তান হতে পারে আজকে।

কুম্ভঃ আজ আপনি ব্যবহারিক প্রজ্ঞা এবং কাজের বোঝাপড়ার সাথে একটি অনুকূল অবস্থান বজায় রাখবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে ভালো ফল পাবেন। শিল্পকলার দক্ষতা আরও ভালো থাকবে। ব্যবসায়িক নীতি ও পরিকল্পনার প্রচার করবেন।

মীনঃ যেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন। আজ, আপনার এক ভাইবোন আপনার কাছ থেকে ঋণ নিতে পারেন। আর্থিক উন্নতি

আবহাওয়া

তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের না হলেও, দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে বজায় রয়েছে শীতের আমেজ। আগামী ৭-দিন একইরকম থাকবে আবহাওয়া। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় থাকবে কুয়াশার দাপট, দক্ষিণবঙ্গের আকাশ থাকবে পরিস্কার। আপাতত তাপমাত্রার বড়সড় হেরফের হবে না। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কম।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাতে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা কমে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে। উত্তরবঙ্গে সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিষ্কার হবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০১টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৩মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫২মিনিটে হতে পারে।

সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জোরদার নজরদারি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজ্য সরকার পুরুলিয়ার সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে নজরদারি আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ইউনিটেই এই বাড়তি নজরদারি চালানোর জন্য বিশেষজ্ঞ সংস্থা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্ট্যাক এমিশন, বায়ুর মান এবং বর্জ্য জলের গুণগত মান পরীক্ষা করতে হয়। সেই সব পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়মিত ভাবে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির কাছে জমা দিতে হয়। পাশাপাশি এই রিপোর্টগুলির মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দৈনন্দিন পরিবেশগত কর্মক্ষমতাও মূল্যায়ন করা হয়।

জাতীয় সড়কের ধারে বস্তায় মিলল উত্তর ২৪ পরগনার ভোটার কার্ড!

দুরন্তবার্তা, গোপাল বিশ্বাস, নদীয়াঃ নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত উদয়পুর এলাকায় এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী রইল সাধারণ মানুষ। বুধবার সকালবেলায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে ফেলে রাখা নোংরা আবর্জনার একটি বস্তার ভেতর থেকে উদ্ধার হল একাধিক নির্বাচন পরিচয় পত্র। স্থানীয় সূত্রে খবর, পথ চলতি মানুষ জন প্রথম বস্তার ভেতর ভোটার কার্ডগুলি দেখতে পান। এরপরই খবর দেওয়া হয় শান্তিপুর থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এবং উদ্ধার হওয়া ভোটার পরিচয় পত্রগুলি নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যায়। তবে প্রশ্ন উঠছে; কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে এত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি রাস্তায় ফেলে গেল? আরও চাঞ্চল্যের বিষয়, উদ্ধার হওয়া ভোটার কার্ডগুলির অধিকাংশই নদিয়া জেলার নয়, বরং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির দাবি, এই ঘটনার পেছনে রয়েছে ভুয়ো ভোটার তৈরির চক্র, এবং এই কারণেই এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে তারা দাবি করে। বিজেপির অভিযোগ, এর পেছনে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত। পাল্টা তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, সম্পূর্ণ ঘটনা বিজেপির চক্রান্ত। তাদের বক্তব্য, বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নদিয়া জেলা সফরের আগেই এলাকায় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা তৈরির জন্য পরিকল্পিত ভাবে এই কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নদিয়া সফরের প্রাক্কালে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভোটার পরিচয় পত্র নদিয়ায় উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে। এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন;এই ভোটার কার্ডগুলি এল কোথা থেকে, কারা এর নেপথ্যে? পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জন্ম-স্কুল সার্টিফিকেট নেই মানেই ভোটাধিকার নেই?

দুরন্তবার্তা, গোপাল বিশ্বাস, নদীয়াঃ ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে - এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। বুধবার নবদ্বীপ বিধানসভার অন্তর্গত মুকুন্দপুর এমএলএ ওয়ার রুম পরিদর্শনে এসে তিনি সরাসরি কেন্দ্র সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। মন্ত্রী বলেন, 'যে দেশে ৮৪ শতাংশ মানুষ স্বাক্ষর করতে জানেন না, যে রাজ্যে ২০০০ সালের পর জন্ম সার্টিফিকেট চালু হয়েছে, যেখানে ২০১০,১১ সালে এখনও ৩৩ শতাংশ শিশুর জন্ম বাড়িতে হতো, তারা কোথা থেকে বার্থ সার্টিফিকেট পাবে? তাহলে কি তাদের ভোটাধিকার থাকবে না?' তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেস কখনোই প্রকৃত ভোটারকে বাদ পড়তে দেবে না। 'একটি প্রকৃত ভোটারের নামও কাটা গেলে আমাদের লড়াই দিল্লি পর্যন্ত যাবে,' হুঁশিয়ারি দেন তিনি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'কখনও বলছে ১, কখনও দেড় কোটি ভোটারের নাম বাদ যাবে। বাংলার মানুষকে বাদ দিতে পারলে বিজেপির নেতারা আনন্দ পায়, কারণ ওরা বাংলা বিরোধী।' এপ্রসঙ্গেই কয়েকদিন আগের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের উল্লেখ করে বলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে সম্বোধন বিজেপির মানসিকতাকেই প্রকাশ করে। বিজেপির সঙ্গে বাংলা, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কোনও সম্পর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিবেকানন্দ, নেতাজি বা বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে তাদের শ্রদ্ধা নেই।' অভিযোগ, 'এই দল স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ বহন করে না। উল্টে হিন্দু ধর্মের নামে হিন্দুত্বকে অপমান করছে। বাঙালি মানুষ বোঝে, আর তাই আগামীতে বাংলায় বিজেপির আসন সংখ্যা আরও কমবে।' পরিবহণমন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে।

আসন্ন নির্বাচনে ৫০-৬০টি আসনে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াইয়ের আহ্বান আলিমুদ্দিনের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ আগামী ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে সব জেলাকে সমান গুরুত্ব দিচ্ছে না সিপিএম। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে কিছু নির্বাচনী আসনকে, যেখানে জয় লাভের সম্ভাবনা বেশি এবং সংগঠন তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী। এই নতুন কৌশলকেই আসন্ন নির্বাচনে গুরুত্ব দিতে চাইছে আলিমুদ্দিন। দল সূত্রে জানা গেছে, ২৯৪টি আসনকে একাধিক ক্যাটাগরিতে ভাগও করা হয়েছে। জেলাস্তর থেকে আসা রিপোর্ট ও সমীক্ষা করে কয়েকটি জেলার একাধিক আসনকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে আলিমুদ্দিন। বর্তমানে নিম্নস্তরে দলের সংগঠন দুর্বল এবং জনসমর্থন তলানিতে। বিশেষ করে পদ্মশিবিরে ভোটের বড় অংশ চলে যাওয়ায়, সর্বত্র লড়াই করা লাভজনক নয় বলে মনে করছেন নেতৃত্ব। জেলাসংক্রান্ত রিপোর্ট, সমীক্ষা এবং অতীত নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে আলিমুদ্দিনের নেতৃত্বে সিপিএম এই বিশেষ আসনগুলিতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবে। মালদহ ও মুর্শিদাবাদের কয়েকটি আসনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, হুগলি, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক আসন রয়েছে বিশেষ গুরুত্বের তালিকায়। যাদবপুর, দমদম, কামারহাটির আসনগুলি রয়েছে গুরুত্বের তালিকায়। পার্টি সূত্রে জানা গেছে, বিশেষ গুরুত্বের আসনের সংখ্যা প্রায় ৫০ থেকে ৬০টি। এই আসনগুলিতে দলের সংগঠন তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী এবং জনসমর্থন অন্যান্য এলাকার চেয়ে ভালো। সিপিএম নেতৃত্ব এই আসনগুলিতে প্রচার ও প্রার্থীর নির্বাচনী কার্যক্রমে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে চাইছে। নির্বাচনী কৌশলে গ্রামীণ এবং শহর এলাকার সমন্বয় করা হয়েছে। গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চাইছে নেতৃত্ব। এর মাধ্যমে ভোটারদের কাছে দলের ভাবমূর্তি দৃঢ় করা এবং ভোটে প্রভাবিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া পূর্ববর্তী লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতেও এই আসনগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উঃ মাঃ চতুর্থ সেমিস্টারে লুজ শিট বন্ধ, 'এন্ড অফ লাইন' নিয়ম, ইনভিজিলেটরের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ উচ্চ মাধ্যমিকের চতুর্থ সেমিস্টার পরীক্ষার (চূড়ান্ত পর্যায়) জন্য উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। এবার থেকে পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের শেষ পাতায় পরীক্ষক বা ইনভিজিলেটরের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক। এর পাশাপাশি, চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষার্থীদের কোনও অতিরিক্ত পাতা বা লুজ শিট দেওয়া হবেনা। সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'এই নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে, যাকে বলা হচ্ছে 'এন্ড অফ লাইন'। পরীক্ষক বা ইনভিজিলেটরের স্বাক্ষর থাকলেই বোঝা যাবে, এরপর আর কোনও লেখা নেই। এটি মূলত আইনি জটিলতা এড়ানোর জন্য নেওয়া পদক্ষেপ।' তিনি আরও বলেন, তঅনেক সময় পরীক্ষার্থীরা খাতা চ্যালেঞ্জ করে বা তথ্য জানার অধিকার আইন অনুযায়ী খাতা দেখার দাবি করলে সংসদকে যথেষ্ট ঝামেলায় পড়তে হয়। কেউ যদি দাবি করে যে, আরও উত্তর লিখেছে, কিন্তু খাতার পাতা হারিয়েছে, তখন প্রমাণ করতে সমস্যা হয়। এই পদক্ষেপ সেই জটিলতা এড়াতে সাহায্য করবে।দ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের এক কর্মকর্তা জানান, চতুর্থ সেমিস্টারের ২ নম্বর বা ৩ নম্বরের প্রশ্নগুলো বেশিরভাগই পূর্ণমানের, এবং কিছু ক্ষেত্রে ৪ বা ৫ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। তাই সংসদের প্রদত্ত খাতায় যথেষ্ট পাতা থাকবে, এবং শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা শেষ করতে কোনও অসুবিধা হবে না। সংসদ নতুন নিয়মের সঙ্গে যুক্ত করেছে কঠোর শৃঙ্খলা বিধানও। পরীক্ষকদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর এনরোলমেন্ট বাতিল হবে। চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, 'অনেক সময় টুকলি বা মোবাইল-সহ ধরা পড়লে পরীক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে পরীক্ষার্থীরা। এই ধরনের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণেই আমরা কঠোর পদক্ষেপ করছি। ছ'টি বিষয়ের মধ্যে যে কোনও পরীক্ষায় এমন ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর সমস্ত পরীক্ষা সে বছরের জন্য বাতিল হয়ে যাবে।' সেখানে আরও বলা হয়েছে, কোনও পরীক্ষার্থী একা বা দলের সঙ্গে পরীক্ষা কেন্দ্রে ভাঙচুর করলে সরাসরি স্কুলকেও জরিমানা করা হবে। এছাড়াও, জরিমানা ধার্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এনরোলমেন্ট বাতিলের শাস্তি দেওয়া হতে পারে।

আগামী শিক্ষাবর্ষে গরমের ছুটি মাত্র ৬ দিন, বড় সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে স্কুলের ছুটিতে বড় ধরনের কাটছাঁট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে গরমের ছুটি মাত্র ৬ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। পর্ষদ মঙ্গলবার আগামী শিক্ষাবর্ষের ছুটির ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ১১ মে থেকে ১৬ মে পর্যন্ত গরমের ছুটি থাকবে। সুতরাং, সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের পড়ুয়ারা আগামী শিক্ষাবর্ষে গ্রীষ্মকালীন ছুটি খুব সীমিত সময়ের জন্য পাবেন। পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বছরে মোট ৬৫টি ছুটি স্কুলগুলিকে বরাদ্দ করা হয়। অতিরিক্ত নতুন ছুটি যুক্ত হওয়ায় গরমের ছুটি কমানো হয়েছে। তবে দুর্গাপুজো উপলক্ষে শারদ উৎসবের ছুটি ২৮ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানে উত্তরবঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার তদারকিতে ব্যস্ত। তাঁর সরাসরি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, তবে পর্ষদের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার নতুন কিছু বিশেষ ছুটি ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে গুরু রবিদাসের জন্মদিন, বীর চিলাবাই-র জন্মদিবস, ইস্টার স্যাটারডে, হুল দিবস, করম পুজো ইত্যাদি। এছাড়াও, অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে প্রতিবছর রাজ্য সরকার স্কুল পড়ুয়াদের বাড়তি গ্রীষ্মকালীন ছুটি দেয়। তাই স্কুলগুলিকে সেই ছুটি মানতে হয়। গত কয়েক বছর ধরে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আসছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় লু বইছে। যা স্কুলে পঠন-পাঠন চলার সময় পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করছে। গরমের তীব্রতাকে মাথায় রেখে, পড়ুয়াদের সুস্থতার কথা চিন্তা করে পূর্বের বছরগুলিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি বৃদ্ধি করা হতো। নতুন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, গ্রীষ্মকালীন ছুটি সংক্ষেপ হলেও ছুটি ও বিশেষ দিনগুলোর মধ্যে সমন্বয় রাখা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ পান। স্কুলগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, গরমের সীমিত ছুটির মধ্যেও শিক্ষার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুস্থতার বিষয়টি নিশ্চিত করার।

বনগাঁ পুরসভার প্রধান গোপাল শেঠের পদত্যাগ, বিজয় মিছিলে সামিল তৃণমূল কাউন্সিলরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে পদত্যাগ করলেন বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। বুধবার সকালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্তফাপত্র জমা দেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বনগাঁর একাধিক তৃণমূল কাউন্সিলর উদ্দীপনায় মেতে ওঠেন এবং এলাকায় বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। যদিও ইস্তফা দেওয়ার পর গোপাল শেঠ নিজে কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি, তবু ওয়াকিবহাল মহলে মনে করা হচ্ছে, পুরসভার অচলাবস্থা আগামীতে ধীরে ধীরে কাটবে। রাজ্যের শাসক দল দীর্ঘদিন ধরে বনগাঁ পুরসভার ক্ষমতা বজায় রেখেছে। কিন্তু সামনেই বিধানসভা নির্বাচন থাকায় পুরসভার অচলাবস্থা রাজনীতিতে উত্তেজনা তৈরি করেছিল। কয়েক মাস আগে তৃণমূলের অন্দর থেকে বিভিন্ন পুরসভার প্রধানদের পদত্যাগের নির্দেশ আসে। অন্যান্য পুরসভার প্রধানরা তা মেনে পদত্যাগ করেছেন। তবে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ দাবি করেছিলেন, তাঁকে এমন কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। সেই কারণে তিনি পদত্যাগ করেননি। এর ফলে পুরসভায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যক্রম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় অন্যান্য কাউন্সিলরদের মধ্যেও ক্ষোভ দেখা দিতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত পুরসভার কাউন্সিলররা অনাস্থা প্রস্তাব আনার পরিকল্পনা নেন। প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটি হওয়ার আগে গোপাল শেঠ নিজেই পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। বুধবার সকালে ইস্তফাপত্র জমা দেওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসে। তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস এই প্রসঙ্গে বলেন, 'গোপাল শেঠের অনেক আগেই দলের সিদ্ধান্ত মেনে পদত্যাগ করা উচিত ছিল। শেষপর্যন্ত তাঁকে পদত্যাগ করতেই হল। তবে এতে নিজের ভাবমূর্তিটাই নষ্ট করেছেন গোপাল শেঠ।' তিনি আরও বলেন, 'আজ মানুষের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস ছিল তাতেই বোঝা যাচ্ছে, ২০২৬ সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ফল করবে। পুরপ্রধান হিসেবে গোপাল শেঠ যে ব্যর্থ, তা বনগাঁর মানুষের কাছে পরিষ্কার।

প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্তের বাড়িকে হেরিটেজ ঘোষণা ও সংগ্রহশালার দাবিতে মৌন পদযাত্রা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ শ্রদ্ধেয় কালিদাস দত্তের মজিলপুরের বাড়ি 'ঐতিহ্য ভবন' (হেরিটেজ ভবন) ঘোষণা করে সরকারী অধিগ্রহণ ও সংগ্রহশালায় করার দাবী উঠলো তার ১৩১ তম জন্ম দিবসে জয়নগরে।অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ প্রয়াত প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রদ্ধেয় কালিদাস দত্তের (জন্মঃ ১০ই ডিসেম্বর ১৮৯৫-প্রয়াণঃ ১৪মে ১৯৬৮) মজিলপুর কালিদাস দত্ত রোডের দ্বিতল ভবনটি 'ঐতিহ্য ভবন' বা হেরিটেজ বিল্ডিং হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ঘোষণা করে অধিগ্রহণ ও একটি সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য সমগ্র চব্বিশ পরগনা তথা নিম্নবঙ্গের ইতিহাস ঐতিহ্যপ্রিয় মানুষেরা এক হয় সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত স্মৃতিরক্ষা সমিতির গঠন করা হয়। আর সেই কমিটির উদ্যোগে বুধবার জয়নগর মজিলপুর জে এম টেনিং স্কুলে কালিদাস দত্তের উপর আলোচনা সভা ও মজিলপুর থেকে তার বাড়ি পর্যন্ত একটি মৌন পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। যাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ জন অংশ নেন। এদিনের সভা থেকে তার পৈতৃক বাড়িটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করার দাবি তোলা হয় এবং তার নামে সেখানে একটি সংগ্রহ শালা করার ও দাবি তোলা হয়।সম্প্রতি এই বাড়িটি ব্যক্তিগত ভাবে বিক্রয় করে দেওয়া হয় তার বংশধরদের পক্ষ থেকে। তাই স্মৃতি রক্ষা কমিটি তরফে সরকারি স্তরে যোগাযোগ করে এই বাড়িটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করা ও সংগ্রহ শালা করার দাবি তোলা হলো এদিন।মজিলপুরের জমিদার দত্ত পরিবারের সন্তান কালিদাস দত্ত ১৯২৪ সালে জমিদারি দেখাশোনার কাজে তৎকালীন মথুরাপুর বর্তমানে রায়দিঘী থানাভুক্ত পশ্চিম জটা গ্রামে ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রায় ১০০ ফুট উঁচু উত্তর ভারতীয় রেখ দেউল ঘরানার মন্দির দেখে প্রচণ্ড বিষ্মিত হন। এই ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, তাঁকে পরিণত করে অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতের অন্যতম সেরা অপেশাদার প্রত্নতত্ত্ববিদে। স্বাধীনতার আগে যে সময়ে সুন্দরবনে প্রাণঘাতী বাঘ, কুমীর, সাপের ভয়, রাস্তাঘাট নেই, সেতু নেই, যানবাহন নেই সেই সময়ে ধনী জমিদার সন্তান মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে অথবা নৌকা করে ঘুরেছেন।নৌকাতে বা চাষীর চালাঘরে রাত কাটিয়েছেন।ভালো করে খাওয়া হয়নি, বিশ্রাম হয়নি এইভাবে আবিষ্কার করেছেনজৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু মঠ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে, কাঁচা ও পোড়া মাটির পুতুল, পাথরের হাতিয়ার, ধাতুর মূর্তি, মুদ্রা, বিভিন্ন যুগের মাটির পাত্র, ইট, মাটির ও মাঝারি দামী পাথরের পুঁতিদানা, সুন্দরবনে ভারতের অন্য অঞ্চলের মত প্রাচীন সভ্যতার গৌরবময় ঐতিহ্য আছে তার প্রমাণস্বরূপ এসব প্রত্নসম্ভার চাক্ষুষ করতে বিদেশের ও অবিভক্ত ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ এসেছেন তাঁর এই বাড়িতে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ননীগোপাল মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, দীনেশ চন্দ্র সেন, স্টেলা ক্রেমরিশ, রমাপ্রসাদ চন্দ, দেবপ্রসাদ ঘোষ, নীহাররঞ্জন রায়, বিনয় ঘোষ, হেমচন্দ্র রায় সহ আর ও অনেকে।ভবনের দ্বিতলের কক্ষে উৎকীর্ণ ফলকে দেখা যায়, এই বাড়িতে ১৮৬৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন ছিলেন ও তাঁর বিষবৃক্ষ উপন্যাসের কিছু অংশ এই বাড়িতে লেখা হয়। আরও উল্লেখযোগ্য, এই বাড়িতেই অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার প্রথম প্রত্ন সংগ্রহশালাটি গড়ে তুলেছিলেন শুধু জ্ঞান পিপাসু মনের নিবৃত্তি নয়, সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার ও পরাধীন ভারতে দেশমাতা তথা জন্মভূমির গৌরববৃদ্ধির আকৃতিও তাঁকে জীবনের চারটি দশক উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর চিন্তাধারা ছিল সুদরপ্রসারী ও গঠনমূলক। তাঁর আবিষ্কার ও অন্যান্য প্রসঙ্গে মোট ১০০টির মত প্রবন্ধ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়,একদল যুবককে অনুপ্রাণিত করেন যাঁরা তাঁর পদক্ষেপ অনুসরণ করে সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের মনে ইতিহাস বোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনার স্ফুরণ ঘটান। যার পরিণতিতে আজ ২০-৩০টি সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে দুই চবিবশ পরগনায়। পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ, অনুসন্ধান সমীক্ষা, গবেষণা,সংরক্ষণের প্রচলন হয়েছে যার উৎস কালিদাস দত্ত ও তাঁর এই বাড়ির সংগ্রহশালা। সুন্দরবন তথা বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্যপ্রেমীদের কাছে এই বাড়ি শুধু কিছু ইট, কাঠের সমাহার নয়।

মৎস্যজীবীদের উপর সমীক্ষা শুরু কেন্দ্রীয় সরকারের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এক দশকের বেশি সময় পর কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের চার জেলার মৎস্যজীবীদের উপর সমীক্ষা শুরু করছে। তাঁদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বাড়ির সদস্যরা কী করেন, কবে থেকে মাছ ধরার কাজ করছেন, অন্যান্য আয়ের সংস্থান আছে কিনা এই সমস্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এই রাজ্যে পূর্ব মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা ও হাওড়ায় হবে এই সমীক্ষা। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন উপকূলবর্তী জেলাতে চলবে এই কাজ। সমীক্ষার নাম দেওয়া হয়েছে 'মেরিন ফিশারিজ সেন্সাস ২০২৫'। কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রক থেকে রাজ্যকে চিঠি পাঠিয়ে এই সমীক্ষার বিষয়ে জানানো হয়েছে। সেই মতো জেলাগুলি প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে।

নৈহাটিতে কিশোরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতে হাড়হিম করা এক ঘটনা ঘটেছে, যেখানে এক কিশোরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পরপর কোপ মারা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত যুবকের নাম শুভ মজুমদার। আহত কিশোর অষ্টম শ্রেণির ছাত্র দেবাংশ সরকার, বর্তমানে নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন সে। তার শারীরিক অবস্থা গুরুতর বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। অভিযুক্ত যুবক নৈহাটির শিবদাসপুর থানার অন্তর্গত বোরা কালীতলা এলাকার বাসিন্দা। ওই এলাকারই বাসিন্দা অষ্টম শ্রেণির ছাত্র দেবাংশ সরকার। স্থানীয়রা জানান, শুভ মজুমদার হঠাৎ দেবাংশকে ঘিরে ধরে, এবং অন্যরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে কোপ মারতে থাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় কিশোর পড়ে যাওয়ার পর স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সুযোগ বুঝে হামলাকারী ওই সময় ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্ত শুরু করে। শিবদাসপুর থানার আধিকারিকরা জানান, কিশোরের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। রাতে পুলিশের তল্লাশিতে শুভ মজুমদারকে এলাকার একটি বাগান থেকে আটক করা হয়। ধৃতের পরিবারের দাবি, শুভ মজুমদার মানসিক ভারসাম্যহীন, তবে তিনি কীভাবে অস্ত্র হাতে পেয়েছিলেন তা এখনও তদন্তাধীন। এই ঘটনায় পুরো এলাকা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। স্থানীয়রা আশা করছেন, পুলিশ দ্রুত এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ভ্রাম্যমান মেডিকেল পরিষেবার সূচনা ও সচেতনতা শিবির

দুরন্তবার্তা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি ঃ পশ্চিমবাংলার দুর্গম এবং পশ্চাদপদ এলাকায় মানুষের কাছে স্বাস্থ্যপরিষেবা পৌঁছে দিতে কয়েক দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি স্বয়ংসম্পূর্ণ মেডিকেল যানের উদ্বোধন করেছেন, আজ সেই পরিষেবা হরিপালের গ্রাম গুলির মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির অঙ্গনে তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। এরই সাথে হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্নার বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে হরিপালের পশ্চিম গোপিনাথপুরের শ্রমজীবী হাসপাতালে একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়। আগামী বিশ্ব মানবাধিকার দিবসকে সামনে রেখে চাইল্ড ম্যারেজ এবং ট্রিনেজ প্রেগনেন্সি বন্ধে সচেতনতা শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না, হরিপালের বিডিও পারমিতা ঘোষ, হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী সহ জনপ্রতিনিধিগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বারুইপুর বাইপাসে দুর্ঘটনা, হতাহতের কোনো খবর নেই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর ঃ বারুইপুর বাইপাসে দাঁড়ানো একটি ছোটো হাতি গাড়িকে সজোরে ধাক্কা মেরে উলটে গেল লরি। ছোটো হাতি গিয়ে পড়ল রাস্তার পাশের একটি পুকুরে। ঘটনায় লরির চালক পলাতক। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি বারুইপুর বাইপাসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, বারুইপুর মালঞ্চ বাইপাসের কাছে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল একটি ছোট হাতি। কলকাতার দিক থেকে একটি লরি মথুরাপুরের দিকে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দ্রুতগতিতে আসছিল। আর সেই সময়ে ছোট চার চাকার গাড়িটিকে সজোরে ধাক্কা মারে লরিটি। ধাক্কার তীব্রতায় ছোট হাতি গাড়িটি সোজা গিয়ে বাইপাসের পাশে একটি পুকুরে পড়ে যায়। এবং ওই লরিটি ধাক্কা মেরে উলটে যায়।তবে এই ঘটনায় কারুর আহত বা হতাহতের কোন খবর নেই।লরি চালক ঘটনাস্থল ছেড়ে পালান।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দুরন্তবার্তা, মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া ঃ প্রায় দুই শতাধিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বুধবার ডঙ্লুবেড়িয়া ১নং ব্লকের খোড়িয়া ময়নাপুর স্কুলের মাঠে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ ও উত্তর চক্রের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা। উলুবেড়িয়া ১নং ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ ও উত্তর চক্রের প্রায় দুশোটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছিল বসে আঁকা, হাঁড়ি ভাঙ্গা, ৫০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা, যেমন খুশি তেমন সাজো, যোগাসন, নাচ-গান সহ একাধিক প্রতিযোগিতা। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সুচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ চক্র ও উত্তর চক্রের ভারপ্রাপ্ত অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুরাজ মন্ডল, উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শুভ্রা দাস, হাটগাছা ১নং পঞ্চায়েতের প্রধান প্রসেনজিৎ দাস, বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি উদয় কাঁড়ার, খোড়িয়া ময়নাপুর হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অর্ণব হালদার, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক মৌমিতা মন্ডল, নিলীমা দে, সঞ্জীব দাস, মানষিক স্বাস্থ্য বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সিনির প্রতিনিধিগন সহ বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলীগন।

মথুরাপুরে উদযাপিত হলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরাপুর ঃ বুধবার মথুরাপুরে আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার দিবস পালন করা হলো পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে।সারা বছর অসহায়, হতদরিদ্র সহ সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে সিপিডিআরের পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কেন্দ্র। বুধবার তাদের উদ্যোগে মথুরাপুর ভাই ভাই প্যালেসে ৭৮ তম আন্তজাতিক মানবাধিকার দিবস পালন করা হয় আলোচনা সভা ও শীত বস্ত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে। এদিনের অনুষ্ঠান প্রদীপ জ্বালিয়ে আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন অলকানন্দজী মহারাজ। এদিনের আলোচনা সভায় অংশ নেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক রক্ষা কেন্দ্রের রাজ্য সভাপতি শিশির কুমার বসু, সম্পাদক বাবু দেবনাথ, জেলা সভাপতি আবদুল হাকিম মোল্লা, জেলা সম্পাদক সুমিত কুমার চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী সাদ্দাম হোসেন লস্কর,মুফতি আবদুল আলিম সাজেক সহ আরো অনেকে। এদিন এলাকার গরীব মানুষ অসহায় মানুষের হাতে শীতের চাদর তুলে দেওয়া হয়। এদিন মানুষের পাশে থেকে তারা কিভাবে কাজ করছে তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। আগামী দিনে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কিভাবে কাজ করা হবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এদিনের সভায় বহু মানুষ অংশ নিয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরলেন।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরে হাতাহাতিতে মৃত বৃদ্ধ

দুরন্তবার্তা, সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ ডিসেম্বরঃ চায়ের দোকানে বচসার জেরে এক বৃদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর থানা এলাকার বড় পলাশন গ্রামে। অভিযোগ, বুকে ঘুসি মারার ফলেই মৃত্যু হয়েছে ওই বৃদ্ধের। বুধবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এক যুবকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। মৃত বৃদ্ধের নাম লালটু শিকদার। তিনি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক বলে পরিচিত ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির অনুগামীদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলছিল। দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব একাধিকবার এই কোন্দল মেটানোর চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি। মঙ্গলবার মেমারির সাতগাছিয়াতে জেলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর উপস্থিতিতে যোগ দেন লালটু শিকদার। অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পর মন্ত্রীর বিরোধী গোষ্ঠীর কয়েকজন তাকে কটাক্ষ করে বলে অভিযোগ। বুধবার সকালে তিনি গ্রামের একটি চায়ের দোকানে চা খেতে গেলে তারু সেখ নামে এক ব্যক্তি ফের তাকে কটূক্তি করেন। কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে তারু সেখ লালটু শিকদারের বুকে সজোরে ঘুসি মারেন। ঘটনাস্থলেই তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের দাবি, লালটু শিকদার আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। তার দু'বার হার্টের অপারেশন হয়েছিল এবং বুকে পেসমেকার বসানো ছিল। এই অবস্থায় বুকে ঘুসির আঘাতেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বুধবার সকালে গোটা এলাকা উত্তাল হয়ে ওঠে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত তারু সেখের বিরুদ্ধে মন্তেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

সেরা বাঙালি বাউল সম্মানে সম্মানিত নিঃস্বার্থ সমাজ সচেতনের বাউল স্বপন

দুরন্তবার্তা, দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে হুগলী কলকাতা শিয়ালদা কৃষ্ণ পদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ও বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জন্ম দিবস পালন উপলক্ষে, গভ রেজিস্টার্ড ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস সোসাইটি পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল কে ২০২৫ সেরা বাঙালি বাউল সম্মানে সম্মানিত করা হলো। উত্তরীয় পড়িয়ে পুরস্কার, সাম্মানিক দক্ষিণা ও মানপত্র প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানের সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু কে সংবাদ মাধ্যম প্রশ্ন করেন রাজ্যের দু লক্ষের ও বেশি লোক শিল্পী বাউল আছে তাহলে সেরা বাঙালি বাউল সম্মানের জন্য স্বপন দত্ত বাউল কে বেছে নিলেন কেনো? তার উত্তরে চন্দ্রনাথ বসু বলেন সারা দেশে রাজ্যে সকল লোক শিল্পী বাউলদের মধ্যে খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের রাষ্ট্রপতির প্রসংশিত সম্মানিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলের বাউল গানে সমাজ সচেতনে অসামান্য অবদান রয়েছে। নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে বাউল গানে যেভাবে দীর্ঘ বহু বছর ধরে সমাজ সচেতন কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে সফলতা অর্জন করেছেন যেখানে তার জুড়ি মেলা ভার। তাই সরকারি রেজিস্টার্ড সংস্থা থেকে বহু গুণীজনের বিচারে, গুণীজনের আশীর্বাদে উপস্থিতিতে সেরা বাঙালি বাউল সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে রাজ্য যুব ক্রীড়া দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারি দিলীপ বিশ্বাস বলেন স্বপন দত্ত বাউল সারা জীবন ধরে এত বিষয় নিয়ে নিজেই গান লিখে সুর করে পথে পথে, গ্রামে গঞ্জে শহরে রাজ্যের জেলায় জেলায়, কেন্দ্রের বিভিন্ন রাজ্যে দেশে বিদেশে ঘুরে ঘুরে নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে যে পরিমাণ সংখ্যক কাজ করেছেন আমি মনে করি সে কাজের রেকর্ড ভাঙ্গা শক্ত। সুতরাং উনি সেরার সেরা বাঙালি বাউল সম্মান পাওয়ার যোগ্য শিল্পী। স্বপন দত্ত বাউল বলেন শুধু সেরা বাঙালি বাউল পুরস্কার ছাড়াও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গ ভূষণ, বঙ্গ বিভূষণ, মহা নায়ক সম্মান সবই পাবার আমি একজন যোগ্য শিল্পী বলে মনে করি। আমি সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে বাউল গানে অসংখ্য সমাজ সচেতন এর কাজ করে চলেছি যা রাজ্যের কোনো বাউল লোক শিল্পী করে দেখাতে পারে নাই।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ১১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

বেঙ্গল কেমিক্যাল

রাজশেখর বসুর পরে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বেঙ্গল কেমিক্যালে কেমিস্ট পদে যোগ দিয়েছিলেনঙ্ঘতিনি প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম।পরীক্ষার হাত নিখুঁতঙ্ঘ এম.এ. পরীক্ষার হল থেকে শেষদিন বের হবার সময় মাস্টারমশাই তাঁকে বেঙ্গল কেমিক্যালে নিয়ে এসেছিলেন সময়টা ১৯০৬। ওদিকে সেই সময়ে বেঙ্গল কেমিক্যালকে তাদের সব যন্ত্রপাতি,প্ল্যান্ট, কেমিক্যাল দ্রব্য,গোডাউন বিমা করতে হবে কারণ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী থেকে বলা হল আগুন লাগার ছোটখাটো দূর্ঘটনা যদি তারা সামলে না নিতে পারে তাহলে বিমার আওতায় আনা অসম্ভব। সুতরাং অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কিনতেই হবে। বিমার জন্য যন্ত্র খুবই জরুরী, ওদিক বিলেত থেকে আনতে হয়,দামেও বেশ চড়া। বাজারে চালু দামি একটা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কিনে আচার্য প্রফুল্ল রায়ের ছাত্র সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত নিজেই তৈরি করে ফেললেন ফায়ার কিং। দামে বিদেশি কোম্পানির থেকে অনেক সস্তা, আবার গুণগত মানে অনেকটা এগিয়ে। বাজারের যুদ্ধে বেঙ্গল কেমিক্যালের তৈরি ফায়ার কিংয়ের কাছে চুড়ান্ত ভাবে পর্যদুস্ত হল বিদেশি কোম্পানীগুলো। বলা যায় বানিজ্যিক যুদ্ধে বিদেশি অগ্নিনির্বাপক মন্ত্র কোম্পানিগুলো চুড়ান্ত ভাবে পর্যদুস্ত হল এদেশের বেঙ্গল কেমিক্যালের কাছে। বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্য জরুরী অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কেনার ভার সতীশচন্দ্রের উপর পড়েছিল। একটা মাত্র সংস্থা তখন বিদেশি কোম্পানির যন্ত্র বিক্রি করত। সংখ্যায় অনেকগুলো কেনা হবে। স্বাভাবিকভাবেই সতীশচন্দ্র বিক্রেতা সংস্থাকে কিছুটা দাম কমাতে অনুরোধ করলেন। তবে ওই প্রস্তাবে বিক্রেতা সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হল দাম কমানো যাবে না, কারণ এই অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যাপারটা বেশ জটিল,তারা অনেকটাই কম লাভে মাল বিক্রি করছে। সতীশচন্দ্র বেশি দাম দিয়ে একটা মেসিন কিনে নিলেন তারপর খুলেও ফেললেন সেই মেসিন,সবটা দেখে বুঝে বিদেশি কোম্পানীর থেকে ভাল একটা ডিজাইন করে বেঙ্গল কেমিক্যালের মিস্ত্রিদের দিয়ে আস্ত একখানা যন্ত্র বানালেন, পেটেন্ট নিলেন। তারপর বেঙ্গল কেমিক্যালে ফায়ার কিং তৈরি হতে লাগল। বিলেতের কোম্পানির যন্ত্রের দাম যেখানে আশি টাকা তখন সতীশচন্দ্র দেখলেন তাঁর যন্ত্র তৈরিতে খরচ পড়ছে কুড়ি টাকাঙ্ঘ দাম নির্ধারিত হল চল্লিশ টাকাঙ্ঘ কার্যত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বেঙ্গল কেমিক্যালের ফায়ার কিং এর চাহিদা আকাশছোঁয়া হয়। এক অর্ডারে আট লক্ষ টাকার অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বিক্রি করেছে বেঙ্গল কেমিক্যাল। চার লক্ষ টাকা লাভ হয়,এর পঞ্চাশভাগ অর্থাৎ দু-লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন সতীশচন্দ্রঙ্ঘ বেঙ্গল কেমিক্যাল ছাড়ার পরে তিনি সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেনঙ্ঘ শেষ জীবনে বাঁকুড়ার গোগরা গাঁয়ের অনুর্বর মাটিকে তিন ফসলি করেছেনঙ্ঘ অনেকেই বলতেন মানুষটার জীবনের অভিধানে অসম্ভব বলে কিছু নেই। বিলেতের কোম্পানির যন্ত্রের দাম যেখানে আশি টাকা তখন বাঙালি কেমিস্ট সতীশচন্দ্র সেই যন্ত্র তৈরি করলেন মাত্র কুড়ি টাকায়। এরপরের ইতিহাস এদেশের গর্ব বেঙ্গল কেমিক্যালের কাছে বিদেশি কোম্পানির চুড়ান্ত ব্যবসায়িক পরাজয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করে সদেশি শিল্পকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন দেশ নেতারা। তারা তখন ব্রিটিশ পণ্য কেনার বিরোধিতা করতে শুরু করে। বিদেশি পণ্য কিনবে না কোনও ভারতীয় এই সিদ্ধান্তে বশবর্তী হয়ে স্বদেশি পণ্য উৎপাদন যাতে করা যায় তার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেঙ্গল কেমিক্যাল। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম প্রাণ পুরুষ ছিলেন। তিনি সবাইকে স্বদেশি পণ্য কেনার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। তাঁকে অনুসরণ করে বাংলার শিল্পপতিরা স্বদেশি কারখানা তৈরি করতে থাকে

শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরা

তমলুক শহরের মধ্যে আদালত ভবনের পাশে আমি আজ (৯ ডিসেম্বর, ২০২৫) যেখানে বসে আছি, ঠিক সেখানে ১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মাতঙ্গিনী হাজরা আন্দোলরত অবস্থায় ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমার হোগলা গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে ১৮৭০ সালের ১৯ নভেম্বর জন্ম মাতঙ্গিনী হাজরার। বাবা ঠাকুরদাস মাইতি। স্থানীয় স্তরে পাঠচর্চা শুরু, দারিদ্র্যের কারণে সেভাবে প্রথাগত পড়াশোনা করতে পারেন নি। ১৮৮২ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে আলিনান গ্রামের ৬০ বছরের বৃদ্ধ ত্রিলোচন হাজরার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। মাত্র ৬ বছর বাদে ১৮৮৮ সালে স্বামীর অকাল প্রয়াণ হয়। ১৮ বছর বয়সে তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন। মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল নারীদের এই আন্দোলনে যোগদান। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন মাতঙ্গিনী হাজরা। মতাদর্শগতভাবে তিনি ছিলেন একজন গান্ধীবাদী। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মাতঙ্গিনী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। সেই সময়ে তিনি লবণ আইন অমান্য করে কারাবরণ করেছিলেন। অল্পকাল পরেই অবশ্য তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চৌকিদারি কর মকুবের দাবিতে প্রতিবাদ চালিয়ে গেলে আবার তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। এই সময় তিনি বহরমপুরের কারাগারে ছয় মাস বন্দি ছিলেন।তিনি হিজলি বন্দি নিবাসেও বন্দি ছিলেন কিছুদিন।মুক্তিলাভের পর তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্যপদ লাভ করেন এবং নিজের হাতে চরকা কেটে খাদি কাপড় বানাতেও শুরু করেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মাতঙ্গিনী শ্রীরামপুরে মহকুমা কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিয়ে পুলিশের লাঠিচার্জের সময় আহত হন। তিনি সর্বদা মানবতাবাদী উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত থেকেছেন। ১৯৩০-এর দশকে কারাবাস ও পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

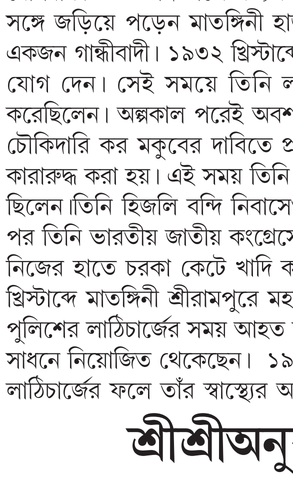

অনুকূল ঠাকুর বলতেন যে মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে।

মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা। যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সাধনা লাভ করা সম্ভব। ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব।

বালেশ্বর যুদ্ধে বিপ্লবী বাঘা যতীন গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে কলকাতা পুলিশের ডাক পড়ে

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বহু তরুণ তাঁর দলে যোগ দিতে থাকে। এই বিপ্লবী দল বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ নিধন অভিযান কৃতিত্বের সাথে সম্পাদন করে।

ইংরেজদের উপর ছিল তাঁর মর্মান্তিক বিতৃষ্ণা। কারণ যে কোন ইংরেজই এদেশীয়দের উপর অত্যাচার করতো। ফলে দিনে দিনে তাঁর ইংরেজদের প্রতি বিতৃষ্ণা, ঘৃণা ও

বিদ্বেষ বেড়ে যায়। একবার ফোর্ট উইলিয়ামের কাছে গোরাবাজারে অন্যায় কাজের জন্য এক গোরা সৈন্যকে বেধড়ক পিটুনি দিয়ে ছিলেন। আর একবার সরকারী কাজে দার্জিলিং যাবার পথে এক স্টেশনে কয়েকজন ইংরেজ সৈন্যের সাথে তাঁর খুবই মারামারি হয়েছিল। বলাবাহুল্য অসম্ভব দৈহিক শক্তির অধিকারী যতীন্দ্রনাথ গোরা সৈন্যদের চূড়ান্ত পর্যায়ে লাঞ্চিত করেছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ জাতীয় মর্যাদার প্রতি সর্বদা সচেতন ছিলেন। উত্তরকালে এই উদ্দেশ্যেই তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, সন্ধ্যা প্রভৃতি বিপ্লবী দলগুলোর সংস্পর্শে বিভিন্ন গুপ্ত সমিতিতে কাজ করতে থাকেন। আলীপুর বোমা মামলায় যখন বহু বিপ্লবী অন্তরীণ ছিলেন তখন যতীন্দ্রনাথের উপরই অবশিষ্ট দলগুলোর ভার পড়েছিল।

বাংলার গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথই প্রথম উপলব্ধি করেন যে, ইংরেজদেরকে মাতৃভূমি ভারত থেকে উৎখাত করতে হলে তাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ও বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান গড়ে তোলার প্রয়োজন। এই কাজের জন্য বাংলার স্বাধীন বিপ্লবী গ্রুপগুলোকে একত্রিত করা দরকার। আরও মনে হয়, অভ্যুত্থানের কাজে ইংরেজ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা যায়।

এরপর থেকেই সেযুগের বাংলার বিপ্লবী চিন্তাধারা আন্তর্জাতিকমুখী করে গড়ে ওঠে। তিনি নিজেই বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালাতে লাগলেন। এই সময় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্সে কাজ করতেন স্বদেশী ভাধারার এক তরুণ অবনী মুখার্জী। যতীন্দ্রনাথ এবার তাকেই কাছে টানলেন। বাংলার বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য তিনি তাকে জাপানে যেতে অনুরোধ করেন। তখন ব্যবসা ক্ষেত্রে জাপান ছিল বৃটিশ বিরোধী দেশগুলোর অন্যতম। তাই যতীন্দ্রনাথ বাস্তব বুদ্ধিবলে বুঝতে পারেন ইংরেজ বিরোধী গুপ্ত আন্দোলনে হয়তো তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। যতীন্দ্রনাথের পরামর্শে অবনী মুখার্জী ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে জাপান যান। কিন্তু তিনি লক্ষ্যার্জনে তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। ফলে তাকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হল।

রক্তাক্ত বুড়ী বালামের তীরঙ্খ ১৯১৪ সালে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানীর সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বেধে যায়। ইতোমধ্যে জার্মানীতে ভারতীয় ছাত্রদের উদ্যোগে জার্মান থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচারকার্য চালানোর জন্য বার্লিন কমিটি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যতীন্দ্রনাথ আবার ১৯১৫ সালে অবনী মুখার্জীকে জাপানে রাসবিহারী বসুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এইভাবে ক্রমাগত চেষ্টার ফলে চীনের নেতা সানইয়াং স্পেনের কাছ থেকে পাওয়া যায় ৫০টি পিস্তল, ৪৬ হাজার গুলি এবং বহু টাকা সাহায্য বাবদ পাওয়া গেল। দেশের নানা বিপ্লবী সংগঠনের মধ্যে এই অস্ত্র ও টাকা বন্টন করে দেওয়া হয়।

বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করতে হলে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। যতীন্দ্রনাথ সেই টাকার সুরাহা করেন স্বদেশী ডাকাতির মাধ্যমে। ইতিমধ্যে বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায় (এম.এন.রায়) ও যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ীর যোগাযোগের ফলে জার্মান সরকার বিপ্লবীদের জন্য এক জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র এবং কিছু নগদ অর্থ পাঠিয়ে দিলেন। স্থির হয়েছিল বিদেশ থেকে আসা অস্ত্র সুন্দরবনে জাহাজ থেকে নামিয়ে একভাগ পাঠানো হবে বালেশ্বরে, একভাগ সন্দ্বীপ হাতিয়া অঞ্চলসহ বরিশাল পার্টির মাধ্যমে যাবে, অপরভাগ যাবে কোলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার স্যানপেড্রো বন্দর থেকে এস. এস. ম্যাভারিক নামে সমুদ্র জাহাজে অস্ত্র আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 'ম্যাভারিক' ও 'অ্যানলুই' জাহাজের নাম। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান ও ডাচেরা সাগর পাহারা দিচ্ছিল। ম্যাভারিক সম্পর্কে মিত্রশক্তি সন্দেহ করে। স্ট্যান্ডার অয়েল কোম্পানির তৈলবহনকারী জাহাজ ম্যাভারিক ধরাপড়া যখন অবধারিত তখন কাগজপত্র, অস্ত্রশস্ত্র তারা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাপান চলে যায়। সেখানে ডাচ লোকজনসহ জাহাজটি আটক হয়। এরপর জার্মানী আরো তিন জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। এ বিষয়ে যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে সমস্ত যোগাযোগ করলেন রাসবিহারী বসু, ভগবান সিংহ ও অবনী মুখার্জী।

এবার ঠিক করা হয় অস্ত্রবোঝাই জাহাজ তিনটির একখানা বালেশ্বর এবং অপর দুইটি গোয়া ও রায় মঙ্গলের কাছে ভিড়বে। বালেশ্বরে যে জাহাজ এসেছিল তাতে ছিল ২০০ পিস্তল, প্রচুর কার্তুজ, হাতবোমা, বিস্ফোরক ও দুই লাখ টাকা। অন্য দুটি জাহাজেও ছিল অনুরূপ পরিমাণ অস্ত্র শস্ত্র। প্রথম জাহাজটি ১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর আন্দামানের কাছে এলে বৃটিশ রণতরী সেখানে হানা দেয়। সেখানে এক টুকরো কাগজ পায়। তাতে 'কপ্তিপদার' নাম লেখা ছিল। পরে তারা জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেয়।

প্রথম জাহাজে হানা দেওয়ার সূত্র ধরে বালেশ্বরের সশস্ত্র পুলিশসহ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিলবী, ডেনহাম, বার্ড, টেগার্ট, নীলগীরি রাজ্যে সশস্ত্র পুলিশ ও ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশসহ রাতারাতি কপ্তিপদার ডাকবাংলোয় গিয়ে পৌঁছে। কপ্তিপদায় অস্ত্র পাবার আশায় বাঘা যতীন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পূর্বেই চলে গিয়েছিলেন জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করতে, এসেছেন ঠিকাদার পরিচয় দিয়ে। তাঁরা সেখানে একটি আশ্রমও খুলেছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নিরেন্দ্রনাশ ও জ্যোতিষচন্দ্র এই চারজন বালেশ্বরে জার্মান জাহাজের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। যতীনকে ওখানকার জনগণ সাধু মনে করতো। তিনি গেরুয়া পরে থাকতেন। ইংরেজ সাহেবরা সৈন্যবাহিনীসহ হাতীতে চেপে ওখানে গিয়েছিল। হাতীর পিঠের ঘন্টা শুনে স্থানীয় লোকজন 'দাদাদের' খবর দিয়েছিল। বালেশ্বরের পুলিশ নিমাই, শৈলেশ্বর বোস, নারায়ণ ব্রহ্মচারীকে গ্রেফতার করেছিল এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে বালেশ্বরের ম্যাজিস্ট্রেট কিলবী, ডেনহাম, বার্ড ও টেগার্ট অগ্রসর হচ্ছিল। ওদিকে বাঘা যতীন এম.এন রায়কে বাটাভিয়ায় পঠিয়েছিলেন অস্ত্র সংগ্রহের জন্য। কথা ছিল ওই সময় মালবাহী অস্ত্রসহ জাহাজ সুন্দরবনের পথে এসে যাবে। কিন্তু পথে বিপদ হওয়ায় ওদিক থেকে সে পরিকল্পনা ব্যার্থ হয় যা তাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। বিপদের সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরে অন্য দুটো জাহাজ পথ ঘুরে মেক্সিকো উপসাগরের দিকে চলে যায়। বিপ্লবীরা সেখানে তারা অস্ত্রগুলো স্থানীয় জলদস্যুদের কাছে বিক্রি করে স্বদেশে ফিরে আসে। যে ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল তার নাম কুমুদনাথ মুখার্জী। এই লোকটিই বিপ্লবীদের সমস্ত পরিকল্পনার কথা ইংরেজদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল।

এদিকে বাঘা যতীন তাঁর দল নিয়ে বালেশ্বরের তীরে অপেক্ষা করতে থাকেন এবং কপ্তিপদায় টেগার্টের ঘেরের মধ্যে পড়ে যায়। সাহেবদের দেখে যতীনের দল মহাবিপদ আঁচ করতে পেরে দলের সবাইকে সাবধান করে দেয়। সেখানে ছিল মনোরঞ্জন সেন ও চিত্তপ্রিয় চৌধুরী। নরেন দাস গুপ্ত ও যতীন ছিল আরো বার মাইল দূরে আরেকটি আড্ডায় তালডিহিতে। কপ্তিপদায় যিনি তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন তার নাম মণীন্দ্র চৌধুরী। তার বাড়ি বিপ্লবীদের আস্তানার অল্পদূরে ছিল। বিপ্লবীরা থাকতেন একটি মুদিখানার দোকান ও আশ্রম কেন্দ্রে। যতীনদা পরতেন গেরুয়া। গ্রামবাসীদের বিপদ-আপদে সর্বপ্রকার সাহায্য করতেন। প্রকৃতিক উপায়ে বা হোমিওপ্যাথিক মতে রোগীদের সেবা ও চিকিৎসা করতেন। টিংচার আয়োডিন, কুইনাইন ব্যবহার করতেন। খুব অসহায় লোক হলে নিজেদের কাছে এনে চিকিৎসা করাতেন। নিরক্ষরদের পড়াতেন। গ্রামে আগুন লাগলে নিভানোর ব্যবস্থা করতেন। ঘটনার দিন একটি শয্যাগত রোগী তাঁদের আশ্রমে ছিল। যাবার সময় তাকে বলে গিয়েছিলেন, কেউ জিজ্ঞাসা করলে সে যেন বলে বাবুরা পশুর পায়ের দাগ অনুসরণ করে জঙ্গলে শিকারের জন্য গেছেন।

বিপ্লবীরা সাহেবদের আগমন দেখে দূর থেকে বিপদ আঁচ করে মণীন্দ্র চৌধুরীকে সাবধান করে দিয়ে সকাল বেলায় তালডিহির (ক্রমশ)

নবদ্বীপের ডায়েরি ঃ শীতে বাসিন্দা খাওয়ার রেওয়াজ

রিয়া পোদ্দার নবদ্বীপ

শীতের জলযোগ। শীত হোক বর্ষা পোদ্দার বাড়ির ভরসা। জন্ম ইস্তক সে মানুষটি প্রথম সই আমার ঠাম্মা, যার দৌলতে কোলে চেপে দুধের বোতল মুখে দিয়ে তার মধ্যে মুরি আর চায়ের নেশা ধরা। আমাগো সময় পোলা পাইন নিয়ে এত্ত পেকনা ছিল না । আমার ক্ষেত্রে মাম কিছু বলবে সে অবকাশ কোথায় দাদু ঠাম্মা আর পকাই ওরফে ছোট কাকু নয়নমণিকে বলার ক্ষমতা চৌধুরী বাড়ির বাবা কাকার আদরের একমাত্র কন্যার ছিল না। বাবাই অবশ্য তার বাবুকে নিয়ে সবাইকে অতিষ্ঠ করে তুলতো যতদিন বর্ধমান থেকে নবদ্বীপ আসতো। ঠাম্মা তার আগে থেকেই তঠস্থ, তার বিশ্ব পিটপিটে আদরের বড় পুত্র এসেই শুরু করবে। প্রথমে কুটুন বুড়ো (সারমেয়, আমার বন্ধু) দের নিয়ে,মা ওদের সরাও বাবুর কাছ থেকে ওদের চুল বাবুর খাবারে পরবে, ঠাম্মা তাই বাবাই আসার আগেই আদরের একমাত্র দুলালীকে নিয়ে বেশ চিন্তিত থাকতেন। তবে ওপরের বড় ঘরে সন্ধ্যায় সময় কালার টিভিতে খবর দেখার যে সভা বসতো, রথী মহারথী আত্মীয় স্বজন দের। তাদের জন্য রোজ নিত্য নতুন জলখাবার তৈরি করতেন আমার দাদু পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র পোদ্দার সঙ্গে আদরের বড় বৌমা ওরফে মাম। সপ্তাহে একদিন চপ ফুলুরি মুরির আসর বসতো, বিশাল গামলা করে ১০-১২জনের জন্য মুড়িমাখা। ঠাম্মার সবচেয়ে প্রিয় জলখাবার ফুলুরি মুরি সঙ্গে সেই ভালোবাসার দোসর তার আদরের দুলাল বড়পুত্র ওরফে বাবাই। ভদ্রমহিলা একসময় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ৭-৮ কাপ বড় মগ কাপে দুধ চা খেতেন সঙ্গে একবাটি সাদা মুড়ি। দাদু সুগারের রুগী তাই রোজ বিকেলে ছানার সঙ্গে সাদা বর্ধমান থেকে ভেজে আনা মুড়ি।

দাদু একটু ফাঁক ফোকর খুঁজতেন তেলে ভাজা চাখার জন্য অজুহাত সবাই এর জন্য ভাজতে গিয়ে দু একটা ভাজতে ভাজতে সাবার। বড়বৌমা এবিষয়ে শ্বশুর মশাই এর অন্ধ ভক্ত,যাকে শ্বশুর নিজের ছেলে মেয়েদের থেকে বেশী ভালোবাসেন বলে তার পাঁচ ছেলেমেয়ে দাবী করতেন। উওরে ভদ্রলোক একদিন তাদের বলে ছিলেন কেন ভালোবাসী বড় বৌমাকে সেটা জানার বোঝার আর ওর মতো হওয়ায় চেষ্টা করো, তোমাদের ও ভালোবাসবো। শীতের বেলায় পোদ্দার বাড়ির বড়বৌ ওরফে মামের হাতের সিগনেচার ডিস ভেজিটেবল চপ বিট গাজরের,পকাই এর বন্ধুরা আজো তার সুখ্যাতি করে। তবে আমাগো বাড়িতে বড়কা ওরফে আমার মেজ কাকা ছাড়া বাবাই রা চার ভাইবোন মুরি ভক্ত, বেড়াতে গেলে সবার আগে পোঁটলা করে মুরি বেঁধে নিয়ে যায় আজো। দূরপাল্লার ট্রেনে উঠেই খবরের কাগজ পেতে বাবাই বড়পিসি মুরি মাখতে বসতো বলে আমার বড়পিসাই এর ঘোর আপত্তি ছিল। বড়পিসাইরা বাংলাদেশ তথা শ্রীরামপুর এর বর্ধিষ্ণু পরিবার, ব্যবসায়ী মানুষ,একটু সাহেবী কেতা সম্পন্ন। সেখানে মুড়ি খাওয়া যেখানে সেখানে ঠিক পছন্দ করতেন না, এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য বন থেকে তুলে আনলেও প্রাণীর মন থেকে বন ভোলানো যায় না। এক্ষেত্রে রিফিউজি ক্যাম্প নিয়ে পরিহাস করতেন, যেটা আমাদের কারো পছন্দ ছিল না। কারণ ঠাম্মার বাবা ওরফে পরম শ্রদ্ধেয় বড়দাদু শ্রী যুক্ত নিকুঞ্জ সাহা বাংলাদেশ থেকে এসে নবদ্বীপে শ্বশুর বাড়িতে ওঠার পর জীবন জীবিকার জন্য ধুবুলিয়া গিয়ে মশলা হোলসেল ও মুদিখানার ব্যবসা শুরু করেন তাই ওখানে তাদের বেশির ভাগ প্রতিবেশী ছিল ওপার থেকে আসা মানুষ, মতান্তরে রিফিউজি তাই এনিয়ে লেগ পুলিং করতো বাবাই বড় পিসির সঙ্গে বড়পিসাই। আমাগো যেমন তেমন করে মুরি হলে হয় না,বেশী করে সরষের তেল নাক জ্বলবে,মরিচ তো কোন কালেই পোদ্দার বাড়িতে সম্মান পায়নি ঝালের জন্য, সঙ্গে চানাচুর ঝুড়িভাজা,বাদাম,বীট নুন,ভাজা মশলা,আর শীতের টাটকা ধনেপাতা কুচি, পেঁয়াজ সেসময় চলন ছিল না তবে শশা কুচি দেওয়া হতো,আমতেল পরতো সঙ্গে ফুলুরি চপ বেগুনী।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো পোদ্দার বাড়িতে এত জুতযাত করে মুরি মাখা হলেও এই বাড়িতে তিন পুত্রবধূ কেউ ঝাল মুড়ি পছন্দ করেন না।এরা কেক পেস্ট্রি চকলেট কিংবা চপ ফুলুরি সিঙ্গারা র দোসর। এই প্রসঙ্গে ঠাম্মা পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী শোভারাণী পোদ্দার এর অভিমত শ্বশুর বাইছা বাইছা তিন কন্যা আনছেন। একজন পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত চন্দ্র কুমার চৌধুরী প্রপৌত্রী অন্যদিকে নবদ্বীপ তাঁত কাপড় হাট এর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম কাণ্ডারী পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত মণীন্দ্র সাহার নাতনী নবদ্বীপের।মেজ জন দুর্গাপুর এর বিখ্যাত শিল্পপতি একদা রায় বাবুর মাইয়া আর ছোটজন তো কুদঘাট সাহা পাড়ার পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত যজ্ঞেশ্বর সাহা অন্যদিকে ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব এর সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত হীরালাল সাহার নাতনী তারা মুরি খাইবে ক্যাইন। ঠিক তা নয় আমার দাদুর বাড়ি ওরফে চৌধুরী বাড়িতে মুরির চলন নেই। বড় দাদু ওরফে মামের বাবা পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত চিত্তরঞ্জন চৌধুরী চামচ দিয়ে মুড়ি খেতেন মাঝে মধ্যে।

বঙ্গ নারী শিক্ষা বিস্তারে বেগম রোকেয়ার অবদান

বিশেষ প্রতিবেদক

মৃত্যুর পরেও তিনি জায়গা পাননি কলকাতার কোনও কবরখানায়।

তিনি যখন শেষ শয্যায় শায়িতং পাশের টেবিলে খোলা পড়ে আছে প্রবন্ধ 'নারীর অধিকার'। লেখা শেষ করেছিলেন আগের রাতেই। শেষ দিকে দিনে ষোল ঘণ্টার পরিশ্রমে ভেঙে পড়েছিল শরীর। কত কাজ বাকি রেখে চলে যেতে হল এত তাড়াতাড়ি।

সিঙ্গাপুরে জগদ্বিখ্যাত আইরিশ ব্যান্ড, তাদের অনুষ্ঠান চলাকালীন বিভিন্ন দেশের দুনিয়া বদলে দেওয়া কিংবদন্তী নারীদের সম্মান জানায়। তাদের মধ্যে রয়েছেন বাংলার গর্ব এক মহিলা। বাংলার নারীদের শৃঙ্খলমুক্তির পুরোধা বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন। তাঁকে 'বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত' বলা হয়। তবে জানেন কি তৎকালীন ধর্মীয় সমাজের বাধায় বেগম রোকেয়াকে কলকাতার কোনো কবরখানায় সমাহিত করা সম্ভব হয়নি। কি ছিল তাঁর অপরাধ ?অপরাধ গুরুতর। ধর্মীয় অনুশাসনের বেড়াজালকে ছিন্ন করে তিনি নারীকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেন। তিনি বলতেন কারাগারে বন্দীগণ প্রায় লৌহ নির্মিত বেড়ি পরে, আমরা স্বর্ণ-রৌপ্যর বেড়ি অর্থাৎ মল পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহ নির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত চুড়ি। শিক্ষার মাধ্যমে নারী সমাজকে আধুনিক প্রগতিশীল করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। আর সেই কারণেই মৃত্যুর পরেও ঠাঁই পাননি কলকাতার কোনো কবরখানায়।

তাহলে কোথায় সমাধিত করা হয়েছিল তাঁকে? সোদপুর পানিহাটিতে অন্তিম শয়ানে ঘুমিয়ে আছেন বেগম রোকেয়া। অনেক দিন পর্যন্ত বেগম রোকেয়ার কবরের খোঁজই তেমন কেউ জানত না। পরে ঐতিহাসিক অমলেন্দুবাবু কলকাতার উপকণ্ঠে সোদপুর পানিহাটিতে এই মহীয়সী নারীর কবরটি খুঁজে বের করেন।

তার কবরটি শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো। তার ওপর লেখা- স্ত্রী শিক্ষা ও নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে এখানে সমাহিত করা হয়েছিল।

জানা যায়, তৎকালীন কলকাতার

ধর্মীয় সমাজের বাধায় লোকচক্ষুর আড়ালে কোনও এক আবদুর রহমানের দেওয়া জমিতে পানিহাটিতে গঙ্গার ধারে সমাহিত করা হয় রোকেয়াকে। তবে আবদুর রহমানকে ছিলেন, তা নিশ্চিত করে জানা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন তিনি রোকেয়ার পরিবারের ঘনিষ্ঠ কেউ ছিলেন। তাই তিনি রোকেয়াকে সমাহিত করার জমি দিয়েছিলেন।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে বেগম রোকেয়া তার কোন ছাত্রীকে বলেছিলেন 'কবরে শুইয়া শুইয়াও যেন আমি মেয়েদের কলকোলাহল শুনতে পাই'। সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় রোকেয়ার প্রয়াণের প্রায় এক দশক পরে। ঠিক রোকেয়ার সমাধিস্থলের পাশে, ওই স্থানেই গড়ে উঠেছে 'পানিহাটি বালিকা বিদ্যালয়' নামে মেয়েদের একটি স্কুল। ১৯৩২ বিদায় হঠাৎ কাঁদছিল দিন, কাঁদছিল রাত। বাঙালি কি সেদিন কেঁদেছেন? বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। ওনারও জন্ম এবং মৃত্যুদিন একই তারিখে। আজকের দিনে। ডিসেম্বর ৯।

১৮৮০ সালে ৯ই ডিসেম্বর, আজকের এই দিনে বাঙালি চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যিনি রোকেয়া (বেগম রোকেয়া) নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবার নাম জহীরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের যিনি ছিলেন এক অবস্থাপন্ন জমিদার। মায়ের নাম রাহাতুন্নেসা সাবেরা চোধুরানী। আবু আলী হায়দার আরবি, উর্দু, ফার্সি, বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষাতে পারদর্শী হলেও মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে রক্ষণশীল ছিলেন। বড় দুই দাদা কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ে আধুনিক মনস্ক হয়ে উঠে ছিলেন। বড় দিদি ও এই দুই দাদার অবদান ছিল তাঁর শিক্ষালাভে, সাহিত্যচর্চা ও সামগ্রিক মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের গৃহের বাইরে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেবার সুযোগ ছিল না। দিদি ও দুই দাদার সহায়তায় বাড়িতে বসেই বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি এবং আরবি আয়ত্তে করেছিলেন।

১৯৯৮ সালে তাঁর বিয়ে হয় ভাগলপুর নিবাসী উর্দুভাষী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কুসংস্কার মুক্ত প্রগতিশীল, উদার মুক্তমনা স্বামীর উৎসাহ এবং সহযোগিতায় দেশি বিদেশি লেখকদের রচনার সাথে পরিচিতি লাভ করেন এবং ক্রমশ ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত স্বামীর অনুপ্রেরণাতেই। ১৯০২ সালে পিপাসা নামে একটি বাংলা গল্প লিখে সাহিত্যজগতে পদার্পণ করেন। ১৯০৯ সালে স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যু হয়। এর আগে এই দম্পতির দুটি কন্য সন্তান জন্মের পর অকালেই মারা যায়। একে একে তিনি লেখেন মতিচূর-এর প্রবন্ধগুলো এবং সুলতানা স্বপ্নের মতো নারীবাদী বিজ্ঞান কল্পকাহিনী। এছাড়াও বহু গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ রোকেয়া নারীশিক্ষা বিস্তার ও সমাজসেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৯ সালে মাত্র পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন ভাগলপুরে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পারিবারিক কারণে কলকাতায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ১৯১১ সালের ১৬ই মার্চ মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে নব পর্যায়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ১৩ নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে শুরু করেন। ১৯১৬ সালে ছাত্রী সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যায়। স্কুল পরিচালনা ও সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি জীবনের অন্তিমদিন পর্যন্ত নিজেকে সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত রাখেন। ১৯১৬ সালে মুসলিম বাঙালি নারীদের সংগঠন আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। নানান সভা সমিতির সভায় নারী উন্নয়নের বিষয়ে তাঁর বলিষ্ঠ অভিমত জানিয়ে সমাজকে নারীমুখী করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন।

পাঠকদের দরবার

মারাঠা লুটেরাদের ইতিহাস

শঙ্করলাল কর্মকার

হুগলির ফৌজদার মুহাম্মাদ রাজা খান সে রাতে পানভোজনে ব্যস্ত, সুন্দরী নারীদের নিয়ে তিনি তখন হৈচৈ ফূর্তিতে ডুবে রয়েছেন। বিশ্বস্ত কর্মচারী মীর আবুল হাসান তাঁকে সেই সময় খবর দেয় মীর হাবিব একা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, দুর্গের দরজার বাইরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। মদের প্রভাবে হোক অথবা প্রলোভনের লোভে মুহাম্মাদ রাজা দুর্গের দরজা হাট করে খুলে দিতে বললেন। মীর হাবিবকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া মাত্র মারাঠারা দ্রুত প্রবেশ করে দুর্গের দখল নিয়ে নেয়, আর নবাবের কর্মকর্তাদের শেকল -বন্দী করে। হুগলির মানুষ ভয়ে সেই রাতের আঁধারে চুঁচুড়া ও তার আশেপাশের এলাকায় পালিয়ে যায়। কেউ কেউ সরাসরি ওলন্দাজ আর ফরাসিদের গড়ে আশ্রয় নেয়। পরের দিন সকালে সিস রাও হুগলির মারাঠা-প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত হন।

দয়ালু ও নম্র হওয়ার কারণে তিনি কয়েকজন স্থানীয় নাগরিকের সাধুবাদ, অভিনন্দন গ্রহণ করেন। এদের তিনি শান্তি ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। তারপর তিনি কাজী ও মুস্তাজিব সহ অন্যান্য পদাধিকারীদের নিয়োগ করেন। মীর আবুল হাসানকে হুগলির নতুন ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। ঘোষিত হয় জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করবেন তিনিই। কাটোয়া হয়ে যায় বাংলায় মারাঠাদের রাজধানী স্বরূপ একটি প্রধানকেন্দ্র। আর মীর হাবিব হয়ে গেলেন তাদের প্রধান উপদেষ্টা। বাংলার বেশ কিছু জমিদার মীর হাবিবের কাছে নিজেদের প্রতিনিধির মাধ্যমে বড় অঙ্কের অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে তাদের এলাকায় যাতে মারাঠা উপদ্রবের থেকে রক্ষা পায়, আর্জি জানান। মুর্শিদাবাদ আক্রমণের ২ মাস পর ১৭৪২ সালের জুলাই মাসে হুগলি জেলায় বর্গীরা সৈন্য শিবির স্থাপন করে খাজনা আদায় শুরু করে দেয়। মারাঠাদের কার্যকলাপ কলকাতায় ইংরেজদের কাছেও চরম উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি বিশেষ কাউন্সিল গঠন করেছিল। সেই কাউন্সিল ব্রিটিশদের পণ্য পরিবহনের সমস্যা নিরসনে সেইসময় কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিল সবিস্তারে ১৭৪২ সালের ৩১ জুলাই কোর্ট অফ ডিরেক্টর্সের কাছে লিখিত ভাবে জানায়। এই সময় কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়ামের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল। এছাড়াও ক্যাপ্টেন হলকোম্বের অধীনে কাশিমবাজারে একটি শক্তিশালী দল পাঠায়, যাতে সেখানে একটি দুর্গ তৈরি করা যায়। এজন্য পাটনায় ফরিয়েস্টি নামের কোনও এক ইংরেজ প্রকৌশলীকে (ইঞ্জিনিয়ার) খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। কাশিমবাজারে কিছু ঘাঁটি সহ অধীনস্থ কুঠিগুলোকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে মারাঠাদের বাহিনীর একটি অংশ হুগলি নদী পেরিয়ে কলকাতায় ঢোকার চেষ্টা করে, তাদের একটি ছোট দল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ পর্যন্ত উঠতে সক্ষম হয়। কিন্তু কলকাতার কাউন্সিল সময়োচিত ব্যবস্থা নেওয়ায় তারা আর এগোতে পারেনি। মারাঠারা যাতে হুগলি নদী পেরিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য তৎকালীন সময়ের সবথেকে বড় দূরগামী ও বাণিজ্য -পণ্যবাহী নৌকা সুলুফ-সুলুক মাঝ নদীতে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। এই ধরনের নৌকাগুলো ছিল দূর পাল্লার বাণিজ্য জাহাজ।

হাসপাতাল থেকে বাপের বাড়িতে ফিরল সোনালী

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ১০ ডিসেম্বর ঃ তিনদিন পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন সোনালী খাতুন। বুধবার বিকেলে হাসপাতাল থেকে বীরভূমের পাইকর বাপের বাড়িতে ফেরেন তিনি। পুলিশি নিরাপত্তা দিয়ে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। মাসছয়েক আগে বাংলাদেশি সন্দেহে সোনালী খাতুন তার স্বামী দানেশ শেখ এক নাবালক সহ আরও তিনজনকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করেছিল দিল্লি পুলিশ। আগস্ট মাসে বাংলাদেশ পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। দীর্ঘ আইনি লড়াই চলার পর সপ্তাহ খানেক আগে শর্তসাপেক্ষে বাংলাদেশের আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান। পরে মানবিকতার খাতিরে অন্তঃসত্ত্বা সোনালী এবং তার নাবালককে ভারতে ফেরার অনুমতি দেয় আদালত। সেই মতো শুক্রবার রাতে মালদার মহদিপুর বর্ডার হয়ে দেশে ফেরেন সোনালী। তবে তার স্বামী এবং আরও তিনজন এখনও বাংলাদেশে রয়েছেন। শনিবার বিকেলে সোনালীকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনদিন ধরে শারীরিক পরীক্ষার পর বুধবার ছেড়ে দেওয়া হয়। বাড়ি ফিরে সোনালী বলেন, ভালো লাগছে। তবে স্বামী ফিরে এলে আরও ভালো লাগবে। তিনি জানান, বাংলাদেশের জেলে খুব কষ্টে কেটেছে। খাওয়া ঘুমানো কিছুই ভালো ছিল না। বাবা ভাদু শেখ বলেন, মেয়ে- নাতি ফিরে এসেছে ভালো লাগছে। তবে জামাই ফিরে এলে আরও ভালো লাগবে। ওরা খুব কষ্টে আছে।

বিরিয়ানিতে নয়, সফ্‌ট ড্রিংসে বিষ!
নাদনঘাটে মুহুরী হত্যার চাঞ্চল্যকর তথ্য

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১০ ডিসেম্বর ঃ পুজোর ছুটির প্রাক্কালে বিরিয়ানি পার্টিতেই মৃত্যু মুহুরীর। অসুস্থ রেভিনিউ ইন্সপেক্টর। ইতিমধ্যেই সেই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে দুই। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ এরপর তারাই চক্রান্ত করে মুহুরী সুমন্ত মল্লিক কে খুন করেছে বিষয়টি সামনে আসে। এদিন বুধবার বেলা আড়াইটা নাগাদ নাদনঘাট থানায় বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে নাদনঘাট থানা পুলিশ। সেখানে অ্যাডিশনাল এসপি রাজিব কুমার তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানান, এর পেছনে একটি পেশাগত শত্রুতা ও আর্থিক লেনদেন, এই দুই বিবাদ এর জেরেই মূলত এই খুনের পরিকল্পনা। তবে বিরিয়ানির মধ্যে বিষ মিশিয়ে খুন নয়। খুন করা হয়েছে বিরিয়ানি মধ্যে বিষ মিশিয়ে নয়, বিরিয়ানি পার্টির শেষে, সন্ধ্যায় পর একান্তে সফ্‌ট ড্রিংসের মধ্যে বিষ মিশিয়ে খাওয়ানো হয় মুহুরী সুমন্ত মল্লিক কে। তবে এই ঘটনায় এক রেভিনিউ ইন্সপেক্টর অসুস্থ হয়ে ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে। তবে তার অসুস্থতার কারন কি সেটিরও তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ আধিকারিকরা এদিন বুধবার। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল এসপি করাল রাজিব কুমার, কালনার এসডিপিও রাকেশ চৌধুরি, নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ সহ বিশিষ্টজনেরা।

সময় মতো অক্সিজেন না পেয়ে মারা গেল শিশু, ক্ষোভ পরিবারের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১০ ডিসেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের সুতি-২ ব্লকের অন্তর্গত মহেশাইল হাসপাতালে অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু হল এক সদ্যজাতের। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠল হাসপাতাল চত্বর। মৃত দু'দিনের ওই শিশুর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, জন্মের একদিন পরেই ডাক্তাররা কোনও ধরনের চিকিৎসা না করেই সদ্যোজাতকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়। শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে আসার একদিন পর থেকেই অসুস্থ হলে ফের তারা মহেশাইল হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। তখন সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে রেফার করে দেয়। কিন্তু হাসপাতালে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্বুলেন্সগুলোতে অক্সিজেন দেওয়ার কোনওরকম ব্যবস্থা না থাকায় পরিবারের লোকজন তাকে সময়মতো জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেনি বলে অভিযোগ এবং সেখানেই মৃত্যু হয় ওই শিশুর। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে , রবিবার বিকালে মহেশাইল হাসপাতালে ভর্তি হন নুরজাহান খাতুন নাম এক মহিলা। ওই দিন রাতেই তিনি নিজের পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। পরিবারের লোকেদের অভিযোগ নবজাতকের অবস্থা ভালো না হলেও হাসপাতালের ডাক্তাররা মা এবং শিশুকে সোমবার রাতে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেয়। শিশুকে বাড়ি নিয়ে আসার পর তার শ্বাসকষ্ট শুরু হলে আবার তাকে পরদিন হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। শিশুটির অবস্থার অবনতি হতে থাকলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে রেফার করে দেন। সেই সময় শিশুটির অবস্থা এতটাই সঙ্কটজনক ছিল যে তাকে অক্সিজেন সাপোর্ট ছাড়া জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া পরিবারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদিও সুতির ওই হাসপাতালে অক্সিজেনের সুবিধা যুক্ত কোনো অ্যাম্বুলেন্স উপস্থিত না থাকায় ওই শিশুর পরিবার দীর্ঘক্ষণ হাসপাতালে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু তারপরও অক্সিজেন সুবিধা যুক্ত অ্যাম্বুলেন্স না আসায় তারা ধুলিয়ান থেকে অক্সিজেনের সুবিধা যুক্ত একটি বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করেন। সেই অ্যাম্বুলেন্সে করে শিশুটিকে জঙ্গিপুর নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই তার মৃত্যু হয়। মৃত ওই শিশুর এক আত্মীয় তাসলিম রাজা বলেন, গত পরশু মহেশাইল হাসপাতালে আমার নাতির জন্ম হয়। কিন্তু ডাক্তাররা কোনওরকম চিকিৎসা না করেই শিশুকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়। আমরাও তাকে বাড়িতে নিয়ে আসি এবং গতকাল রাতেও বাড়িতে সে সুস্থ ছিল।। তারপর সকাল থেকে অসুস্থ হওয়ায় আমরা তাকে প্রথমে মহেশাইল হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু সেখানকার চিকিৎসকরা তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে রেফার করে দেয়।' তিনি আরও বলেন, 'কিন্তু জঙ্গিপুর হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এমন কোনও অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে পাইনি যেখানে অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সেই গাড়ি আসার আগেই আমার নাতির মৃত্যু হয়।' সদ্যোজাতকে হারিয়ে শোকাহত পরিবার অভিযোগের আঙুল তুলছে ওই হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর দিকে। শুধুমাত্র অক্সিজেনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে এইভাবে সদ্যোজাতকে হারিয়ে দিশেহারা পরিবারের সদস্যরা। মহেশাইল হাসপাতালের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্বুলেন্সের একটিতেও অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে দোষারোপ করেছেন তারা । যদিও ওই হাসপাতালের এক চিকিৎসক দাবি করেন ,আমরা ওই পরিবারের জন্য হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু তারা হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার না করে বাইরে থেকে একটি বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসেন। মহেশাইল হাসপাতালে ওই শিশুর চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি হয়নি।

মহিলার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১০ ডিসেম্বর ঃ এক মহিলার দেহ উদ্ধারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হল বীরভূম জেলার এক থানায়। সম্প্রতি ওই থানা এলাকার এক বিবাহিত মহিলা নিখোঁজ হন। নিখোঁজের অভিযোগও দায়ের হয়। বুধবার দুপুরে ময়ূরাক্ষী নদীর চরের একটি ঝোপ থেকে অর্ধনগ্ন ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। দেহটি ওই নিখোঁজ মহিলার দাবি করে ও পুলিশি অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে মহিলার পরিবারের লোকজন বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের দাবি, ওই মহিলার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে। পরে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ বন্ধ হয়। পুলিশ এই ঘটনায় এক জনকে আটক করেছে।

Office of the Falta Gram Panchayat
Under Falta Panchayat Samity
Vill-Dakshin Basulat, PO & PS: Falta,
Dist:- South 24 Parganas, Pin-743504

E-Tender is invited by the Pradhan, Falta Gram Panchayat under 15 th FC Tied & Un-tied Fund 1 st Instalment 2025-26
NIT No:- 05 – Drain – 3 nos. – Rs. 531532.00(without GST)
NIT No:- 06 – Community Toilet – 01 nos. – Rs. 293434.00(without GST) NIT No:- 07 – Water Tank with Purifier System – 02 Nos – Rs. 566368.00(without GST) NIT No:- 08 – Road Construction – 04 Nos – Rs. 625814.00(without GST) Tender Notice date: **04/12/2025**, Tender published Date: **05/12/2025 at 3.00 PM**. Document download start date: **05/12/2025 at 3.00 P.M.**, Document download end date: **22/12/2025 at 2.00 PM.** Bid submission Start Date: **05/12/2025 at 3.00 P.M.,** Bid Submission end date: **22/12/2025 at 2.00 P.M.** Technical Bid Opening Date: **24/12/2025 at 2.00 P.M.** For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Prodhan
Falta Gram Panchayat

২ বছর বন্ধ থাকার পরে ফের বর্ধমানে মেঘনাথ সাহা তারামন্ডল চালুর উদ্যোগ শিক্ষাদপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১০ ডিসেম্বর ঃ প্রায় দু'বছর বন্ধ থাকার পর ফের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল চালু করার উদ্যোগ নিল শিক্ষাদপ্তর। সম্প্রতি শিক্ষাদপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বিনোদ কুমার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা তারামণ্ডল ছিল অপরিসীম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অনুপম দাস বলেন, তারামণ্ডল এতদিন বন্ধ থাকার কোনও যুক্তি নেই। অনেক আগেই এটি চালু করা উচিত ছিল। পড়ুয়ারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসে, তা আর পূরণ হয় না। এত দামি মেশিন দীর্ঘদিন পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, যা

পরিদর্শনে যান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য আধিকারিকরাও। থ্রি-ডি মেশিনটি যে কক্ষে রয়েছে, সেটির দরজা খুলে তারা ভিতরে ঢোকেন। সেখানকার পরিস্থিতি দেখে অনেকেই অবাক হন। কর্তৃপক্ষের কাছে তারা মেশিনটি পুনরায় চালু করার সম্ভাব্য উপায় জানতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অরিজিত চট্টোপাধ্যায় জানান, সমস্যা সমাধানে প্রাথমিক স্তরের আলোচনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়ুয়াদের আগ্রহ ও চর্চা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ১৯৯৪ সালে এই তারামণ্ডলটি চালু করা হয়। তবে প্রায় দু'বছর আগে জাপানে তৈরি থ্রি-ডি মেশিনটি বিকল হয়ে যাওয়ায় প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে যায়। তার জেরে ক্ষোভ বাড়তে থাকে পড়ুয়াদের মধ্যে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে পড়ুয়ারা এখানে এসে হতাশ হয়ে ফিরে যান। এই অত্যাধুনিক মেশিনটি মেরামত করতে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। অর্থবরাদ্দ না হওয়াতেই এতদিন সেটি চালু করা সম্ভব হয়নি। শনিবার শিক্ষাদপ্তরের আধিকারিকরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অর্থের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করেন। তারা আশ্বাস দিয়েছেন, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। এতে নতুন করে আশার আলো দেখছেন পড়ুয়ারা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরেই অনেকের দাবি, কর্তৃপক্ষ চাইলে এই সমস্যা বহু আগেই সমাধান করা যেত। এক থেকে দে। কোটি টাকা বরাদ্দ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তেমন বড় বিষয় নয় বলেও তাঁদের বক্তব্য। রাজ্যের অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমন তারামণ্ডল নেই। ১৯৯৪ সালে চালু হওয়ার পর শুধু বর্ধমান নয়, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পড়ুয়াদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে যাঁদের আগ্রহ রয়েছে, তাঁদের কাছে এই তারামণ্ডলের গুরুত্ব দুর্ভাগ্যজনক। আরেক পড়ুয়া বলেন, মহাকাশ সম্পর্কে জানার আগ্রহ অনেকেরই থাকে। আগে এখানে এসে অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলত। তিন বছর আগেও উপচে পড়ত ভিড়। এখন শুধু কিছু পড়ুয়া বেড়াতে আসে। দূর-দূরান্ত থেকে অভিভাবকরা সন্তানদের নিয়ে এসে জানতে পারেন, মেশিন বিকল। তখন হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়। শিক্ষাদপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা পরিদর্শন করলেও আদৌ কবে তারামণ্ডল ফের চালু হবে, তা নিয়ে এখনও সংশয় কাটেনি। তবে দীর্ঘদিন পর সরকারি স্তরে উদ্যোগ শুরু হওয়ায় নতুন করে আশাবাদী পড়ুয়া ও মহাকাশপ্রেমীরা।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructural arrangement during the programme to be attended by VVIP in connection with Kolkata Christmas Festival 2025 at allen park, Kolkata from 18.12.2025 to 30.12.2025" **[Job No. KIT/RW/108 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-073/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **16.12.2025 up to 03.00 PM** 2. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP in connection with Kolkata Christmas Festival 2025 at allen park, Kolkata from **18.12.2025 to 30.12.2025** (Primary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/109 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-074/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **16.12.2025 up to 03.00 PM** 3. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP in connection with Kolkata Christmas Festival 2025 at allen park, Kolkata from **18.12.2025 to 30.12.2025** (Secondary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/110 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-075/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **16.12.2025 up to 03.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- Executive Engineer,
PWD Kolkata IT Division

NAWABPUR GRAM PANCHAYET
Dudhkalmi::JangalparaBazar::Chanditala
eNIT NO: 408/NGP/15th CFC/25-26.
Dated: 10-12-2025
E-tender are invited online through **https://wbtenders.gov.in** by the prodhan Nawabpur Gram Panchayat, Dudhkalmi, Jangalpara Bazar, Chanditala (FOR 2nos. different works). Bid submission last date (online): **06/01/2026 at 14.00 hrs.** Details information is available at this office within working days or website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Nawabpur Gram Panchayat

ওএইচই মোডিফিকেশন কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এপি-ইএল-টিআরডি-**১৭-২৫-২৬-আরটি২**। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নংঃ** এপি-ইএল-টিআরডি-১৭-২৫-২৬-আরটি২, **কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এসএসই/ টিআরডি/আইসি/নিউ আলিপুরদুয়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে আইওএল শিফটিং কাজ এবং এসএসই/টিআরডি/আইসি/ ধূপগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে আইওএল এবং ক্রসওভার শিফটিং কাজের সাথে সম্পর্কিত ওএইচই মোডিফিকেশন কাজ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ৬৮,২৪,১৩৯.৮৯ টাকা, **বায়নার ধনঃ** ১,৩৬,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ৩০-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ৩০-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহদের সেবায়

Office of the
Amardaha Gram Panchayat
Under Shyampur-II Dev. Block
NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) WB/HOW/AGP/eNIT-27/APAS/25-26, (2) WB/HOW/AGP/eNIT-28/APAS/25-26, (3) WB/HOW/AGP/eNIT-30/APAS/25-26,
The Pradhan, Amardaha Gram Panchayat, Sitapur, Amardaha, Shyampur, Howrah invites e-tender for similar works. Bid submission closing date(online) **20.12.2025 at 11:30 am**. Bid opening date for Technical Proposals **22.12.2025 at 11:30 A.M**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Amardaha Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ **ইএনজিজি./৬৯ অব ২০২৫, তারিখঃ ০৫-১২-২০২৫**। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কাটিহার ডিভিশনের কানকি (কেকেএ) স্টেশনে র‍্যাম্প সহ ৬ মিটার প্রশস্ত এফওবির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৮,৪১,৯৬,৭৮৪.০২ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৫,৭১,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/মালদা টাউনের অধিক্ষেত্রের অধীনে একলাখি-ওল্ড মালদা সেকশনে এনসি-১১৬ এর সাথে একত্রিত করে এলসি গেট নং. এনসি-১১৭-এর বিলুপ্তি। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,৬৬,৪৩,৫৮৫.৭৪ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,৮৩,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** সিনি. ডিইএন/III/ কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে সুকনা থেকে দার্জিলিং সেকশনের মধ্যে এনজি টিটিআর ১-এ ৮.৫ (মোট = ৫৩ সেট)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪৩,৪৭,২৮৬.১৩ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,২১,৭০০.০০ টাকা। ৪। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিউ জলপাইগুড়িঃ- ৪বিএন/ আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়ির ব্যারাক নং ৭ এবং ৮ এর জিওয়াইএম-এর দিকে সিপিসি ক্যান্টিন টিন শেড প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্যঃ ২৬,২৪,৮৬৫.২৮ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৫২,৫০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০২-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০২-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জয়দেব মেলা ৪ দিন থেকে ৫ দিনে বাড়ল, শুরু ১৩ জানুয়ারি থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়দেব, ১০ ডিসেম্বর ঃ ঐতিহ্যবাহী জয়দেব-কেন্দুলি মেলা আগামী বছর একদিন বাড়িয়ে মোট পাঁচ দিনে করার সিদ্ধান্ত নিলো প্রশাসন। আগামী ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত চলবে এই জনপ্রিয় মেলা। মেলা তোলার সুবিধার জন্যই অতিরিক্ত একদিন যুক্ত করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। জয়দেব বাউল একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম প্রস্তুতি বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল সেখ এবং বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন, জেলা পুলিশ সুপার আমন দীপ, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী, বোলপুরের এডিশনাল এসপি রানা মুখোপাধ্যায়, মহকুমা শাসক সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, আখড়ার বাউল, ফকির ও সাধু-সন্ন্যাসী প্রতিনিধিরা। তবে গাড়িতে করে মেলায় আসা পুণ্যার্থীদের জন্য বাগতে চলেছে পার্কিং ফীজ। বিপুল ভিগ সামলাতে এবং যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দর্শনার্থীদের কথা ভেবে নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু নতুন পরিকল্পনাও। পুণ্যস্নানের জন্য এবারও হিংলো ড্যাম থেকে প্রায় ২ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হবে, যাতে আগত পুণ্যার্থীরা নির্বিঘ্নে স্নান করতে পারেন।

Office of The Pradhan
Beldi Gram Panchayat
At-Juradih, PS-Arsha, Dist-Purulia
Notice Inviting Tender No.- 03(2025-26)
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 5(five)nos. different works under XVFC (2025-26) fund. Date and time of issue of Tender paper from **05/12/2025 up to 15/12/2025(during 11.00 AM to 2.00 PM).** Date and time of opening of tender paper on **16/12/2025 at 1 pm.** For details visit office of the undersigned in any working days.
Sd/- Pradhan
Beldih Gram Panchayat

JANAI GRAM PANCHAYAT
Vill-JANAI BAZER PO-JANAI Dist-Hooghly West Bengal
E-Tender are invited by the Prodhan of JANAI Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. SL. NO 1:- **NIT no-528/JGP dt 09.12.2025 Tenderid-2025_ZPHD_971143_1** Publish Date-**10.12.2025 09.00 AM** Name of The Work: Repairing of Drain in front of HO Jafar at SN XIV; Estimated Amount-Rs. 108903.00 **SL. NO 1:-NIT no-529/JGP dt 09.12.2025 Tenderid-2025_ZPHD_971355_1** Publish Date-**10.12.2025 09.00 AM** Name of The Work: Construction of Pucca Drain from HO Sk Jamal to HO Sk Sarabat at SN XII; Estimated Amount- Rs. 108871.00 **Completion Time-30 days** . Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **08.01.2026, 11.00 AM**, DATE of opening technical & Financial BID **10.01.2026 11.00 AM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
December 14, 2025	11:30 A.M.	Sagar Raj Resort, Near Overbridge, Telkar Para Purulia, West Bengal - 723 103.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

E-Tender Notice
e-Tenders are invited for Concrete road work under Pathasgree-V fund of **N.I.e.T. No.-23/EO/HPS/Pathashree/2025-26(2nd Call)**. Documents and other details is available in the website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **23/12/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.
Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following works:
(1) NIT No. : KMC/WS/W80-2/T-78/25-26
Name of the work: **Maintenance of FW supply pipe and replacement of damaged G.I. service utility pipe by new G.I. pipes at Khal Bari, B.B. Hall, Sonai & 4 No. Taratala Road Bustee etc. in Ward No.-80.** Estimated amount: ₹ **1,97,371.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.**
(2) NIT No. : KMC/WS/W78-8/T-76/25-26
Name of the work: **Improvement of F.W. supply by laying 100 mm dia. D.I. pipe from 3 Nawab Ali Lane (in front of Kidderpore Muslim High School) to 30/H/1 Nawab Ali Lane in Ward No.-78.** Estimated amount: ₹ **1,25,127.00.** Earnest money: ₹ **2,550.00.** Period of completion: **05 days.**
(3) NIT No. : KMC/WS/W78-13/T-77/25-26
Name of the work: **Maintenance of F.W. supply and replacement of damaged G.I. utility service pipe at 42/H/40 Ekbalpur Lane, 3/A/H/3 Rajab Ali Lane, 18/1/H/8 Mominpur Road, 46 D.H. Road, 5/H/14 B.K. Road & 19J M.P. Road in Ward No.-78.** Estimated amount: ₹ **1,98,779.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.**
(4) NIT No. : KMC/WS/West/W72/T-14/2025-26
Name of the work: **Laying of new 100 mm dia. DI main for development of filtered water supply along Priyonath Mullick Road from Premises No. 30B Priyonath Mullick Road to 6/1 Ramesh Mitra Road in Ward No.-72.** Estimated amount: ₹ **4,18,656.00.** Earnest money: ₹ **8,374.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **07.01.2026 at 11 AM/09.01.2026 at 11 AM (For Sl. No. 1 to 3) and 07.01.2026 - 1 PM/09.01.2026 - 1:30 PM (For Sl. No. 4).** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3) and https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 4).**

The Executive Engineer, Water Supply (GRU), KMC invites e-tender online percentage two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/WS/GRU/2526/133/013/1st Call
Name of the work: **Laying of 100 mm dia. DI pipe line near N-81, N-83/B/2, N-89, N-88/1, N-85/A, N-86/F, N-86/C etc. Paharpur Road Bye Lane in Ward No.-133, BR-XV.** Estimated cost: ₹ **1,89,610.93.** Earnest money: ₹ **3,793.00.** Period of completion: **30 days.**
(2) NIT No. : KMC/WS/GRU/2526/137/002/1st Call
Name of the work: **Laying of 150 mm dia. DI pipeline near Premises Nos. S-208, S-31/1, S-45, S-5 etc. Viku Lane in Ward No.-137, BR-XV.** Estimated cost: ₹ **2,19,074.95.** Earnest money: ₹ **4,382.00.** Period of completion: **30 days.**
(3) NIT No. : KMC/WS/GRU/2526/138/008/1st Call
Name of the work: **Laying of 150 mm dia. DI pipeline near Premises Nos. Y-211, Y-330/1, Y-329, T-346/A Kanthalberia Road in Ward No.-138, BR-XV.** Estimated cost: ₹ **3,67,415.91.** Earnest money: ₹ **7,349.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **07.01.2026 - 5:30 PM (For Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on: **10.01.2026 - 12:15 PM (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **13.12.2025 - 5 PM (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Director General (Water Supply), KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):
(1) Notice Inviting e-Tender No.: KMC/WS/C/SEC-H/61/09/25-26
Name of the work: **Improvement of water supply pipe from 55 to 47 Elliot Road and surrounding area in Ward No.-61.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **3,53,850.87.** Earnest money: ₹ **7,100.00.** Time of completion: **07 days.**
(2) Notice Inviting e-Tender No.: KMC/WS/C/SEC-H/61/08/25-26
Name of the work: **Improvement of filter water pipe line fro 1 to 13/H/1 Elliot Lane and surrounding area in Ward No.-61.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **3,94,251.30.** Earnest money: ₹ **7,700.00.** Time of completion: **10 days.**
(3) Notice Inviting e-Tender No.: KMC/WS/C/SEC-H/61/05/25-26
Name of the work: **Improvement of filter water supply by supplying and laying main pipe from 22B to 32 Elliot Road and surrounding area in Ward No.-61.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **3,19,110.62.** Earnest money: ₹ **6,400.00.** Time of completion: **10 days.**
(4) Notice Inviting e-Tender No.: KMC/WS/C/SEC-H/61/04/25-26
Name of the work: **Improvement of filter water supply by supplying and laying main pipe at 42 Jannagar Road and surrounding area in Ward No.-61.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,62,183.91.** Earnest money: ₹ **5,300.00.** Time of completion: **10 days.**
(5) Notice Inviting e-Tender No.: KMC/WS/C/SEC-H/61/03/25-26
Name of the work: **Improvement of water pipe line at 1 to 19 Park Lane in Ward No.-61.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,22,007.12.** Earnest money: ₹ **8,500.00.** Time of completion: **10 days.**
(6) Notice Inviting e-Tender No.: KMC/WS/C/SEC-H/61/02/25-26
Name of the work: **Improvement of filter water supply by replacing pipe line at 9 North Range in Ward No.-61.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **3,93,518.57.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Time of completion: **10 days.**
(7) Notice Inviting e-Tender No.: KMC/WS/C/SEC-J/58/05/25-26
Name of the work: **Improvement of water supply by laying and supply of 100 mm dia. fiter water main at 40/1, Tangra Road and surrounding area in Ward No.-58.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,99,305.94.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Time of completion: **20 days.** Last date and time of online submission of tender: **07.01.2026 - 1 PM (For Sl. No. 1 to 6) and 23.12.2025 up to 12 Noon (For Sl. No. 7).** For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer, Water Supply (South), KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):
NIT No. : KMC/WS/EE/S/095/2025-26/04/1st Call
Name of the work: **Maintenance and repairing of water supply works at Gandhi Colony, 3 No. Azadgarh and Golf Green Central Park etc. in Ward No.-95, BR-X.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **1,49,585.59.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Time of completion: **15 days.** Last date and time of online submission of tender: **05.01.2026 at 2 PM.** Last date and time of open of online tender: **07.01.2026 at 2 PM.** For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Executive Engineer, Water Supply (Bagmari BPS), KMC invites e-tender online in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/WS/BAGMARI/09/2025-26
Name of the work: **Provision of cable trench at CESC room for 2nd point HT connection at Bagmari BPS.** Estimated amount: ₹ **1,66,307.00.** Earnest money: ₹ **3,350.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **08.01.2026 up to 2 PM.** For detailed information please visit website: **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer, Water Supply (North), KMC invites e-tender online in two bid systems for the following work:
(1) NIT No. : KMC/WS/N/25-26/APAS/25/133
Name of the work: **Development of FW supply main & allied works at Bhuban Banerjee Lane in Ward No.-25.** Estimated cost: ₹ **2,76,157.00.** Earnest money: ₹ **5,600.00.** Time of completion: **15 days.**
(2) NIT No. : KMC/WS/N/25-26/25/134
Name of the work: **Laying of 100 mm dia. D.I. pipe for FW & UFW service main at Sudhir Chatterjee Street and Tabla Patty (Rabindra Sarani) in Ward No.-25.** Estimated cost: ₹ **1,76,995.79.** Earnest money: ₹ **3,600.00.** Time of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **22.12.2025 at 2 PM (For Sl. No. 1) and 08.01.2026 at 2 PM (For Sl. No. 2).** The tender will be opened on: **24.12.2025 at 2 PM (For Sl. No. 1) and 10.01.2026 at 2 PM (For Sl. No. 2).** The bid forms and other details will be available on and from **13.12.2025 after 2 PM (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Water Supply), BR-XVI KMC invites the following e-tender work:
NIT No. : KMC/WS/JOKA/59/2025-26
Name of the work: **Repair to leaks of water supply service main, standpost and its related work at Talpukur Road, Sarsuna Main Road, D. Behala Road, Jadav Ghosh Road, Bagpota Road Ho Chi Minh Sarani, Narayan Roy Road etc. in Ward No.-126, BR-XVI.** Estimated cost of the work: ₹ **1,97,187.88.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **24 days.** Last date of submission of bid: **07.01.2026 up to 2 PM.** Tender will be opened on: **09.01.2026 at 3 PM.** The bid forms and other details are available on and from **26.12.2025 at 5 PM** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer, Water Supply (MGPS & WPS), KMC invites e-tender online in two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/WS/MGPS/11/2025-26
Name of the work: **Remetalization of both side white metal bush bearing of H.T. Pump Unit No. 4 under Mullick Ghat Pumping Station.** Estimated amount: ₹ **3,21,892.56.** Earnest money: ₹ **6,450.00.** Period of completion: **20 days.**
(2) NIT No. : KMC/WS/MGPS/12/2025-26
Name of the work: **Restoration of bush bearing by remetalization including fitting fixing of 580 BHP HT motor for Pump Unit No. 4 at Mullick Ghat Pumping Station.** Estimated amount: ₹ **3,09,475.51.** Earnest money: ₹ **6,200.00.** Period of completion: **25 days.**
(3) NIT No. : KMC/WS/MGPS/13/2025-26
Name of the work: **Repairing, overhauling, testing and commissioning of H.T. Switch Gear Units at Mullick Ghat Pumping Station.** Estimated amount: ₹ **2,88,860.00.** Earnest money: ₹ **5,780.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid (online): **10.01.2026 at 2 PM (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer, Water Supply (S.S. Unit), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-127/30/25-26/165 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of water pipeline leakages near Oxytown Road, Banerjee Para Road, Kasto Danga Road, Jote Shibrampur School, installation of valve near Naskar Para 1st Bye Lane and related works at other locations in Ward No.-127, BR-XIV.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,19,903.85.** Earnest money: ₹ **4,400.00.** Period of completion: **21 days.**
(2) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-127/29/25-26/164 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of different dia. service & reserve water mains in Ward No.-127, BR-XIV.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,60,956.44.** Earnest money: ₹ **5,220.00.** Period of completion: **21 days.**
(3) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-121/21/25-26/167 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of 600 mm & 450 mm dia. reserve water main pipeline at Raja Rammohan Roy Road nearest H/No.-619, Netaji Sarak and KMC Health Office with allied works in Ward No.-121, BR-XIV.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,66,437.43.** Earnest money: ₹ **5,330.00.** Period of completion: **20 days.**
(4) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-119/02/25-26/163 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of filter water pipe line at J.K. Paul Road near H/No.-10/1 S.N. Chatterjee Road and allied works at other different locations in Ward No.-119, BR-XIII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **1,36,066.37.** Earnest money: ₹ **2,725.00.** Period of completion: **45 days.**
(5) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-120/05/25-26/166 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of 600 mm dia. R/Main near 401/A D.H. Road and service mains & allied works near 1 J.L. Sarani, 229A Jagatpur Sisir Bagan Road, Nafar Ch. Das Road etc. in Ward No.-120, BR-XIII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **1,27,369.22.** Earnest money: ₹ **2,550.00.** Period of completion: **21 days.** Last date of submission of bid: **07.01.2026 (up to 2 PM) (For Sl. No. 1) and 06.01.2026 (up to 2 PM) (For Sl. No. 2 to 5).** Tender will be opened on: **09.01.2026 (at 2 PM) (For Sl. No. 1) and 08.01.2026 (at 2 PM) (For Sl. No. 2 to 5).** The bid forms and other details are available on & from **08.12.2025 at 2 PM (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**
(1663/25-26)

বেড়ানো

দক্ষিণ ভুটানের পর্যটন, বাণিজ্য এবং সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা

দক্ষিণ ভুটানের পর্যটন, বাণিজ্য এবং সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো গেলফু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে এই বিমানবন্দর থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে নিয়মিত আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা চালু করল ভুটানের রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থা ড্রুক এয়ার। এর ফলে ভারতের পূর্বাঞ্চলের যাত্রীদের জন্য ভুটানের দক্ষিণাঞ্চলে সরাসরি পৌঁছনোর পথ খুলে গেল। পর্যটনপ্রেমী মানুষ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাতায়াতকারী ব্যবসায়ী, এমনকি সাংস্কৃতিক বিনিময়ের অংশগ্রহণকারীদের কাছেও এই নতুন রুট ইতিমধ্যেই আলোচনার কেন্দ্রে।

সোমবার ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল ভুটানের সারপাং জেলার গেলফু শহর। রাজকীয় আয়োজনের মধ্য দিয়ে গেলফু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ওড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন। ভুটানের চিরাচরিত শান্ত-শিষ্ট পরিবেশে এই উদ্বোধন যেন নতুন সম্ভাবনার হাওয়া বইয়ে দিল। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের কাছে যা বহুদিনের প্রত্যাশা ছিল, তা আজ বাস্তবে রূপ পেল।

এই বিমানবন্দর এমনিতেই ভুটানের একটি বৃহত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ' মাইন্ডফুলনেস সিটি' প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অবকাঠামো হিসেবে এটি নির্মিত হয়েছে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক বিমানবন্দরের নির্মাণকাজের সূচনা করেন। পাহাড় ও সবুজে ঘেরা এই অঞ্চলে নতুন বিমানবন্দরটি কেবল যাতায়াতের সুবিধাই বাড়াবে না, বরং নিজেই একটি পর্যটন আকর্ষণে পরিণত হবে বলে মনে করছেন প্রশাসন ও বিশেষজ্ঞরা। নতুন বিমানবন্দরটির স্থাপত্যশৈলী একেবারেই নজরকাড়া। ৬৮ হাজার বর্গমিটারের বিশাল প্রান্তর জুড়ে তৈরি এই টার্মিনাল ভবন ভুটানের ঐতিহ্যবাহী কাঠের কারুকাজ এবং আধুনিক দৃষ্টিনঃদন নকশার মিশ্রণ। বিমানবন্দরের ডায়াগ্রিড কাঠের কাঠামোতে ভুটানের হস্তশিল্পের সূক্ষ্মতা ধরা পড়েছে, যার মধ্যে

রয়েছে ড্রাগন-প্রেরিত মোটিফ ও স্থানীয় নান্দনিকতা। ফলে বিমানবন্দরটি একটি ' ট্রানজিট পয়েন্টট' হওয়ার পাশাপাশি শিল্প ও স্থাপত্যের বিচারে এক অনন্য নিদর্শন হিসেবেও বিবেচনা করা হচ্ছে। যাত্রী সেবার দিকে নজর দিলেও চোখে পড়বে বেশ কিছু আধুনিক সুবিধা। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে বিমানবন্দরে রয়েছে ধ্যান ও যোগব্যায়ামের আলাদা স্থান-যা ভুটানের ' দর্শনকে আরও এক ধাপ প্রতিষ্ঠা করে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে মডুলার স্ট্রাকচার, যাতে যাত্রীসংখ্যা বাড়লে পরবর্তীকালে দ্রুত সম্প্রসারণ করা যায়। ২০৪০ সালের মধ্যে বছরে প্রায় ১.৩ মিলিয়ন যাত্রী পরিবহনের লক্ষ্যে বিমানবন্দরটি পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১২৩টি উড়ান ওঠানামা করতে পারবে এমন প্রযুক্তিগত সক্ষমতাও রয়েছে এতে। এতদিন ভুটানের দক্ষিণাঞ্চলে পৌঁছতে হলে সড়কপথ ছিল ভরসা। কলকাতা বা দিল্লি থেকে ড্রুক এয়ার বা ভুটান এয়ারলাইন্সে পারো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার পর দীর্ঘ পথ সড়ক ধরে গেলফু বা দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য এলাকায় পৌঁছতে হতো। নতুন বিমান রুট চালু হওয়ায় সেই ঝামেলা অনেকটাই কমে গেল। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসামসহ উত্তর-পূর্ব ভারতে থাকা পর্যটকদের কাছে ভুটানের ভ্রমণ এখন আরও সহজলভ্য। ড্রুক এয়ারের তরফে জানানো হয়েছে, গেলফু-কলকাতা রুট চালু হওয়ার মাধ্যমে ভুটানের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন রুট দক্ষিণ ভুটানকে ভারতের পূর্বাঞ্চলে থাকা বিশাল পর্যটকগোষ্ঠীর কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। বছরভর যে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় পর্যটক ভুটান ভ্রমণে যান, তাদের অনেকেই এই নতুন পরিষেবার সুবিধা নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি আন্ত ঃসীমান্ত বাণিজ্য বাড়ানোর ক্ষেত্রেও নতুন রুটটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কলকাতার সঙ্গে ভুটানের সাংস্কৃতিক বিনিময় আরও সহজ হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। ভাড়ার দিক থেকে দেখলে এটি মধ্যবিত্ত পর্যটকদের পক্ষেও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। ড্রুক এয়ারের ঘোষণায় জানা গেছে, একমুখী টিকিটের দাম শুরু হচ্ছে ৫,৫০০ টাকা থেকে, যা গিয়ে পৌঁছচ্ছে ৩৫,০০০ টাকা-এ। এয়ারলাইন্সের হিসেবে, বিভিন্ন মৌসুম, চাহিদা এবং সিট ক্যাটেগরির উপর ভিত্তি করে এই ভাড়ার তারতম্য হবে। তুলনামূলকভাবে স্বল্প দূরত্বের আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য এই ভাড়া প্রতিযোগিতামূলক বলেই মনে করছেন পর্যটন শিল্পের বিশেষজ্ঞরা। কলকাতার বহু ট্যুর অপারেটর ইতিমধ্যেই নতুন রুটকে তাদের ভুটান প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করেছেন। পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীরা জানান, কয়েক বছর ধরেই ভারতীয় পর্যটকদের মধ্যে ভুটান নিয়ে আগ্রহ অভাবনীয়ভাবে বেড়েছে। ভুটানের শান্ত পরিবেশ, পাহাড়ি সৌন্দর্য, আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও নিরাপত্তা-এই সবকিছু মিলিয়ে দেশটি ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক পর্যটনগন্তব্য হয়ে উঠেছে। গেলফু বিমানবন্দর চালু হওয়ায় এখন ভ্রমণ আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় ও সময়সাশয়ী. হবে, যা পর্যটন প্রবাহকে আরও ত্বরান্বিত করবে। নতুন এই বিমান রুট শুধুমাত্র ভুটান বা ভারতের জন্য নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ার জন্যই একটি বড় বার্তা বহন করছে-যে ছোট দেশগুলিও কৌশলগতভাবে পরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ আরও মজবুত করতে পারে। ভুটানের ভবিষ্যৎ উন্নয়নপথে গেলফু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

বঙ্গের নানা প্রান্তে এমন ঠিকানাও আছে যা সকলের হয়তো জানা নেই, কিংবা এখনও ঘুরে দেখা হয়নি, এমন স্থান হতে পারে শীতের গন্তব্য

গোপালপুর-ভাবছেন এ আবার অচেনা না কি? গোপালপুরের সৈকতে কত সিনেমার শুটিং হয়েছে এক সময়। সকলেই জানেন ওড়িশার সৈকত শহরের কথা। তবে যদি বলা হয়, গোপালপুর আছে এই বাংলাতেই, মানবেন কি? পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোপালপুরে রয়েছে শাল, শিমুল, পিয়ালের বন। আছে পুরনো মন্দির, প্রাচীন গড়। সেখানেই ইদানীং বাড়ছে পর্যটকদের আনাগোনা। কলকাতা থেকে গোপালপুরের দূরত্ব সড়কপথে কমবেশি ১৩৫ কিলোমিটার। মেদিনীপুর ট্র্যাফিক মোড় থেকে দূরত্ব মোটামুটি ৭-৮ কিলোমিটার। সেখান থেকে মেদিনীপুর শহরের গান্ধী মোড় হয়ে গেলেই পড়বে গোপালপুর বায়োডাভার্সিটি পার্ক। প্রবেশমূল্য দিয়ে সেখানে ঢুকতে হয়। পুষ্করিণী, ফুলে সজ্জিত উদ্যান। দেখা যায় শালের জঙ্গল। পার্ক ঘুরে গাড়ি বা টোটো ভাড়া করে বেরিয়ে পড়া যায় আশপাশের কয়েকটি জায়গা ঘুরে দেখতে। মুড়াকাটার কাছাকাছি রয়েছে কুঃদ্রামাতার থান। এ ছাড়াও এখান থেকে যেতে পারেন কংসাবতীর জোড়া ব্রিজ। নদীর বুকে দু'টি ব্রিজ পাশাপাশি। দেখে নিতে পারেন জমিদার বাঁধ। গাছগাছালি ঘেরা গ্রামীণ পরিবেশে, জলাধারের স্বচ্ছ জলে পা ডুবিয়ে খানিকটা সময় দিব্যি কেটে যাবে সেখানে। আর আছে লালগড়ের জঙ্গল। গোপালপুর স্কুল থেকে খানিকটা গেলেই দেখা মিলবে ভুবনেশ্বর এবং গগনেশ্বর নামে দুই শিবমন্দিরের। কালের প্রকোপে দেওয়ালের রং ফিকে হয়ে গেলেও এখন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি মন্দিরের টেরাকোটার কারুকাজ।

ট্রেনে গেলে নামতে হবে মেদিনীপুর স্টেশনে। ধেরুয়া, মুরাকাটা হয়েও যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে গাড়িতে এলে কোলাঘাট পার করে ডেবরা টোল প্লাজা. হয়ে কংসাবতীর ব্রিজ পেরিয়ে আসতে পারেন। ট্র্যাফিক মোড় হয়ে গোপালপুর।

দুবরাজপুরঃ দুবরাজপুরের নাম অবশ্য অনেকেই শুনে থাকবেন। বীরভূমের শান্তিনিকেতন বা তারাপীঠ পর্যটক মহলে যতটা সমাদৃত, ততটা

দুবরাজপুর নয়। তবে দর্শনীয় স্থানের কোনও কমতি নেই এখানে। আছে পাহাড়, জলাধার, মন্দির। ভ্রমণের আদর্শ সময় শীতকাল, কারণ বছরের অন্য সময় এখানে বেশ গরম থাকে। এখানকার অন্যতম আকর্ষণ মামা-ভাগ্নে পাহাড়। পাহাড়ের উপর দু'টি পাথর এমন কায়দায় রয়েছে, যা দেখলে মনে হবে সযত্নে,ব্যালান্স করে তা বসানো হয়েছে। এই দুই পাথর থেকেই পাহাড়ের নাম মামা-ভাগ্নে। কাছেপিঠে ঘুরে নিতে পারেন রঘু ডাকাতের টেরাকোটার মঃিদর। বাজারের কাছে রয়েছে শিব মঃিদর যার ১৩টি চূড়া। নমো পাড়ায় আছে পাঁচটি শিব মন্দির। দুবরাজপুরের উপকণ্ঠে সিউড়ির সড়কপথে রয়েছে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। তা থেকেই তৈরি হয়েছে জলাধার, নাম নীল নির্জন। বিস্তীর্ণ জলরাশি শীতের দিনে দেখায় নীল। মেঘমুক্ত নীল আকাশের প্রতিবিম্বে জলের এমন রং দেখায়। মনোরম একটি পর্যটন স্থান। শীতের দিনে এখানে দেখা মেলে পরিযায়ী পাখিদের। দুবরাজপুর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে ফুলবেড়ে গ্রামে গেলে দেখতে পাবেন খগেশ্বর শিব মন্দির। দুবরাজপুর শহর থেকে ৩ কিলোমিটার পথ হেতমপুর। কাছেই রয়েছে সুবিশাল রাজবাড়ি। এটি হেতমপুরের চক্রবংশীয় রাজাদের বাসভবন, নাম রঞ্জন প্যালেস। এটিকে হাজারদুয়ারির ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যেতে পারে।

কী ভাবে যাবেন? হাওড়া থেকে ট্রেনে সরাসরি দুবরাজপুর যেতে পারেন। হুল এক্সপ্রেস, ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস, দু'টি ট্রেন রয়েছে। কলকাতা থেকে বাসে করে সিউড়ি গিয়েও দুবরাজপুর যাওয়া যায়।

গুড়গুড়িপালঃ শালের অরণ্যে রাত্রিবাস করতে চান? ঘুরতে চান অরণ্যের আনাচকানাচে। পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি ছোট্ট গ্রাম গুড়গুড়িপাল। এখানকার শালের বনই পর্যটকের কাছে আকর্ষণের বিষয়। এই বনে দেখা মেলে সেগুন, আকাশমণিরও। খানিক দূর দিয়ে বয়ে গিয়েছে কাঁসাই নদী। রয়েছে একটি ইকো পার্কও। মেদিনীপুর শহর থেকে যার দূরত্ব প্রায় ১৩ কিলোমিটার। তবে শুধু ইকো পার্ক দর্শন নয়, এই জায়গায় যাওয়া যায় প্রকৃতির সঙ্গে একলা হতে। যাওয়া যায় নিঝুম দুপুরে গাছেদের সঙ্গ পেতে। প্রিয়জনের সঙ্গে কাঁসাইপারে বসে কিছু ভাললাগা ভাগ করে নিতে। নদীর পারে সূর্যাস্ত দেখতে। চোখ-কান খোলা রাখলে শালের বনে ও আশপাশে দেখা মিলতে পারে জার্ডন'স নাইটজার, জঙ্গল আউলেট, ইন্ডিয়ান পিট্টার মতো পাখির। কী ভাবে যাবেন? কলকাতা থেকে কোলাঘাট-ডেবরা হয়ে মেদিনীপুর শহর পৌঁছতে হবে। সেখান থেকে ধেড়ুয়াগামী রাস্তা ধরে গোপগর পার হয়ে খানিক এগোলেই গুড়গুড়িপালের জঙ্গল। বংকুলুংঃ শিলিগুড়ি থেকে শালের জঙ্গল পার হয়ে পথ গিয়েছে পাহাড়ে। সেই পথ ধরেই পৌঁছনো যায় বংকুলুংয়ে। বালাসন ও মুরমা নদী বয়ে গিয়েছে কোলাহল বর্জিত ছোট্ট গ্রামটির উপর দিয়ে। চারদিক ঘন সবুজ। প্রকৃতি যেন উদারহস্ত। গ্রামের ছোট ছোট বাড়িতে রঙিন ফুলের সম্ভার। বংকুলুঙের আনাচকানাচে রয়েছে দারচিনির ক্ষেত। শিলিগুড়ি থেকে মিরিক যাওয়ার পথে পড়ে বংকুলুং। শিলিগুড়ি থেকে জায়গাটির দূরত্ব ৪৮ কিলোমিটার। মিরিক থেকে ১৬ কিলোমিটার মতো। বংকুলুঙের উচ্চতা খুব বেশি নয়। সেই কারণে শীতই এখানে ঘোরার ভাল সময়। বংকুলুংয়ের রাস্তায় হাঁটলে চোখে পড়বে ঘন সবুজের মধ্যে মুরমা নদীর জলধারা। আর রয়েছে বালাসন। এখান থেকে ঘুরে নিতে পারেন গ্যামন সেতু। দু'পাশে পাহাড়, নীচ দিয়ে বয়ে গিয়েছে পাহাড়ি নদী। স্থানীয়দের কাছে এই জায়গাটি জনপ্রিয় পিকনিক স্পট।

রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ভারতের অনন্য অর্জন তুলে ধরেছেন

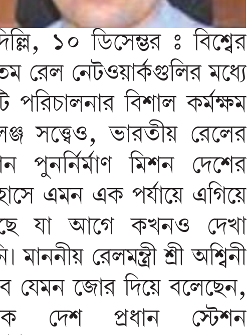

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃ বিশ্বের ব্যস্ততম রেল নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে একটি পরিচালনার বিশাল কর্মক্ষম চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, ভারতীয় রেলের স্টেশন পুনর্নির্মাণ মিশন দেশের ইতিহাসে এমন এক পর্যায়ে এগিয়ে চলেছে যা আগে কখনও দেখা যায়নি। মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব যেমন জোর দিয়ে বলেছেন, অনেক দেশ প্রধান স্টেশন পুনর্নির্মাণের কাজের সময় ৩-৪ বছরের জন্য রেল চলাচল বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ভারতে, প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী চলাচলের কারণে, স্টেশন বন্ধ করা কোনও বিকল্প নয়। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও, পুনর্নির্মাণ দ্রুত এগিয়ে চলেছে, নিরাপত্তার প্রতি অবিচল মনোযোগ এবং নিরবচ্ছিন্ন রেল কার্যক্রম নিশ্চিত করা। মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেন যে, স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো, ভারত তার স্টেশন অবকাঠামোর এত বিশাল এবং রূপান্তরমূলক সংস্কার প্রত্যক্ষ করছে, যা জাতির জন্য সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। এই কাজের জন্য ব্যতিক্রমী পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং প্রকৌশলগত নির্ভুলতার প্রয়োজন, যা দৈনন্দিন ট্রেন চলাচলের সাথে আপস না করেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রতিশ্রুতি অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান, যার অধীনে ₹৬০,০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে ১,৩০০ টিরও বেশি স্টেশনকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত মানদণ্ডে উন্নীত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই, ১৬০টি স্টেশন পুনর্বিকাশ করা হয়েছে। আধুনিক প্রকৌশল সমাধান থেকে উন্নত যাত্রী সুবিধা পর্যন্ত, প্রতিটি প্রকল্প পর্যায়ক্রমে এবং সতর্কতার সাথে পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে যাতে স্টেশনগুলি বিশ্বমানের ট্রানজিট হাবে পরিণত হতে পারে এবং জাতির জীবনরেখা হিসেবে কাজ করে যেতে পারে। এই বছরের শুরুতে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরে ঃদ্র মোদী রাজস্থানের বিকানের থেকে ১০৩টি অমৃত ভারত স্টেশনের পুনর্বিকাশের কাজ শুরু করেন, যা দেশব্যাপী আধুনিকীকরণ অভিযানের একটি বড় মাইলফলক। উন্নত সম্মুখভাগ, সম্প্রসারিত চলাচল এলাকা, টেকসই ভবন বৈশিষ্ট্য এবং নিরবচ্ছিন্ন মাল্টিমডাল ইন্টিগ্রেশন সহ নকশা করা এই স্টেশনগুলি আধুনিক, দক্ষ এবং যাত্রী-বান্ধব রেল ভ্রমণের ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পটি রেকর্ড গতিতে জটিল অবকাঠামোগত আপগ্রেড প্রদানের ভারতের ক্ষমতার একটি শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে - একই সাথে ট্রেন চলাচল, যাত্রীদের চলাচল এবং নিরাপত্তাকে প্রতিদিন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে রাখা।

CHANGE OF NAME

I, MD MAYNUL SK (old name) S/O- LACHIM SEKH residing at BEUNCHITALA PO-BEUNCHITALA P.S-DAULATABAD DIST-MURSHIDABAD PIN-742302 , West Bengal do here by declare that ,I have changed my name from (old name) MD MAYNUL SK to (new name) MAINUL SEKH and I shall be henceforth be known as (new name) MAINUL SEKH in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 10/12/2025. (New name) MAINUL SEKH and (old name) MD MAYNUL SK both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Afroza Khatun (Old Name) W/o Md Miran Hosen Residing at Majlishpur, Purba Para, P.o - Majlishpur, P.s - Shasan, Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 743423, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Afroja Khatun (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-12-2025. Afroza Khatun (Old Name) and Afroja Khatun (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shehnaz Anjum (old name) wife of Parvez Akhtar, residing at 7/B, Palm Avenue, Flat No. 2B, P.O- Ballygunge, Kolkata - 700019, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Shahnaz Anjum (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide affidavit No. 250 dated 03/12/2025. Shehnaz Anjum (old name) and Shahnaz Anjum (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abubakar Mondal (Old Name) S/o Abdul Mujid Mondal Residing at Kaikhali, Mondal Ganthi, P.o - Airport, District - North 24 Parganas, Pin - 700052, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Abubakkar Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-12-2025. Abubakar Mondal (Old Name) and Abubakkar Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Subharata Saha (Old Name) S/o Debabrata Saha Residing at Block BD-395, Salt Lake Sector -1, Vtc - Bidhannagar (M), P.o - Bidhannagar CC Block, District - North 24 Parganas, Pin - 700064, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Subhabrata Saha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-12-2025. Subharata Saha (Old Name) and Subhabrata Saha (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Swapan Kumar Das (Old Name) S/o Rampada Das Residing at 256/2, N.S.C. Bose Road, Apsara Apartment, Netaji Nagar, District - Kolkata, Pin - 700047 West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Swapan Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-12-2025. Swapan Kumar Das (Old Name) and Swapan Das (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Shadab (Old Name) S/o Mukhtar Ahmed Residing at 49A/1, Topsia Road South, Topsia, District - Kolkata, Pin - 700046 West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Md Shadab (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-12-2025. Mohammad Shadab (Old Name) and Md Shadab (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Noornehar Molla W/o Didar Molla (Old Name) Residing at Purba Kanthalia, P.o - Bhangar, P.s - Kashipur, District - South 24 Parganas, Pin - 743502, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Necharon Bibi W/o Didar Baksh Molla (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 10-12-2025. Noornehar Molla W/o Didar Molla (Old Name) and Necharon Bibi W/o Didar Baksh Molla (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Mannan (Old Name) S/O–Ismail Sk residing at Vill & PO- Ratanpur , PS-Samsherganj , Murshidabad, West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my name from Md Mannan to Abdul Mannan and henceforth I shall be known as Abdul Mannan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/12/2025. My name Abdul Mannan & Md Mannan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD SAMSUDDIN AHMED (Old name), s/o SK SALAUDDIN AHAMED, residing at 26/A Bhattacharjee Para P.O. P.S. Berhampore, Dist-Murshidabad, PIN-742101, West Bengal, do here by declare that I have change my name from MD SAMSUDDIN AHMED (Old name) to MD SAMSUDDIN AHAMED (New name) and henceforth, I shall be known as MD SAMSUDDIN AHAMED (New name) in all purpose, vide an affidavit swom the SDEM at Berhampore court date 05/12/2025 MD SAMSUDDIN AHAMED (New name) & MD SAMSUDDIN AHMED (Old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Fariduddin Ahamed (old name) son of Abdul Motaleb Mondal, residing at Vill: Chowmoha Dakshin Para, Mudiahat, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700128, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Foriduddin Ahamad Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 09/12/2025. Fariduddin Ahamed (old name) and Md Foriduddin Ahamad Mondal (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Khokon Das (Old Name) S/O–Ananta Das residing at Vill & PO-Dighalkandi , PS-Murutia , Nadia, West Bengal 741152 do hereby declared that I have changed my name from Khokon Das to Khokan Das and henceforth I shall be known as Khokan Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/12/2025. My name Khokan Das & Khokon Das both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

1, MD SALAUDDIN AHAMED (Old name), s/o AHAMMED SK, residing 14, Bihari Dr Lane P.O. + P.S. Berhampore, Dist-Murshidabad, PIN-742101, West Bengal, do here by declare that I have change my name from MD SALAUDDIN AHMED (Old name) to SK SALAUDDIN AHAMED (New name) and henceforth, I shall be known as SK SALAUDDIN AHAMED (New name) in all purpose, vide an affidavit swom the SDEM at Berhampore court date 05/12/2025 SK SALAUDDIN AHAMED (New name) & MD SALAUDDIN AHMED (Old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Pramod Jalan son of Late Chothmal Jalan, residing at S. P. Mukherjee Road, Murgasol Asansol, P.O – Ushagram, P.S – Asansol South, Dist: Paschim Bardhaman, Pin: 713303, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Pramod Kumar Jalan as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 10/12/2025. Pramod Jalan and Pramod Kumar Jalan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tahamina Bibi (old name) wife of Md Foriduddin Ahamad Mondal, residing at Vill: Chowmoha Dakshin Para, Mudiahat, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700128, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Tahamina Khatun Bibi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 09/12/2025. Tahamina Bibi (old name) and Tahamina Khatun Bibi (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি JESMIN BEGUM, DO: AZIZUL HAQUE, গ্রামঃ হরিশপুর, পোঃ ভীমপুর, থানাঃ পাইকর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার পিতার আসল নাম AZZUL HAQUE. আমার পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের এডমিড কার্ডে পিতার নাম MD AZIZUL HOQUE নথিভুক্ত করা হয়েছে। ০৩.১২.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ মাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি AZIZUL HAQUE and MD AZIZUL HOQUE এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি MD MAHABUB MOLLA, পিতা ABDUL JABBAR, গ্রামঃ হরিশপুর, পোঃ ভীমপুর, থানাঃ পাইকর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম MD MAHABUB MOLLA, এবং আমার পিতার আসল নাম ABDUL JABBAR.আমার পশ্চিমবঙ্গ এডুকেশন বোর্ডের মাধ্যমিক এডমিড কার্ড এবং সার্টিফিকেটে আমার নাম MD MAHABUB MOLLAH, এবং আমার পিতার নাম ABDUL JABBER নথিভুক্ত করা হয়েছে। ০৩.১২.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ মাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি MD MAHABUB MOLLA, SO: ABDUL JABBAR and MD MAHABUB MOLLAH, SO: ABDUL JABBER এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

এ বছর শহরে শীতের দাপট তেমন জমেনি, কিন্তু হালকা ঠান্ডা আর দুপুরবেলার মিঠে রোদ যেন ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ার অদম্য ইচ্ছে জাগিয়ে তুলছে

শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা ও আশপাশের মানুষের মনে যেমন নস্টালজিয়া জাগে, তেমনই বেড়ে যায় বেড়ানোর তাগিদ। যদিও এ বছর শহরে শীতের দাপট তেমন জমেনি, কিন্তু হালকা ঠান্ডা আর দুপুরবেলার মিঠে রোদ যেন ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ার অদম্য ইচ্ছে জাগিয়ে তুলছে। শীত মানেই একদিনের ছোট ভ্রমণ, চড়ুইভাতি, খোলামাঠে আড্ডা আর প্রকৃতির সান্নিধ্য। ব্যাগে দু'চারটে লুচি-মাংস, কিংবা ইচ্ছা থাকলে রেস্তরাঁর খোঁজ-সবই মিলবে হাতের কাছে। একদিনের জন্য এমনই পাঁচটি মনোরম শহরতলির গন্তব্য এবার নজরে রাখা যাক।

১. বাগনানের বেনাপুর চর-রূপনারায়ণের বুকে সবুজের বিছানা কলকাতা থেকে মাত্র দুই ঘণ্টার পথ দূরত্বে হাওড়ার বাগনানে রূপনারায়ণ নদীর ধার ঘেঁষে তৈরি হয়েছে বেনাপুর চর। প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে এটি যেন এক বিস্তৃত সবুজের কার্পেট-যেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ছোট ছোট গাছ, আর নদীর জল সারাক্ষণ আপন স্রোতে বয়ে যাচ্ছে। শীতের দিনে এখানে চাদর পেতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায় অনায়াসে।

বর্ষাকালে বেনাপুরের সবুজ আরও ঘন হয়ে ওঠে, তবে শীতেও এর সৌন্দর্য কোনও অংশে কম নয়। এখানকার নির্জনতা, প্রকৃতির শান্ত সৌঃদর্য আর নদীর রূপ মানুষের মনে প্রশান্তি এনে দেয়। অনেকেই পরিবার বা বন্ধুদের নিয়ে দিনভর পিকনিকে আসেন। কোনও বিশেষ পরিকল্পনা ছাড়াই সকালে বেরিয়ে পড়লেও বেনাপুর চরে বেড়ানো জমে ওঠে। এখান থেকে চাইলে ঘুরে নেওয়া যায় দেউলটি। সেখানেই রয়েছে সাহিত্যিক শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবন ও প্রদর্শনশালা, যা ইতিহাসপ্রেমীদের মন কেড়ে নেবে।

কীভাবে যাবেনঃ ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বাগনান, তারপর আঃিটলা বা নুনটিয়ার রাস্তা ধরে সরাসরি বেনাপুর চর। বাস বা ট্রেনে বাগনান পৌঁছে অটোটোটো নিয়েও যাওয়া যায়।

২. হুগলির সবুজ দ্বীপ-নদীবক্ষে নীরবতার স্বর্গ

হুগলি নদীর বুকে গড়ে ওঠা গাছপালায় ছাওয়া এক চরকেই বলা হয় ' দ্বীপ'। বলাগড়ের কাছে অবস্থিত এই দ্বীপ প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে চাইলে নিখুঁত এক দিনের গন্তব্য। স্থানীয়রা এখানে পিকনিক করতে আসেন, আবার বহু পর্যটকও ভিড় জমান নদী আর বৃক্ষরাজির সান্নিধ্যে কিছুটা শান্ত সময় কাটাতে। নৌকায় চড়ে দ্বীপে

পৌঁছোনোর পথে পানকৌড়ি ধরার দৃশ্য বা বিভিন্ন প্রজাতির পাখির শব্দ ভ্রমণটিকে আরও স্মরণীয় করে তোলে। দ্বীপের একাংশে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতর সুন্দর কটেজ নির্মাণ করেছে, ফলে চাইলে রাত্রিবাসও করা যায়। তবে দিনভর পায়ে হেঁটে পুরো দ্বীপ ঘুরে দেখা বা নৌকা ভাড়া করে নদীতে ভেসে বেড়ানো-এই দু'টিই পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয়। সময় থাকলে কাছেই কালনার বিখ্যাত ১০৮ শিবমন্দিরও দেখা যায়। বলাগড় থেকে এর দূরত্ব মাত্র ১৭ কিলোমিটার।

কীভাবে যাবেনঃ হাওড়া-কাটোয়া লাইনের ট্রেনে সোমড়াবাজার স্টেশনে নেমে টোটো করে ফেরিঘাট, এরপর ২০ মিনিট নৌকায় সবুজ দ্বীপ।

গাড়িতে চাইলে দিল্লি রোড ধরে বলাগড়-মোট পথ প্রায় ৯০ কিলোমিটার।

৩. বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির-স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন-

হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় অবস্থিত হংসেশ্বরী মন্দির শীতের ভ্রমণের জন্য একটি মনোরম ও ঐতিহাসিক স্থান। পাঁচতলা এই মন্দিরের ১৩টি চূড়া ও চূড়াগুলির শীর্ষে থাকা পদ্মের কুঁড়ি এটির আলাদা পরিচয় বহন করে। মন্দিরের আরাধ্যা দেবী হংসেশ্বরী-যাঁকে অনেকেই মা কালীর এক রূপ হিসেবেই মানেন। নীলবর্ণা চতুর্ভুজা এই দেবীর হাতে রয়েছে তরবারি, কাটা মুণ্ড ও আশীর্বাদ ও অভয়ের মুদ্রা-যা তান্ত্রিক শৈলীর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে। মন্দির চত্বরের চারপাশে রয়েছে সাজানো-গোছানো বাগান। ভ্রমণের সময় চাইলে ত্রিবেণীর কাছেই অবস্থিত জাফর খাঁ গাজির দরগা ঘুরে দেখা যায়-যা পুরাকীর্তির দিক থেকে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ব্যান্ডেল চার্চ বা বড় ইমামবাড়াও কাছেই।

কীভাবে যাবেন-হাওড়া-কাটোয়া লাইনে বাঁশবেড়িয়া স্টেশনে নেমে রিকশা বা অটোয় মনিদরে পৌঁছানো যায়। কলকাতা থেকে গাড়িতে দিল্লি রোড ধরেও যাওয়া সম্ভব-দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার।

৪. মাইথন ও কল্যাণেশ্বরী-জলাধার-ঘেরা সৌন্দর্য-বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে অবস্থিত মাইথন শীতের ভ্রমণে দারুণ জনপ্রিয় একটি জায়গা। সকাল সকাল কলকাতা থেকে বেরোলে দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যেই জলাধারের বিস্তীর্ণ রূপ চোখে পড়বে। আশপাশে ছড়িয়ে থাকা টিলাগুলি মাইথনকে আরও মনোরম করে তোলে। এখানে রয়েছে শিকারার মতো নৌকায় ভ্রমণ, জলক্রীড়া এবং অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের জন্য স্পিডবোটের সুবিধা। মাইথনের ঠিক কাছেই অবস্থিত কল্যাণেশ্বরী মন্দির, যেখান থেকে ' কা থান' নামটির উৎপত্তি হয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে। চাইলে কাছাকাছি ডিয়ার পার্ক, পাঞ্চেত ড্যামসহ আরও বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখা যায়। মাইথনে থাকার জন্য হোটেল ও গেস্টহাউসও প্রচুর।

কীভাবে যাবেনঃ হাওড়া থেকে ট্রেনে আসানসোল, কুমারডুবি বা বরাকর-তারপর অটোগাড়িতে মাইথন। বাসেও যাওয়া যায় আসানসোল হয়ে।

৫. ক্ষীরাই-ফুলের উপত্যকার রঙিন বিস্ময়- পূর্ব মেদিনীপুরের ক্ষীরাইয়ের দোকান্ডা গ্রাম একসময় ' উপত্যকা' নামে পরিচিত ছিল। শীতের সকালে ট্রেনে চড়ে গেলে দুপুরের মধ্যেই এই রঙিন প্রান্তরে পৌঁছানো যায়। পুরো এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে রকমারি ফুল-চন্দ্রমল্লিকা, জারবেরা, গাঁদা, আরও অনেক রঙিন প্রজাতি। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ফুলের চাষ পূর্ণ রূপে ফুটে ওঠে। রেললাইনের পাশ দিয়ে বিস্তৃত রঙিন চাদরের মতো ফুলের ক্ষেত দেখে মনে হবে যেন কোনও শিল্পী নিজের তুলিতে রঙ ছড়িয়ে সাজিয়ে রেখেছেন। ছবি তুলতে ভালোবাসেন এমন মানুষদের জন্য এটি স্বপ্নের গন্তব্য।

কীভাবে যাবেনঃ হাওড়া থেকে মেদিনীপুর লাইনের ট্রেনে পাঁশকুড়া বা ক্ষীরাই স্টেশন। ক্ষীরাই থেকে হাঁটার পথ, তবে রেললাইনের পাশে দিয়ে হাঁটতে হয়-তাই নিরাপদে যেতে চাইলে পাঁশকুড়া থেকে অটোটোটো নেওয়াই ভালো। চাইলে একদিনেই ঘুরে আসার মতো এই পাঁচটি জায়গাই শীতের দুপুরবেলার রোদে ঘুরে বেড়ানোর আদর্শ গন্তব্য। শহরের কোলাহল থেকে সামান্য দূরেই প্রকৃতির এতো বৈচিত্র্য যে সপ্তাহান্তের যেকোনও দিনই মনে হবে বিশেষ। বুড়িখোলা ঃ জয়ন্তী, বক্সা, জলদাপাড়ার বাইরে ডুয়ার্সে আবিষ্কার করার মতো অনেক ঠিকানা আছে। তেমনই কোনও জায়গায় প্রকৃতির আঙিনায় দুটো দিন কাটিয়ে আসতে পারেন। ডামডিম-গরুবাথানের রাস্তা ধরে এগোলেই হাতছানি দেয় পাহাড়। তবে বুড়িখোলা পৌঁছতে গেলে বেঁকে যেতে হবে গরুবাথান ঢোকার আগেই ডান হাতে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার দু'পাশে জঙ্গলের শোভা। ৪-৫ কিলোমিটার ঘন জঙ্গলের পথ পেরিয়ে পৌঁছনো যায় বুড়িখোলায়। এই পথেই সাক্ষা হবে বুড়ি নদীর সঙ্গে। স্থানীয় ভাষায় নদীকে বলা হয় ' তা থেকেই নাম বুড়িখোলা। নদী পার হলেই এসে পড়ে বুড়িখোলা গ্রাম। শাকামের জঙ্গল, চাপড়ামারি, জলদাপাড়া-সহ যে কোনও জঙ্গলই ঘুরতে পারবেন। আর জঙ্গলে না যেতে চাইলে পাপড়ক্ষেতি, মইরুনগাঁও, লাভা বো্য়ে আসতে পারেন।

কী ভাবে যাবেন? নিউজলপাইগুড়ি থেকে গাড়ি বুক করে নিন। শালুগাড়া, সেবক হয়ে ওদলাবাড়ি-ডামডিম হয়ে রাস্তা গিয়েছে। ডামডিম-গরুবাথানের রাস্তা ধরে এগোতে হবে।শীতে কোথায় যাওয়া যায়, ভাবনা তা নিয়ে? মঃদারমণি, দিঘা, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া-সবই তো বড্ড চেনা। এর বাইরে ঘোরার জায়গা আছে কি, প্রশ্ন অনেকেরই। একেবারে অচেনা না হলেও, বঙ্গের নানা প্রান্তে এমন ঠিকানাও আছে যা সকলের হয়তো জানা নেই, কিংবা এখনও ঘুরে দেখা হয়নি। এমন ৫ স্থান হতে পারে শীতের গন্তব্য।

ডিএইচআর-এ ঐতিহ্য এবং সামাজিক চেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘুম উৎসব ২০২৫-এর সমাপ্তি

মালিগাঁও, ১০ ডিসেম্বরঃ উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীচেতন কুমার শ্রীবাস্তবের সভাপতিত্বে এক জাঁকজমকপূর্ণ সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) ঘুম উৎসব ২০২৫-এর সফল ভাবে সমাপ্ত করেছে। এই বছরের এডিশন এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সফল এডিশন গুলির মধ্যে একটি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যার মধ্যে বেশকিছু প্রথমবারের পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেমন কার্শিয়াং সাহিত্য উৎসব, আয়রন শেরপা হেরিটেজরান, ধ্রুমাসঙ্গীত উৎসব, ট্রেনে ওপেন রুফ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং ঐতিহ্যবাহী পদযাত্রা, প্রদর্শনী এবং আর্ট সোকেস-এর একটি সিরিজ। বৃহ জন সমাবেশ, স্থানীয় সহযোগিতা এবং সম্প্রসারিত কর্মসূচির মাধ্যমে, এই উৎসব পাহাড়ি ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের উত্তরাধিকারের প্রধান উদযাপন হিসাবে তার খ্যাতি আরও সুদৃঢ় করেছে।ডিএইচআর তার ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা লাভের ২৬তম বার্ষিকী উদযাপন একটি ঐতিহাসিক কমিউনিটি ইভেন্ট, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়রনশেরপা হেরিটেজরান-এর মাধ্যমে করেছে, যা বিশেষ ভাবে পাহাড়ের বাসিন্দাদের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল। আইকনিক দার্জিলিং চৌরাস্তা থেকে শুরু হয়ে ভারতের সর্বোচ্চ রেলওয়ে স্টেশন ঘুমে শেষ হওয়া এই দৌড়ে প্রায় ২০০জন উৎসাহী অংশগ্রহণকারী অংশ গ্রহণ করেন।

হাতির আনাগোনায় নজরদারি চালাতে প্রযুক্তির ব্যবহার, জঙ্গলে ব্যবহার করা হবে ড্রোন ও নাইট ভিশন ক্যামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১০ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ জঙ্গলাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই হাতির আনাগোনা বাড়ছে। কখনও ঝাঁক বেঁধে গ্রামাঞ্চলে ঢুকে পড়া, গ্রামবাসীদের সতর্ক করা যাবে আরও দ্রুত। এই বিষয়ে মেদিনীপুর ডিভিশনের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার দীপক এম জানান, জঙ্গলে হাতির চলাচলে নিয়মিত কড়া

কখনও কৃষিজমিতে ধ্বংসলীলা। ফলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়দের মধ্যে। ঠিক কতগুলি হাতি রয়েছে? কোন পথে তারা চলাফেরা করে? তা সঠিকভাবে জানা না থাকায়, সমস্যার মোকাবিলায় বারবার অসুবিধায় পড়ছিল বনদফতর। এই পরিস্থিতিতেই নতুন উদ্যোগ নিয়েছে মেদিনীপুর ডিভিশন। প্রথমবার এই এলাকায় জঙ্গলে হাতির সংখ্যা ও গতিবিধি নজরদারির জন্য ব্যবহার করা হবে অত্যাধুনিক ড্রোন প্রযুক্তি। হাতির চলাফেরা রিয়েল টাইমে দেখা যাবে ড্রোনের ক্যামেরায়। ফলে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে নজরদারি চালানো যাবে। তাছাড়াও ড্রোনের সাহায্যে নির্ভুলভাবে গণনা করা যাবে, ঠিক কত বড় হাতি, কত ছোট হাতি রয়েছে মেদিনীপুর ডিভিশনে। ডিএফও জানান, ধারণা করা হচ্ছে মেদিনীপুর ডিভিশনের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৩৫ টি হাতি রয়েছে। আর পুরো জঙ্গলমহল অঞ্চলে মিলিয়ে এই সংখ্যা হতে পারে ১৫০ থেকে ২০০। ড্রোন ফুটেজ বিশ্লেষণ করলে হাতিগুলির দলবদ্ধ চলাফেরা, তাদের অবস্থান ও দিক পরিবর্তনের তথ্য মুহূর্তেই বন দফতরের হাতে পৌঁছে যাবে। দিনের পাশাপাশি নাইট ভিশন ড্রোনের মাধ্যমে রাতেও ধরা পড়বে হাতির গতিবিধি। রাতের অন্ধকারে হঠাৎ হাতির হামলার ঘটনা এ অঞ্চলে নতুন কিছু নয়। তাই এই প্রযুক্তি চালু হলে গ্রামের মানুষকে অনেক আগেই সতর্ক করা যাবে। কোন পথে হাতির দল এগোচ্ছে, কোন এলাকায় ঢুকে পড়তে পারে, সবকিছু জানিয়ে দেওয়া হবে স্থানীয় থানা, এলাকায় কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ার ও গ্রাম সুরক্ষা কমিটিকে। বন দফতরের ধারণা, এই নজরদারি ব্যবস্থা চালু হলে মানুষ-হাতি সংঘাত কমবে। গ্রামবাসীদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। পাশাপাশি হাতিগুলিকেও সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে। অন্যদিকে, শীত পড়তেই আবারও উদ্বেগ বাড়ছে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা ও গড়বেতা জুড়ে। এলাকার গ্রামবাসীরা জানান, এই সময়েই জঙ্গল থেকে লোকালয়ে নেমে আসে হাতির দল। ধামকুড়িয়া জঙ্গল লাগোয়া অঞ্চল হওয়ায় এখানে হাতির উপদ্রব আরও প্রকট। অন্যদিকে, গড়বেতা, চন্দ্রকোনা মূলতঃ আলু চাষের জন্য পরিচিত এলাকা। ফলে গ্রামের মানুষের চিন্তা এখন দ্বিগুণ। জঙ্গলে খাবারের অভাব হলেই হাতির দল সোজা যদি ঢুকে পড়ে আলুর চাষের জমিতে তাহলেই সর্বনাশ। একবার জমিতে দাঁতালের দল ঢুকলে, কয়েক মিনিটেই এক বিঘার ফসল মাটির সঙ্গে মিশে যায়। তাই শীতের শুরুতেই গ্রামাঞ্চলে যেন একটা অজানা আতঙ্ক ঘুরপাক খাচ্ছে। আজ রাতে আবার হাতির দল ঢুকবে না তো? সামনে আলু তোলার মরশুম। কৃষকরা রোজই মাঠে নজরদারি রাখছেন। কারণ একদিকে সার সেচের খরচ, অন্যদিকে ধারে নেওয়া টাকার চাপ - সব মিলিয়ে এই ফসলটাই অনেকের বছরের সম্বল। কিন্তু হাতির দল যদি একবার লোকালয়ে নামে, তখন সেই ফসল রক্ষা করা কঠিন। কৃষকদের কথায়, হাতি এলে শুধু আলুর জমি নয়, বাঁধ ভেঙে মাঠ চুরমার করে দেবে সারা বছরের পরিশ্রম। মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে। রাতভর কৃষকদের টহল, মাইক বাজানো, মশাল জ্বালানো সবকিছু করেও অনেক সময় থামানো যায় না হাতির হানা। ফলে প্রতিদিনই বাড়ছে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। কারণ একটাই হাতি এলে ফসলের ক্ষতি নিশ্চিত। স্থানীয় বন দফতর পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে বলে জানা গেছে। তবে ধামকুড়িয়া জঙ্গল বিস্ত এলাকায় হাতির চলাচল বহু বছরের সমস্যা। তাই সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও জোরদারের দাবি কৃষকদের। রাতের বেলা জঙ্গল সীমানায় টহল বাড়ানো, হাতি তাড়ানোর জন্য বিশেষ স্কোয়াড তৈরি করা, ও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়া এগুলি এখন গ্রামের মানুষের প্রধান দাবি।

ভোটের দামামা, শুরু ইভিএম চেকিংয়ের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি,খড়্গপুর, ১০ ডিসেম্বর ঃ ভোটের দামামা বেজে গেল বাংলায়। বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে ইভিএম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) ও ভিভি প্যাড (ভোটার ভেরিফাইড পেপার অডিটেট ট্রোল মেশিনের) ফাস্ট লেভেল চেকিংয়ের

প্রক্রিয়া। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় মঙ্গলবার থেকে ইভিএম মেশিন পরীক্ষা করে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। এটাকে বলা হয় ফাস্ট লেবেল চেকিং (এফ এল সি)। জেলা অতিরিক্ত জেলা শাসক (ইভিএম) গোবিন্দ হালদার জানান, জেলায় এখনও পর্যন্ত মোট বুথের সংখ্যা ৪৩৩৩ টি। এটা বাড়িয়ে ৫০২১ টি করা হবে। মঙ্গলবার সকাল থেকে খড়্গপুর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে শুরু হয়েছে ইভিএম ও ভি ভি প্যাট চেকিংয়ের কাজ। এরপর মেদিনীপুর জেলা কালেক্টরেট, ঘাটাল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে পর্যায়ক্রমে হবে। চেকিংয়ের কাজ চলার সময় নির্বাচন কমিশনের পাঠানো একজন পর্যবেক্ষক থাকবেন। ৮ টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি থাকছেন। সকাল ৮ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত প্রতিদিন আগামী ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে প্রথম পর্যায়ের ইভিএম ও ভিভিপ্যাট চেকিংয়ের কাজ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে এই চেকিং চলছে।

হারিয়ে যাচ্ছে ‘বহুরূপী’রা, বোলপুরের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে অভিনব উদ্যোগ কর্ণাটকের শিল্পীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৯ ডিসেম্বর ঃ বহু চর্চিত বাংলা সিনেমা বহুরূপী যা বক্স অফিসে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল এই সিনেমা। তবে বাস্তবে অত্যাধুনিক যুগে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে এই পেশা। কিন্তু সম্প্রতি এই ‘বহুরূপী’ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে নানান ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার এর পাশাপাশি বহু সেচ্ছাসেবী সংস্থা। আর ঠিক সেই কথা মাথায় রেখে বাংলার বহুরূপী শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সুদূর কর্ণাটক থেকে লাল মাটির জেলা বীরভূমের বোলপুরে এসেছেন বহুরূপী শিল্পী পরমেশ যোলাড। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শহর বোলপুর শান্তিনিকেতনের রাস্তায় ঘুরে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে মানুষের মধ্যে বার্তা দিচ্ছেন। আজ থেকে বছর দশ পিছিয়ে গেলে সেই সময় গ্রামেগঞ্জে এই পেশার জনপ্রিয়তা ছিল বহুগুণ। তবে বর্তমানে এই পেশা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে বিশেষ করে শহরতলীর কাছে ধোঁয়াশাই মোরা এক অজানা গল্প। অনেকে জানেনই না কী এই বহুরূপী পেশা। যদিও আজ থেকে কয়েক বছর আগে বীরভূমের লাভপুরের বিষয়পুর গ্রামে এক সময় বহুরূপীদের বাস ছিল। গোটা গ্রামের প্রায় ৮০ শতাংশ পুরুষেরা এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মূলত ব্যাধ সম্প্রদায়ই এই পেশা নিজেদের জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য করতেন। আনুমানিক প্রায় শতবর্ষ ধরে ‘বহুরূপী’ পেশায় ছিলেন বিষয়পুর গ্রামের ব্যাধ সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু কালেরক্রমে সেই পেশা প্রায় বিলুপ্তির পথে। আগের মতন উপার্জন নেই সেই কারণেই এই পেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন বর্তমান যুবসমাজ। বর্তমানে সেই এলাকার হাতেগোনা কয়েকটি পরিবারের মানুষ বহুরূপী সেজে দিনভর রাস্তায় ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে এই পেশা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এর ফলস্বরূপ এই পেশার ভবিষ্যত নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। আজ থেকে কয়েকবছর পরে আদতে কী এই পেশা বেঁচে থাকবে! এই অবস্থায় বহুরূপী শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে একটি সংস্থার উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে হাজির হয়েছেন কর্নাটকের শিল্পী পরমেশ যোলাড। তিনি জানান বহু বছর থেকে পেশায় বহুরূপী শিল্পী, পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ধরনের ছবিও এঁকে থাকেন। বিভিন্ন সাজে তিনি শান্তিনিকেতনের রাস্তায় ঘুরছেন। এমনকী, লাভপুরের বিষয়পুর গ্রামেও গিয়েছেন তিনি। পথচলতি মানুষকে

আনন্দ দিচ্ছেন নিজের শিল্পকর্ম এর মধ্যে দিয়ে। মূলত ব্যাধ সম্প্রদায়ই এই পেশা নিজেদের জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য করতেন। আনুমানিক প্রায় শতবর্ষ ধরে ‘বহুরূপী’ পেশায় ছিলেন বিষয়পুর গ্রামের ব্যাধ সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু কালেরক্রমে সেই পেশা প্রায় বিলুপ্তির পথে। আগের মতন উপার্জন নেই সেই কারণেই এই পেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন বর্তমান যুবসমাজ। বর্তমানে সেই এলাকার হাতেগোনা কয়েকটি পরিবারের মানুষ বহুরূপী সেজে দিনভর রাস্তায় ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে এই পেশা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এর ফলস্বরূপ এই পেশার ভবিষ্যত নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। আজ থেকে কয়েকবছর পরে আদতে কী এই পেশা বেঁচে থাকবে! এই অবস্থায় বহুরূপী শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে একটি সংস্থার উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে হাজির হয়েছেন কর্নাটকের শিল্পী পরমেশ যোলাড। তিনি জানান বহু বছর থেকে পেশায় বহুরূপী শিল্পী, পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ধরনের ছবিও এঁকে থাকেন। বিভিন্ন সাজে তিনি শান্তিনিকেতনের রাস্তায় ঘুরছেন। এমনকী, লাভপুরের বিষয়পুর গ্রামেও গিয়েছেন তিনি। পথচলতি মানুষকে আনন্দ দিচ্ছেন নিজের শিল্পকর্ম এর মধ্যে দিয়ে।

বস্তাবন্দী ভোটার কার্ড উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১০ ডিসেম্বর ঃ এসআইআর আবহে ফের একবার উদ্ধার হল রাশি রাশি ভোটার কার্ড। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে আবর্জনার মধ্যে কয়েকটি বস্তায় সেগুলি রাখা ছিল বলে দাবি। বিষয়টি নিয়ে বুধবার সাতসকালে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় শান্তিপুর থানার অন্তর্গত উদয়পুর এলাকায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে শান্তিপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া ভোটার কার্ডগুলি উত্তর ২৪ পরগণার। জাতীয় সড়কের ধারে কীভাবে এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এমনকী রাতের ওই বস্তা ফেলে গেল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ইতিমধ্যে ভোটার কার্ডে নাম থাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা পুলিশ চালাচ্ছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় মানুষজন প্রথম লক্ষ্য করেন, ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে পড়ে থাকা নোংরা আবর্জনার মধ্যে কয়েকটি বস্তা। সেগুলি খুলতেই একেবারে রাশি রাশি ভোটার কার্ড উদ্ধার হয়। স্থানীয়দের দাবি, বস্তায় প্রায় চারশো থেকে পাঁচশো ভোটার কার্ড রাখা ছিল। লোকমুখে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে খবর। মুহূর্তে সেখানে ভিড় জমে যায়। খবর দেওয়া হয় শান্তিপুর থানাতেও। পুলিশ এসে সেগুলিকে উদ্ধার করে।

মনরেগা সংঘর্ষ সমিতির ডাকে ১০০ দিনের কাজ চালুর দাবীতে পথ অবরোধে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো জাতীয় সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১০ ডিসেম্বর ঃ সাম্প্রতিক রাজ্যে ১০ টি খেতমজুর সংগঠন মিলিত ভাবে গঠন করেছে মনরেগা সংঘর্ষ মোর্চা। এই মোর্চার ডাকে আজ ১০ ডিসেম্বর সারা রাজ্যের সাথে বাঁকুড়া জেলার কেরানিবাঁধে বিষ্ণুপুর - দুর্গাপুর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন তিন শতাধিক কৃষি মজুর। আজ রাজ্যে প্রায় ৪ বছর ধরে চুরির অজুহাতে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ রেখেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কলকাতা হাইকোর্ট তার রায়ে বলেছিল ১ আগস্ট থেকে রাজ্যে কাজ চালু করতে হবে। এর বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকার সুপ্রিম কোর্টে যায় - সেখানেও সুপ্রিম কোর্ট তাদের রায়ে জানিয়ে দেয় অবিলম্বে ১০০ দিনের কাজ চালু করতে হবে বলে। অপরদিকে রাজ্য সরকার বলেছিল আমরা কর্মশ্রী প্রকল্পে ৫০ দিনের কাজ দেবে। তারও কোন দেখা নেই । তাই পথ অবরোধ থেকে আওয়াজ তোলা হয় -কেন্দ্র - রাজ্য বুঝি না কাজ চাই -কাজ দাও। কোর্টের রায় মেনে অবিলম্বে রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ চালু করো। এই একি দাবিতে আগামী ২৩ ডিসেম্বর হাজার হাজার কৃষি মজুর রাজ ভবন অভিযান করবে তাতেও কাজ চালু না হলে নতুন বছরের প্রথমেই রেল থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় দফতর গুলো অবরোধ করা হবে। সমগ্র কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিয়ে বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষি ও গ্রামীণ মজুর সমিতির পক্ষে বাবলু ব্যানার্জী ও রাম নিবাস বাস্কে, সারা ভারত খেতমজদুর ও গ্রামীন শ্রমজীবী

ইউনিয়নের পক্ষে সাগর বাদ্যকার, ভারতীয় খেতমজুর ইউনিয়নের পক্ষে সর্বানী সিনহা ও সঞ্জু বরাট, সংযুক্ত কিষান সভার স্বপন শর্মা, পশ্চিম বঙ্গ খেত মজুর সমিতির সোমনাথ বাস্কে, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শহরের শ্রমিক নেতা ভাস্কর সিনহা ও প্রতীপ মুখার্জী।

ট্রুকলার নিয়ে এল ‘ফ্যামিলি প্রোটেকশন’

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ঃ ট্রুকলার মঙ্গলবার ফ্যামিলি প্রোটেকশন নামের একটি নতুন ইন-অ্যাপ ফিচার চালু করার কথা ঘোষণা করল- যা পরিবারের সব সদস্যের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যৌথ দায়বদ্ধতা পালন করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস-দুই প্ল্যাটফর্মে ট্রুকলার অ্যাপের মধ্যেই উপলব্ধ এই ফিচার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি বিশ্বস্ত গ্রুপ তৈরি করে প্রতারণামূলক কলের বিরুদ্ধে রিয়েল-টাইম সুরক্ষা প্রদান করে। অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের ক্ষেত্রে পরিবারের অ্যাডমিন থাকা সদস্য অন্য সদস্যদের কাছে আসা সন্দেহজনক প্রতারণার কলের সময় সতর্কবার্তা পাবেন এবং প্রয়োজনে দূর থেকে সেই কল বন্ধ করে দিতে পারবেন। **পারিবারিক নিরাপত্তার এক নতুন হাতিয়ার**- এই সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পাঁচজনকে নিয়ে একটি সুরক্ষিত পারিবারিক গ্রুপ তৈরি করা যাবে, যেখানে সকলে প্রতারণামূলক কল থেকে একে অন্যকে রক্ষা করতে পারবেন। প্রতিটি গ্রুপ পরিচালনা করবেন একজন ফ্যামিলি অ্যাডমিন, যিনি সুরক্ষার মাত্রা নির্ধারণ, ব্লকলিস্ট ম্যানেজ করা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত কল কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে- তা ঠিক করবেন। পরিবারের যে সব সদস্যরা প্রযুক্তিগতভাবে ততটা দক্ষ নন, প্রতারণামূলক কলের শিকার হওয়ার ঝুঁকি তাঁদের ক্ষেত্রে বেশি থাকে। এই ধরণের সদস্যদের সহায়তা করাই এই ফিচারের উদ্দেশ্য। **শক্তিশালী সুরক্ষা ও দূর-নিয়ন্ত্রিত পরিচালনা**- এই ফিচারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর রিমোট ম্যানেজমেন্টের সুবিধা। ফ্যামিলি অ্যাডমিন পুরো গ্রুপের নিরাপত্তা সেটিংস পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, সুরক্ষার মাত্রা পরিবর্তন করতে পারেন এবং সন্দেহজনক কল এলে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মে সম্ভাব্য প্রতারণামূলক কলের সময় অ্যাডমিন সদস্য তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা লাভ করবেন, পরিবারের সদস্যদের দূর থেকেই সতর্কবার্তা পাঠাতে পারবেন এবং ফোনের ব্যাটারির লেভেল, ফোন ব্যবহারের অবস্থা এবং উপস্থিতি সংক্রান্ত সংকেতও দূর থেকেই জানতে পারবেন। এই বৈশিষ্ট্যসমূহর মাধ্যমে ব্যবহারকারী পরিবারগুলি প্রিয়জনদের মোবাইল ব্যবহারের ধরণ সম্পর্ক স্পষ্ট চিত্র পাবে এবং প্রয়োজনে সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারবে।

ভারতীয় চা পর্ষদের নতুন নির্দেশিকা

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ঃ ক্ষুদ্র চা চাষীদের উৎপাদিত কাঁচা পাতার ন্যায্য মূল্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ভারতীয় চা পর্ষদ নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। প্রত্যেক চা উৎপাদকের কাছে পাঠানো নির্দেশিকায় কাঁচা চা পাতা কেনার সময় আবশ্যিকভাবে আলাদা একটি রেজিস্টার রাখার কথা বলা হয়েছে বলে কলকাতায় ভারতীয় চা পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে। চাষীর নাম ঠিকানা সহ দিনে মোট কত পরিমান চা-পাতা কেনা হল রেজিস্ট্রারে সেই তথ্য নথিবদ্ধ রাখার পাশাপাশি কেনা পাতা থেকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহারযোগ্য পাতা বা ফাইন লিফ এর পরিমাণ কতটা তা আবশ্যিকভাবে নথিভুক্ত করতে বলা হযেছে। রেজিস্ট্রারে উৎপাদক ও কাঁচা পাতার জোগানদার দুজনের স্বাক্ষর থাকা বাধ্যতামূলক। চা পর্ষদের আধিকারিকরা হঠাৎ সারপ্রাইজ ভিজিট করে ওই রেজিস্টার খতিয়ে দেখবেন। কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট উৎপাদকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য উত্তরবঙ্গের সিংহভাগ ক্ষুদ্র চা চাষী দালালের মাধ্যমে কাঁচা চা পাতা বিক্রি করায় পাতার সঠিক দাম পান না বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ।

গাঁজা উদ্ধার, চালক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর ঃ বুধবার শিলিগুড়ি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) অভিযান চালিয়ে একটি পণ্যবাহী ট্রাক থেকে ২৫০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে এবং গাঁজা পাচারের অভিযোগে ট্রাক চালককে গ্রেফতার করেছে। ধৃত চালক ফারিকুল মিঞা, কোচবিহার জেলার বাসিন্দা। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ির জিয়াগঞ্জ এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। এসটিএফ সূত্রে জানা গেছে, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ির জিয়াগঞ্জ এলাকায় একটি সন্দেহজনক বড় পণ্যবাহী ট্রাক থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চলাকালীন গাড়ির ভেতরে একটি গোপন জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করা হয়, এরপর ট্রাক চালককে গ্রেফতার করা হয়। এসটিএফ জানিয়েছে, ধৃত চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে কোচবিহার থেকে বিহারে গাঁজা পাচারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে হাজির করা হবে।

Office of The Beldih Gram Panchayat
At-Juradih, PS-Arsha, Dist-Purulia

Notice Inviting E-Tender No.- (1) 01(e)/BGP/2025-26/15th CFC, (2) 02(e)/BGP/2025-26/15th CFC

For and on behalf of the Beldih Gram Panchayat, tenders are invited by the undersigned for experienced and resourceful bidders for execution of total 5 (Five) Nos. different works. Bid submission closing (online): Date- **24/12/2025 Time- 17:00 hours.** Time and Date for opening Technical Bid/Bids (Online): Date :-26/12/2025 Time – 17-00 Hours & Onwards. Date and time for opening of Financial Bid (Online): Date:- **28/12/2025 Time:- 17-00 Hours** & Onwards. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Beldih Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী নিলীমা আটা দীং মহাশয়গন ইংরাজীর ০৮।০৪।২০১৫ তারিখে আনিল মন্ডল মহাশয়কে ১৭০ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার অ্যাঃ ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে নঈম উদ্দিন মল্লিক মহাশয়াকে ৪১৫৫ /২০১৮ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা-একসরা, জে এল-০৪, হাল দাগ নং-১৭১।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমত্যা অরতী কয়াল দীং মহাশয়গন ইংরাজীর ১৭।০৭।২০২৫ তারিখে নিমাই কয়াল মহাশয়কে ০৫০২০৭৯৯৭ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার অ্যাঃ ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে তুলসী চরন দাস মহাশয়াকে ১১৭৭৩ / ২০২৫ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- বাইগাছি, জে এল-১, হাল দাগ নং-৫৭৫।

সিংহল ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড
নিবন্ধিত ঠিকানাঃ ৬, ওয়াটারলু স্ট্রিট, রুম নং ৫০২, ৫ম তলা, এসপ্ল্যানেড, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬৯, ভারত

বিজ্ঞপ্তি

সিংহল ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড (‘কোম্পানি’) এর বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কে আপনার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমাদের পূর্ববর্তী প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় এই বিজ্ঞপ্তিটি। আমাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, আপনার নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরিত নোটিশগুলিকে ‘অনাবিস্কৃত’ হিসাবে পুনঃপ্রকাশ করা হয়েছে বলে আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি। আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনার যোগাযোগের বিবরণ আপডেট করতে এবং আপনার শেয়ারহোল্ডিং নিশ্চিত করতে দয়া করে কোম্পানির চিঠিপত্রের ঠিকানায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

দয়া করে মনে রাখবেন যে এটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে জারি করা একটি নোটিশ।

আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

সিংহল ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর-সমীর সিংহল
পরিচালক
DIN: 00623051

তারিখঃ ১১.১২.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

সংশোধনী

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৯৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ০৩-১২-২০২৫-এর অধীনে প্রকাশিত টেন্ডার নং. ২৫-এপি-II-২০২৫; **কাজের নামঃ** “টিপকাইতে - ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ের জন্য রেস্ট রুম”-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। **অনুগ্রহ করে পড়ুনঃ** টেন্ডার বন্ধ হবেঃ- ১২-১২-২০২৫-এর ১৫:০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ২৬-১২-২০২৫-এর ১৫:০০ ঘণ্টা, টেন্ডার খুলবেঃ- ১২-১২-২০২৫-এর পরিবর্তে ২৬-১২-২০২৫-এর ১৫:০০ ঘণ্টায়। টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি একই থাকবে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী সত্যচরন আটা মহাশয় ইংরাজীর ১৯।০২।২০১৪ তারিখে অরুপ মহাশয়কে ২০৭ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে নঈম উদ্দিন মল্লিক মহাশয়াকে ৪১৫৬ /২০১৮ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- একসরা, জে এল-০৪, হাল দাগ নং-১৭০।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী প্রবোধ চন্দ্র কুন্ডু দীং মহাশয়গন ইংরাজীর ২০ /০৪/১৯৯৮ তারিখে সঞ্জয় পাল দীং মহাশয়গনকে ১০৭ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে পিঙ্কু খেলো মহাশয়াকে ৬১৭২ / ২০১৯ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা-জগদীশপুর, জে এল-০২, হাল দাগ নং-২৯০১।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী পাঁচুগোপাল নস্কর মহাশয় ইংরাজীর ২০২৩ তারিখে পাপিয়া মন্ডল মহাশয়াকে ০৫০২ ১৩৩৪৩ নং পাওয়ার দলিল রেজিস্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার অ্যাঃ ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে অর্জুন শর্মা মহাশয়াকে ৮৩৬৪ /২০২৫ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- চামরাইল, জে এল-১০৫, হাল দাগ নং-১৪৫৩।

GOVT. OF WEST BENGAL
Notice Inviting Tender No: 09 of 2025-26 of E.E (A-I), Malda (A-I) Division, Malda.
(Sl. No.:- 01 & 02)

Separate Sealed Tender are hereby invited by the Executive Engineer (A-I) Malda (A-I) Division from bonafied working contractors having sufficient credential in this line are eligible for the work. "Supply of PVC / M.S. Items for Minor Irrigation Works for Kaliachak (A-I) Sub-Division under Malda (A-I) Division in the District of Malda." Last Date of Application: **18.12.2025 upto 16:00 Hrs.** Details may be obtained from the office.

Sd/-
Executive Engineer(A-I)
Malda (A-I) Division, Malda.

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং. : এসসিএল-ইএনজিজি-৮৯-২০২৫, তারিখ: ০৫-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং. ঃ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এডিইএন/করিমগঞ্জের অধীনে ক্ষতিগ্রস্ত সেতু নং: ১৭, ২০, ২২, ২৬, ৩২ ইত্যাদি টানেল নং ১ ও ২, কিমি ৭০/০-২, ৬৯/২-৩ ইত্যাদিতে সাইড ড্রেন, ৬৯/৪-৫, ৭০/০-২ ইত্যাদি স্থানে রিটেইনিং ওয়াল -এর শক্তিশালীকরণ ও সংরক্ষণ এবং এর সুরক্ষার কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৫,০৬,৮৭,৮৭৮.০২/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৪,০৩,৪০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **৩১-১২-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ০১-০১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **৩১-১২-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ)/লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/ ১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmogov.in

WB-HMC/NIT/ED/31/EF-11/25-26 **Dated: 04-12-2025**

ই- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

APAS স্কিমের অধীনে হাওড়া পৌরনিগম এলাকার বিভিন্ন রাস্তা ও লেন উন্নয়নের জন্য হাওড়া পৌরনিগম-এর নির্বাহী প্রকৌশলী (সড়ক) নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। একই ধরণের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং EE-II বিভাগ / https://wbtenders.gov.in (টেন্ডার আইডিঃ 2025_MAD_966091) থেকে জানা যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ০৩.০১.২০২৬ বিকাল ৪.৩০ টা পর্যন্ত। হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

২২৪(১) / ২৫-২৬
৯।১২ ।২০২৫

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

Notice for invitation Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng/APAS/NIT22/12e/25
Memo No-2718/Eng/S.D Dated-03.12.2025

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil & Electrical works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2025_MAD_5000899 _01-20**
Closing date of Bid submission is **18.12.2025 up to 14.50 hours.**
Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality under APAS Scheme & visit website-**https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

Tender Notice

The Pradhan, Gagnabad GP, Purulia invites tender for Civil works vide ref. **NITe no- 10, 11, 12/2025-26/GGP, 2025_ZPHD_967780, 2025_ZPHD_960097, 2025_ZPHD_960179**. Last submission date **03.01.2026 and 25.12.2025 upto 4.00 pm,** respectively. Tender can be made online through the website **http://wbtenders.gov.in** and **NIT no- 13, 14/2025-26/GGP** (offline). Last submission date **19.12.2025 upto 4.00 pm.** All others details may be obtained from the under signed office address.

Sd/-
Pradhan
Gagnabad GP
Gagnabad, Purulia

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (E&H), KMC invites e-quotation online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: EH/APAS/III/29/01/2025-26

Name of the Work: **Repairing and restoration of fencing and other ancillary works at waterbody bounded by Premises No. 43/H/1 at West and 42, Narkeldanga North Road at Southern Side of the waterbody at Ward No. 29 under BR-III, APAS/01/164/57/0002**; Estimated Amount: **Rs. 4,99,989.00**; Earnest Money: **Rs. 10,500.00**; Period of Completion : **60 days**; Last date and time of submission of bid: **03.01.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **06.12.2025 - (12 noon)**.

(2) NIT No.: KMC/EH/VII/67/04/25-26

Name of the Work: **Construction of Pond Ghat at 214 Picnic Garden Lane in Ward No. 67 BR-VII (APAS/01/149/100/0003)**; Estimated Amount: **Rs. 2,99,088.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **45 days**; Last date and time of submission of bid: **10.01.2026 - (12.30 p.m.)**; The bid forms and other details shall be available on and from **10.12.2025 - (12.30 p.m.).** From the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

The Executive Engineer (Civil)/E&H, KMC invites e-quotation online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: APAS/01/154/46/0002

Name of the Work: **Desilting/cleaning, fencing ghat steps and re-excavation of pond near Blue Dragan Club, Barabagan in Ward No. 132 under BR-XIV**; Estimated Amount: **Rs. 1,70,027.00**; Earnest Money: **Rs. 3,500.00**; Period of Completion : **30 days**.

(2) NIT No.: APAS/01/154/51/0002

Name of the Work: **Desilting/cleaning, Re-excavation and fencing of pond near Pr-1, Sagar Manna Road in Ward No. 132 under BR-XIV**; Estimated Amount: **Rs. 1,44,359.00**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid: **13.01.2026 - 12 noon [For Sl. No. 1 & 2]**; The bid forms and other details are available on and from **12.12.2025 (12 noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/572 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of Kalakar Street from 15B to Post Office (11 No. Kalakar Street) in Ward No. 22 under BR-IV**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,79,765.07**; Earnest Money: **Rs. 9,600.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid: **07.01.2026 - 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **20.12.2025 (12 noon)**.

(2) NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/492 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of Damaged Roads in Ward No. 3 and 5 under BR-I**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,93,291.25**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **180 days**.

(3) NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/493 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of Damaged Roads in Ward No. 7, 8 & 9 under BR-I**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,90,999.63**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **180 days**; Last date and time of submission of bid: **09.01.2026 - 12 noon [For Sl. No. 2 & 3]**; The bid forms and other details are available on and from **22.12.2025 (12 noon). [For Sl. No. 2 & 3].** From the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 3]**.

The Deputy Chief Engineer (M)/S&D, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No.: KMC/DR/PBPS/M-11/2025-2026

Name of the Work: **Mfg. supplying of cotton embedded rubber pad for coupling of pump-motor Unit No. G, H and Gun Metal embedded rubber bushes including various heavy duty long H.T. Bolt, Nuts, Washers etc. for DWF Pump Units under PBPS (Drg.)/S&D**; Estimated Amount: **Quotation**; Earnest Money: **2% of quoted rate**; Period of Completion: **21 days**; Last date and time of submission of bid: **07.01.2026** up to **3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.12.2025 - (5.30 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/137/029/2025-2026/R

Name of the Work: **Maintenance of paver block passage near H/No. R-129, R-204, R-152, R-94/A, R-63/1, R-124/A, R-140/1, S-40, S-22 etc. and different places in Ward No. 137, BR-XV**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,04,757.37**; Earnest Money: **Rs. 8,100.00**; Period of Completion: **90 days**; Last date and time of submission of bid: **07.01.2026 - 12 noon.** Date and time of opening of tender : **09.01.2026 - 12 noon.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/136/086/2025-2026/R

Name of the Work: **Repairing & renovation C.C. Passage with allied works to prevent road dust at Nishar Mistry Lane near H/D No. Q-18 to Q-25 etc. in Ward No. 136, BR-XV**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,67,223.44**; Earnest Money: **Rs. 5,400.00**; Period of Completion : **90 days**; Last date and time of submission of bid: **07.01.2026 - 10.50 p.m.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/137/028/2025-2026/R

Name of the Work: **Maintenance of paver block and cement concrete passage near H/No. R-28/A, R-50, R-5, R-20, R-18, R-78, R-15, R-93, R-84, S-30, S-50, S-168/1, S-157/1 etc. in Ward No. 137, BR-XV**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,85,457.08**; Earnest Money: **Rs. 9,800.00**; Period of Completion : **90 days**.

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/138/032/2025-2026/APAS/119/05

Name of the Work: **Repairing of drain with allied works at T-153 Murray Road in Ward No. 138, BR-XV**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,24,150.52**; Earnest Money: **Rs. 2,500.00**; Period of Completion : **90 days**.

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/138/029/2025-2026/R

Name of the Work: **Restoration of cement concrete & Bituminous Road with allied works already disturbed & to be disturbed by CESC & other P/U Agency at Panchpara Road, Jugi Para Lane, Mitha Talaw etc. N/H/No. T218, T-64, Y-324 etc. in Ward No. 138, BR-XV**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,61,461.45**; Earnest Money: **Rs. 9,300.00**; Period of Completion : **90 days**.

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/138/071/2025-2026/R

Name of the Work: **Repairing and renovation C.C. Passage with allied works to Prevent Road dust at Mithatalaw Lane near H/D No. T-248 to T-389 etc. in Ward No. 138, BR-XV**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,34,987.93**; Earnest Money: **Rs. 6,700.00**; Period of Completion : **90 days**.

(7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/140/104/2025-2026/D

Name of the Work: **Repairing and renovation of the concrete passage to Prevent Road dust at Premises No. X-46, X-48/1, X-43 etc. Khaldhari Bye Lane in Ward No. 140, BR-XV**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,33,511.14**; Earnest Money: **Rs. 4,700.00**; Period of Completion : **60 days**.

(8) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/088/2025-2026/D

Name of the Work: **Repair and renovation of the paver block passage to Prevent Road dust at Paharpur Road Bye Lane near Premises No. N81, N85/A, N86/F etc. in Ward No. 133, BR-XV**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,08,579.75**; Earnest Money: **Rs. 4,200.00**; Period of Completion : **45 days**.

(9) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/140/103/2025-2026/D

Name of the Work: **Repair and renovation of the concrete passage to Prevent Road dust near Premises No. Y-266, X-3, Y-237/1 etc. Kanthal Beria Road in Ward No. 140, BR-XV**; Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,88,417.67**; Earnest Money: **Rs. 5,800.00**; Period of Completion : **60 days**; Last date and time of submission of bid: **07.01.2026 - 11 a.m. [For Sl. No. 3 to 9]**; Date and time of opening of tender : **09.01.2026 - 11 a.m. [For Sl. No. 2 to 9]**; The bid forms and other details are available on and from **09.12.2025 (5p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 9]**.

1661/25-26

গিল শুধুই গৌতম গম্ভীরের 'ইয়েস ম্যান',সমালোচনার ঝড় উঠল

সংবাদসংস্থা,১০ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে জয় পেলেও টিম ইন্ডিয়ার নির্বাচন নীতিকে ঘিরে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে সঞ্জু স্যামসনকে প্রথম ম্যাচে বাদ দেওয়া এবং চোট সারিয়ে ফেরা সহ-অধিনায়ক শুভমান গিলকে সুযোগ দেওয়ায় ক্ষুব্ধ ক্রিকেটসমর্থকদের একাংশ। অনেকে সরাসরি অভিযোগ তুলছেন-গিল শুধুই গৌতম গম্ভীরের 'ইয়েস ম্যান', তাই অতিরিক্ত সুবিধা পাচ্ছেন। কটকে গিলের ব্যর্থতা সেই ক্ষোভ আরও উস্কে দিয়েছে। এশিয়া কাপে শুভমান গিলকে দলের অন্যতম ভরসা হিসেবে দেখা হয়েছিল। ওপেনার হিসাবে তাঁকে দলে রাখা হয়, আর তার ফলেই সঞ্জু স্যামসনকে নিচের সারিতে ব্যাট করতে বাধ্য করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বিষয়টি আরও প্রত্যক্ষ হয়-দলে সঞ্জুর বদলে উইকেটকিপারের দায়িত্ব দেওয়া হয় জিতেশ শর্মাকে এবং ওপেনিং করেন গিল। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের দিনে সহ-অধিনায়কের ব্যাট মুখই খুলতে পারে না। মাত্র ২ বল খেলে ৪ রান করে এনগিডির বলে আউট হয়ে ফেরেন। এই ব্যর্থতার পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে সমালোচনার ঝড়। বহু নেটিজেনের মতে, যিনি নিয়মিত রান করছেন এবং সাম্প্রতিক ম্যাচে স্থিতিশীল ছিলেন-সেই সঞ্জুকে বাদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কেউ লিখেছেন, গিলের জন্য দলে ঈশান কিষাণকে যেমন অবহেলা করা হল, এবার টি-টোয়েন্টিতে একই পথ ধরেছে ম্যানেজমেন্ট। ওপেনার হিসেবে যশস্বী বা সঞ্জু-কেউই সুযোগ পাচ্ছে না। আরও একজনের মন্তব্য, গিল চার নম্বরে ব্যাট করবে বলে কোহলিকে নাকি টেস্ট থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল! রোহিতকেও নেতৃত্ব থেকে সরানো হলো গিলকে জায়গা দিতে। অথচ ব্যাট হাতে তাঁর পারফরম্যান্স দেখুন! গৌতম গম্ভীরের রণনীতি নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। এক নেটিজেনের কথায়, গিল শুধু গম্ভীরের 'ইয়েস ম্যান' বলেই দলের বিশেষ সুবিধা পাচ্ছেন। অথচ পারফরম্যান্স বার বার ব্যর্থ। কেউ লিখেছেন, ফ্ল্যাট পিচও গিলকে সাহায্য করেনি। এমন উইকেটেও রান তুলতে পারেননি! এইসব মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে মুহূর্তের মধ্যেই, ফলে গিলের দিকে চাপ আরও বেড়েছে। তবে সঞ্জু স্যামসনের সাম্প্রতিক রেকর্ডও মিশ্র। ২০২৪ সাল থেকে তাঁকে নিয়মিত ওপেনার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৫১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ১১৯৫ রান, স্ট্রাইক রেট ১৪৭.৪০। মাত্র ১২ ইনিংসে তিনি করেছেন তিনটি সেঞ্চুরি-যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিরল সাফল্য। কিন্তু চলতি বছরে ছন্দটা পুরোপুরি ছিল না। ১৩টি টি-টোয়েন্টি খেলেও একটি অর্ধশতকও করতে পারেননি। শেষ পাঁচ ম্যাচে তাঁর রান-৪, ২৯, ৪৬, ১৫ এবং ৫। অন্যদিকে, শুভমান গিল দীর্ঘদিন ধরেই সাদা বলের ক্রিকেটে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সংগ্রাম করছেন। চোট কাটিয়ে ফেরা তাঁর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু কটকের ব্যর্থতা তা আরও কঠিন করে তুলল। তবুও ভারতীয় ব্যাটসম্যান আত্মবিশ্বাসী যে তিনি ধীরে ধীরে তাল ফিরে পাবেন। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ১১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। এখন নজর থাকবে-সমালোচনার জবাব ব্যাট হাতে দিতে পারেন কি না শুভমান গিল এবং সঞ্জু স্যামসন ফেরার সুযোগ পান কি না। সমর্থকদের প্রত্যাশা, দল নির্বাচনে এবার যেন ' পারফরম্যান্স'কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

তৃতীয় অ্যাশেজের জন্য দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া

অ্যাডিলেড, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে অ্যাডিলেডে ১৭ ডিসেম্বর। তার এক সপ্তাহ আগেই স্কোয়াড ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। বুধবার অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। এই টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার দলে ফিরছেন প্যাট কামিন্স। ফলে তিনি হচ্ছেন দলের অধিনায়ক। এছাড়াও, ইনজুরির সমস্যায় থাকা উসমান খাজা ও নাথান লায়নও দলে জায়গা ধরে রেখেছেন। তৃতীয় টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াডঃ প্যাট কামিন্স (অধিনাযক), স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ব্রেন্ডন ডগেট, ক্যামেরুন গ্রিন, ট্র্যাভিস হেড, জশ ইংলিস, উসমান খাজা, মার্নাস লাবুশেন, নাথান লাযন, মাইকেল নেসার, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, জ্যাক ওযেদারল্ড ও বিউ ওয়েবস্টার।

জসপ্রীত বুমরাহ দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ১০০ টি-টোয়েন্টি উইকেট নিলেন

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) ঃ মঙ্গলবার রাতে কটকের বারাবাতী স্টেডিযামে ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে জসপ্রীত বুমরাহ দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ১০০ টি-টোয়েনি্ উইকেট লাভ করলেন।
ডেওয়াল্ড ব্রেভিসকে আউট করার মাধ্যমে বুমরাহ তাঁর উইকেটের সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। ২০২৫ সালের এশিয়া কাপে ওমানের বিপক্ষে ভারতের লড়াইয়ে ১০০ উইকেট অতিক্রমকারী আর্শদীপ সিংয়ের পর তিনি দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে এই মাইলফলক স্পর্শ করেন। মঙ্গলবারের ম্যাচের আগে, বুমরাহর সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাটে অসাধারণ রেকর্ড হল ৮০টি খেলায় ৯৯ উইকেট, গড়ে ১৮.১১ এবং ইকোনমি রেট ৬.৩৬। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্রিজটাউনে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩৭, তার সেরা বোলিং পরিসংখ্যান।
তিনি টি-টোয়েন্টিতে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি, কেবল আর্শদীপের পরে। টি-টোয়েন্টিতে ভারতের হয়ে সর্বাধিক উইকেট শিকারীঃ আর্শদীপ সিং - ৬৮ ম্যাচে ১০৭ উইকেট, জসপ্রীত বুমরাহ - ৮০ ম্যাচে ১০১ উইকেট, হার্দিক পান্ডিয়া-১২০ ম্যাচে ৯৯ উইকেট,যুজবেন্দ্র চাহাল -৮০ ম্যাচে ৯৬ উইকেট, ভুবনেশ্বর কুমার-৮৭ ম্যাচে ৯০ উইকেট।

আইপিএলে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ হলেন ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃটানা দুই বছর আইপিএলে দল পাওয়ার পরেও টুর্নামেন্ট শুরুর আগে সরে দাঁড়ানোর কারণে শাস্তি পেলেন ইংল্যান্ডের ব্যাটার হ্যারি ব্রুক। আইপিএলের নতুন নিয়ম অনুসারে, দু'বছরের জন্য এই লিগ থেকে নিষিদ্ধ হলেন ব্রুক। তিনিই হলেন আইপিএলের নতুন নিয়ম চালুর পর প্রথম ক্রিকেটার যিনি নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়লেন। ২০২৩ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে আইপিএলে অভিষেক হয় ব্রুকের। ২০২৪ মরসুমের আগে দিল্লি ক্যাপিটালস তাকে ৪ কোটিতে দলে নিলেও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই নাম প্রত্যাহার করেন তিনি। পরের ২০২৫ সালে আবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেন ব্রুক। মেগা নিলামে ৬.২৫ কোটিতে তাকে নেয় দিল্লি ক্যাপিটালস। কিন্তু আবারও আইপিএল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন ব্রুক।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগঃ ইন্টার মিলানের মাঠে জয়ে ফিরল লিভারপুল

সানসিরো, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ সান সিরোয় মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে ১-০ গোলের ব্যবধানে জিতেছে লিভারপুল। ম্যাচ ড্রয়ের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ সময়ে একটি ফাউলের ঘটনায় বদলে গেল ম্যাচের ফল। পেনাল্টি পেল বার্সিলোনা। আর তা থেকেই দমিনিক সোবোসলাই গোল করে বার্সিলোনাকে জয়ী করলেন। দুই দলের যাত্রা চলছে দুইরকম। ইন্টার মিলান আছে সেরি আ'র শিরোপা লড়াইয়ে, আর লিভারপুল একের পর এক বাজে পারফরম্যান্স দেখিয়ে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াই থেকে পিছিয়ে পড়েছে। ছয় ম্যাচে চার জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে উঠেছে লিভারপুল। সমান পয়েন্ট নিয়ে গোলের গড়ে পাঁচ নম্বরে আছে ইন্টার মিলান। তাদের সমান ১২ পয়েন্ট আছে আরও তিন দলের।

আইসিসি-র ওডিআই র‌্যাঙ্কিংয়ে উত্থান বিরাট কোহলির, শীর্ষে রোহিত-বিরাটের লড়াই

সংবাদসংস্থা,১০ ডিসেম্ভর ঃ সীমিত ওভারের ক্রিকেটে অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম হলেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে এখনও নিজের ছন্দ এবং ধারাবাহিকতা অটুট রেখে চলেছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। সাম্প্রতিক দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দুরন্ত ব্যাটিংয়ের সুবাদে আইসিসি-র সর্বশেষ ওডিআই র‌্যাঙ্কিংয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটল 'কিং কোহলি'র। দুই ধাপ ওপরে উঠে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় তিনি এখন দ্বিতীয় স্থানে। শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে অসাধারণ ফর্মে ছিলেন বিরাট। করেছেন ৩০২ রান, গড় ১৫১-যার মধ্যে রয়েছে দুইটি সেঞ্চুরি (রাঁচি ও রায়পুরে) এবং একটি অর্ধশতরান। সিরিজ সেরা নির্বাচিত হওয়া এই পারফরম্যান্স অনেকেই মনে করেছিলেন তাঁকে আবার র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে তুলবে। যদিও সেই আশা পূর্ণ হয়নি। ২০২১ সালে সর্বশেষ ওডিআই র‌্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর ছিলেন কোহলি পরে পাকিস্তানের বাবর আজম তাঁকে টপকে যান। এবার দ্বিতীয় স্থানে উঠে নতুন করে শীর্ষযুদ্ধ শুরু করলেন তিনি-এবার প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁরই সতীর্থ রোহিত শর্মা। বিরাটের উন্নতির ফলে র‌্যাঙ্কিংয়ে পরিবর্তন এসেছে অন্যদের ক্ষেত্রেও। নিউ জিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল এবং আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান-দু'জনেই এক ধাপ করে নীচে নেমেছেন। ভারতের

শুভমান গিল রয়েছেন পাঁচ নম্বরে, যদিও তাঁর রেটিং তেমন বদলায়নি। শ্রেয়স আইয়ার এক ধাপ নেমে পৌঁছেছেন দশ নম্বরে। সেরা দশের বাইরে থাকলেও দুই ধাপ উঠে কেএল রাহুল এখন ১২ নম্বরে। বর্তমানে রোহিত শর্মার রেটিং ৭৮১, আর বিরাট কোহলির ৭৭৩। দু'জনের ব্যবধান মাত্র ৮ পয়েন্ট। ফলে আগামী কয়েকটি সিরিজেই শীর্ষস্থান দখলের লড়াই আরও জমে উঠতে চলেছে। শুধু ব্যাটিং নয়, বোলিংয়েও ভারতের বড় অর্জন এই র‌্যাঙ্কিংয়ে। জোড়া সিরিজে ধারাবাহিক সাফল্যের পুরস্কার পেলেন কুলদীপ যাদব। তিন ধাপ উন্নতি করে তিনি উঠে এসেছেন তৃতীয় স্থানে। তাঁর উপরে রয়েছেন কেবল আফগানিস্তানের রশিদ খান ও ইংল্যান্ডের জোফ্রা আর্চার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে কুলদীপ ছিলেন ভারতের সবচেয়ে সফল বোলার। তিন ম্যাচে তিনি নিয়েছেন ৯টি উইকেট, ইকোনমি ৬.২৩। তাঁর গুগলি এবং বৈচিত্র্যের সামনে বারবার সমস্যায় পড়েছেন প্রোটিয়া ব্যাটাররা। এই পারফরম্যান্সই তাঁকে বোলিং তালিকার শীর্ষ তিনে জায়গা করে দিয়েছে।
আইসিসি-র ওডিআই অলরাউন্ডার তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন আফগানিস্তানের আজমাতুল্লাহ ওমরজাই। দ্বিতীয় স্থানে জিম্বাবোয়ের সিকান্দর রাজা। তৃতীয় স্থানে মহম্মদ নবি এবং চতুর্থ স্থানে বাংলাদেশের মেহেদি হাসান মিরাজ-দক্ষিণ এশিয়ার ক্রিকেটশক্তির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের দাপুটে সিরিজ জয় এবং ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত উন্নতির ফলে আইসিসি-র ওডিআই র‌্যাঙ্কিংয়ে আবারও ভারতীয় আধিপত্য স্পষ্ট। আগামী সিরিজে রোহিত-বিরাটের শীর্ষযুদ্ধ কিংবা কুলদীপের আরও উন্নতি-সব মিলিয়ে সামনে আরও উত্তেজনাপূর্ণ সময় অপেক্ষা করছে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য।

লিওনেল মেসির মুকুটে যুক্ত হল আর একটি উজ্জ্বল পালক

সংবাদসংস্থা,১০ ডিসেম্ভর ঃ লিওনেল মেসির মুকুটে যুক্ত হল আর একটি উজ্জ্বল পালক। ইন্টার মায়ামির হয়ে মেজর লিগ সকার (এমএলএস) কাপ জয়ের পর এবার টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলারের পুরস্কারও তুলে নিলেন আর্জেন্তিনার সুপারস্টার। আর এই সাফল্যের ঠিক আগে প্রকাশ্যে এসেছে তাঁর ভবিষ্য পরিকল্পনাও। ইন্টার মায়ামির সহ-মালিক ডেভিড বেকহ্যাম জানিয়েছেন-অবসরের পর নিজের শিক। বার্সেলোনাতেই ফিরে যেতে চান মেসি। যদিও বেকহ্যামের আশা ছিল, মায়ামিতেই দীর্ঘমেয়াদে যুক্ত থাকবেন তাঁর দলের এই মহাতারকা। মেসির বয়স ৩৮। তবু মাঠে তাঁর পারফরম্যান্সে বয়স যে শুধুই সংখ্যা-তা আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠল। গত মরসুমে এমএলএস-এ ৩৪টি ম্যাচ খেলে তিনি করেছেন ৩৫টি গোল এবং ২৮টি অ্যাসিস্ট। ইন্টার মায়ামির মোট গোলসংখ্যা ছিল ১০১। এর মধ্যে একা মেসির সরাসরি বা পরোক্ষ অবদান ৬৩টি গোলে-যা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। স্বাভাবিকভাবেই টুর্নামেঃট সেরা নির্বাচিত হতে তাঁকে খুব বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়নি। প্রায় ৭০ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য এই পুরস্কার নিজের করে নিয়েছেন আটবারের ব্যালন ডি'র বিজয়ী। ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই মেসির উপস্থিতি বদলে দিয়েছে দলের ভাগ্য। তাঁর আগমন ঘটার পর দল জিতেছে লিগ কাপ, সাপোর্টার্স শিল্ড এবং এবার মহার্ঘ্য এমএলএস কাপড় আর্জেন্তিনীয় মহাতারকা ও ক্লাবের মধ্যে বর্তমান চুক্তি ২০২৮ পর্যন্ত থাকলেও মেসির ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে।
ডেভিড বেকহ্যাম নিজেই জানিয়েছেন, মেসি তাঁকে বলেছেন অবসরের পর বার্সেলোনা-তেই থাকতে চান। বেকহ্যাম বলেন-লিও আমাকে জানিয়েছে, ক্যাম্প ন্যুর আশেপাশে কোথাও থাকতে চায় সে। মেসির মতো আর কেউ বার্সেলোনাকে এত গভীরভাবে ভালোবাসে না। তাঁর পায়ে বার্সেলোনার ট্যাটু আছে, এমনকি জলের বোতলেও বার্সার লোগো রাখে সে। বেকহ্যামের কথাই স্পষ্ট করে দেয়, মেসির হৃদয়ের কেন্দ্রবিন্দু এখনও বার্সেলোনা এবং সেই ভালবাসা আজীবন তাঁর সঙ্গেই রয়ে যাবে।
প্রসঙ্গত, বার্সেলোনার জার্সিতে ১৭টি বছর কাটিয়েছেন মেসি। ক্লাব ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার পাশাপাশি অসংখ্য ট্রফি জয় করেছেন

ঘাড় ঘোরাতে পারছিলেন না কেন? ইডেনে চোট পাওয়া নিয়ে মুখ খুললেন শুভমান

সংবাদসংস্থা,১০ ডিসেম্ভর ঃ ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মাত্র তিন বল খেলেই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল শুভমান গিলকে। এরপর একটিও ম্যাচে নামতে পারেননি তরুণ ভারতীয় ওপেনার। চোটের কারণে ওয়ানডে সিরিজ থেকেও তাঁকে বাদ পড়তে হয়। নানা জল্পনা-কল্পনার মাঝে অবশেষে তিনি জানালেন, কী কারণে আচমকা ঘাড় নাড়াতে পারছিলেন না এবং কীভাবে চোট তাঁকে বেশ কয়েকদিন মাঠের বাইরে রেখেছিল। গিল জানান, তাঁর ঘাড়ে 'ডিস্ক বালজ' ধরা পড়েছিল। চিকিৎসকদের মতে, মেরুদণ্ডের হাড়গুলির মাঝে থাকা নরম ডিস্কের জেলির মতো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা স্নায়ুতে চাপ ফেলে। এর ফলে প্রবল যন্ত্রণা, ঝিনঝিনে ভাব, অসাড়তা তৈরি হতে পারে, এমনকি ঘাড় বা পিঠ নাড়ানোও কঠিন হয়ে পড়ে। এই অবস্থাকে সাধারণত হার্নিয়েটেড ডিস্ক বা স্লিপড ডিস্কও বলা হয়। শুভমানের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হয়েছিল। তাই ইডেনের ম্যাচে ব্যাট করতে নেমে দ্রুতই পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং তাঁকে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। চোট কাটিয়ে কটকে জয় পাওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়ক বলেন, এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে বেশ কিছুটা সময় রিহ্যাবে কাটিযেছি। শারীরিকভাবে যেমন, মানসিকভাবেও এখন ভালো আছি। ঘাড়ে ডিস্ক বালজের কারণে স্নায়ুর মধ্যে চাপ তৈরি হয়েছিল। খেলার আগে থেকেই ব্যথা বাড়ছিল। ম্যাচের পর ঘাড় পুরোপুরি শক্ত হয়ে যায়। দু'দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। এখন পুরোপুরি সেরে উঠেছি। প্রথম দিকে মনে করা হয়েছিল, হয়তো ভুল ভঙ্গিতে ঘুমানোর কারণেই এমন সমস্যা

হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষায় স্পষ্ট হয় যে চোটটি আরও গভীর এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসা না করালে সমস্যা জটিল হতে পারত। গিল জানান, তিনি যতদিন হাসপাতালে ছিলেন, ততদিন চিকিৎসকের নির্দেশেই চলেছে স্ট্রেচিং, হালকা থেরাপি ও স্নায়বিক চাপ কমানোর ব্যায়াম। তাঁর কথায়, চোটটা প্রথম দুই দিন বেশ ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। কারণ মাথা সামান্য ঘোরালেই ব্যথা করছিল। তবে ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হয়। চোট সারালেও মাঠে ফিরে শুভ সূচনা করতে পারেননি ভারতীয় ওপেনার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে নুঙ্গি এনগিডির সুনিপুণ ডেলিভারিতে মাত্র ৪ রানে আউট হয়ে সাজঘরে ফিরতে হয় তাঁকে। তবে এই ব্যর্থতা নিয়ে ভেঙে প।ছেন না গিল। তাঁর মতে, চোটের পর প্রথম ম্যাচে এমনটা হতেই পারে, গুরুত্বপূর্ণ হলো ধারাবাহিক অনুশীলন বজায় রাখা এবং পরের ম্যাচগুলিতে ছন্দে ফেরা। তাঁর সামনে এখন বড় লক্ষ্য ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হতে চলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেই দিকেই তাকিয়ে তিনি বলেন, বিশ্বকাপের আগে আমাদের হাতে প্রায় ১০টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ আছে। এই ম্যাচগুলো আমাদের জন্য দারুণ প্রস্তুতি হবে। দল হিসেবে ছন্দে ফিরতে এবং নিজের ব্যাটিং রিদম খুঁজে পেতে এই সময় খুব মূল্যবান। প্রতিটি দলই বিশ্বকাপে সেরা ছন্দে থাকতে চায়। আমরাও চাই সেই একই ছন্দে পৌঁছতে। তিনি আরও যোগ করেন, দলের তরুণ ক্রিকেটারদের মধ্যে উসাহ দারুণ। অনেকে ফর্মে আছেন, কেউ কেউ নতুন দায়িত্ব পাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ধারাবাহিকতা রাখা কঠিন। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে সঠিক কম্বিনেশন বেছে নেওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলিতে আত্মবিশ্বাস তৈরি করাই লক্ষ্য। চোটের পর শুভমানের ফেরা ভারতীয় দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শুধু ওপেনার নন, দলের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের অন্যতম স্তম্ভও। রোহিত শর্মার পরে তাঁর নেতৃত্বদানের দক্ষতা নিয়েও বোর্ড সক্রিয়ভাবে নজর রাখছে। টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনাযক হিসেবে দায়িত্বও বেড়েছে তাঁর কাঁধে। তাই নিজেকে শারীরিকভাবে ১০০ শতাংশ ফিট রাখা এখন তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইডেনে পাওয়া চোট এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে অনুপস্থিতি তাঁকে কিছুটা ধাক্কা দিলেও গিল এখন সামনে তাকাতে চাইছেন। তাঁর কথায়, ক্রিকেটারদের জীবনে চোট-আঘাত নতুন কিছু নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো ফিরে এসে আবার নিজের সেরাটুকু দেওয়া।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির গ্রুপ পর্বে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর তীব্র উত্তেজনা

সংবাদসংস্থা,১০ ডিসেম্ভর ঃ সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির গ্রুপ পর্বে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর তীব্র উত্তেজনা ছড়াল পন্ডিচেরি ক্রিকেট শিবিরে। সি গ্রুপে সাত ম্যাচে মাত্র ১৬ পয়েন্ট নিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে উঠতে ব্যর্থ হয় পন্ডিচেরি দল। আর সেই ব্যর্থতার পরেই ঘটে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচ এস বেঙ্কটরমনের উপর চড়াও হন তিন ক্রিকেটার। অভিযোগ, তাঁরা নৃশংসভাবে ব্যাট দিয়ে কোচকে আঘাত করেন, যার ফলে তাঁর কপালে ফেটে যায় গভীর ক্ষত এবং পড়ে প্রায় ২০টি সেলাই। শুধু তাই নয়, আঘাতের চোটে তাঁর ঘাড় ও কাঁধের হাড়ও নড়ে গেছে বলে জানা গিয়েছে। বেঙ্কটরমন দীর্ঘদিন ধরেই পন্ডিচেরির অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী, যে তিন যুব ক্রিকেটার তাঁর উপর হামলা চালায়-কার্তিকেযন, অরবিন্দ রাজ এবং সন্তোষ কুমারন-তাঁরা এই মরশুমের সৈদ মুস্তাক আলি দলে সুযোগ পাননি। নিজেদের বাদ পড়ার জন্যই নাকি তাঁরা কোচকে দায়ী করেন। চূড়ান্ত রাগ ও হতাশা থেকেই তাঁরা পরিকল্পনা করে কোচকে মাঠে অনুশীলনের সময় আক্রমণ করে বলে অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে। এমনকি বেঙ্কটরমন স্পষ্ট জানান, ওরা আমাকে সরাসরি হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করেছিল। শুধু খেলোযাড়েরা নন, এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় ক্রিকেট ফোরামের সম্পাদক জি চন্দ্রনের বিরুদ্ধেও। বেঙ্কটরমনের দাবি, চন্দ্রন নাকি দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর বিরুদ্ধে খেলোয়াড়দের উসকানি দিয়ে আসছিলেন। তাঁর কথায চন্দ্রনের নির্দেশেই ওরা আমাকে আক্রমণ করেছে। ওর সঙ্গে আমার বহুদিনের ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল। ইতিমধ্যেই বেঙ্কটরমন তিন খেলোয়াড় ও চন্দ্রনের বিরুদ্ধে সেদারাপেট থানায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত তিন ক্রিকেটার বর্তমানে পলাতক এবং তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ঘটনার দিন যা ঘটেছিল, তা পুলিশি অভিযোগে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, সোমবার সকালে অনুশীলনের সময় তিন ক্রিকেটার আচমকা মাঠে ঢুকে কোচ বেঙ্কটরমনের উপর ব্যাট দিয়ে পরপর আঘাত করতে শুরু করেন। প্রথম আঘাতে তাঁর মাথা ফেটে যায়, সঙ্গে সঙ্গেই রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরবর্তী আঘাতে তাঁর ঘাড়ে চোট লাগে এবং কাঁধের হাড় সরে যায়। সতীর্থ এবং সাপোর্ট স্টাফরা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন এবং দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে পাল্টা অভিযোগ এনেছেন পন্ডিচেরি ক্রিকেট ফোরামের প্রধান সেন্থিল কুমারন। তাঁর দাবি, বেঙ্কটরমন নাকি দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন এবং অশালীন ভাষায় কথা বলতেন। তাঁর কথায়, বেঙ্কটরমনের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ রয়েছে। চন্দ্রনের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভ রয়েছে। তাই মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে। সেন্থিল আরও বলেন, গত সাত বছরে বেঙ্কটরমনের বিরুদ্ধে উঠে আসা অভিযোগ নিয়ে তাঁরা বিসিসিআই-এর সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেছেন। এই ঘটনায় পুরো পন্ডিচেরি ক্রিকেট মহলেই নেমে এসেছে তীব্র সমালোচনার ঝড়। একদিকে কোচের উপর চলা নৃশংস হামলার নিন্দা, অন্যদিকে খেলোয়াড় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া অনাস্থার পরিবেশ-সব মিলিয়ে রাজ্য ক্রিকেট প্রশাসন এক গভীর সংকটে পড়েছে। মুস্তাক আলি ট্রফির মাঠের লড়াই শেষ হলেও পন্ডিচেরির ক্রিকেটে এখন শুরু হয়েছে আরও বড় লড়াই-অন্তর্কোন্দল, অভিযোগ আর বিচারিক তদন্তের। আগামী দিনে পুলিশের তদন্ত ও বিসিসিআই-এর হস্তক্ষেপেই স্পষ্ট হবে, কার দোষে এমন কাণ্ড ঘটল এবং কী শাস্তি অপেক্ষা করছে অভিযুক্তদের জন্য।

স্কুলজীবনে দিনে ১২ ঘণ্টা অনুশীলন করতাম বললেন শচীন তেন্ডুলকর

সংবাদসংস্থা,১০ ডিসেম্ভর ঃ বিশ্ব ক্রিকেটে তাঁর তুলনা নেই। ভারতীয় ক্রিকেটের 'গড শচীন তেন্ডুলকর শুধু রেকর্ডের পাতাতেই নয়, প্রতিটি ক্রিকেট অনুরাগীর মনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন তাঁর অসামান্য প্রতিভা, অধ্যবসায় এবং শৃঙ্খলার জন্য। কিন্তু এই মহিরুহ হয়ে ওঠার পথ মোটেও সহজ ছিল না। শচীনের সাফল্যের পেছনে রয়েছে অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর শৃঙ্খলা এবং ক্রিকেটের প্রতি নিখাদ ভালোবাসা। সাম্প্রতিক এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত তরুণ ক্রিকেটারদের উদ্দেশে নিজের জীবন থেকে সাফল্যের মূলমন্ত্র শোনালেন তিনি। শচীনের কথায়, আমি ক্রিকেট শুরু করেছিলাম একটাই কারণে-এই খেলাটাকে আমি অসম্ভব ভালোবাসতাম। ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেট আমার কাছে ছিল নেশার মতো। দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখতাম, আর সেই স্বপ্ন পূরণ করতে নিজেকে প্রতিদিন একটু একটু করে তৈরি করতাম। তিনি জানান, স্কুলজীবনে তাঁর অনুশীলনের সময় ছিল অবিশ্বাস্যরকম দীর্ঘ। আমি যখন স্কুল ক্রিকেট খেলতাম, তখন দিনে ১২ ঘণ্টা মাঠে কাটাতাম। প্র্যাকটিস, ম্যাচ, ফিটনেস-এটাই ছিল আমার প্রতিদিনের জীবনের অংশ। গ্রীষ্মের ছুটিতে টানা ৫৫ দিন একইভাবে অনুশীলন করতাম। সেই সময় অতিরিক্ত শ্রমে একবার অসুস্থও হয়ে পড়েছিলাম। তবে শচীনের মতে, সাফল্য আসার জন্য শুধুমাত্র দীর্ঘ সময় অনুশীলন করলেই হবে না। তার সঙ্গে প্রয়োজন আগুনের মতো প্যাশন। তিনি বলেন, আপনার মধ্যে যদি সত্যিকারের প্যাশন না থাকে, তাহলে সাফল্য আসবে না। উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি দরকার সঠিক পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সঠিক গাইডেন্স। আর এর সঙ্গে অবশ্যই থাকতে হবে শৃঙ্খলা। এগিয়ে যেতে হলে নিজের সঙ্গে সৎ থাকতে হবে। ক্যারিয়ারের পুরোটা সময় ধরে শচীনের ওপর ছিল বিপুল চাপ। তাঁকে প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই অসংখ্য মানুষের প্রত্যাশার বোঝা বহন করতে হয়েছে। সেই প্রসঙ্গেও তরুণ ক্রিকেটারদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিলেন তিনি। শচীনের মতে, প্রত্যাশা আসলে সাফল্যেরই প্রমাণ। তাঁর কথায়, মনে রাখতে হবে, আপনাকে নিয়ে প্রত্যাশা তৈরি হয় কারণ আপনি অতীতে ভালো পারফর্ম করেছেন। তাই এই চাপকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। দুইভাবে এই চাপকে দেখা যায়-এক, আপনি চাপে ভেঙে পড়তে পারেন। দুই, আপনি ভাবতে পারেন যে এই চাপই আপনাকে আরও ভালো পারফর্ম করতে উদ্বুদ্ধ করছে। নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটারদের উদ্দেশে শচীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল-নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করা চলবে না। তিনি বলেন, কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতায় গিয়ো না। কারও সঙ্গে নিজের তুলনা করো না। প্রত্যেকের সফর আলাদা। তুমি কী করতে পারো, সেটাই ভাবো। যখন মাঠে নামবে, নিজের সেরাটা উজা। করে দাও। শচীন তেন্ডুলকরের জীবনযুদ্ধ, তাঁর কঠোর পরিশ্রম এবং প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে আরও উন্নত করার অদম্য ইচ্ছাশক্তি বিশ্ব ক্রিকেটারদের প্রেরণা জোগায় আজও। তাঁর বার্তা তরুণ প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেয়-সাফল্যের পথ কঠিন হলেও, সত্যিকারের ভালোবাসা, একাগ্রতা এবং শৃঙ্খলা থাকলে সেই পথ কখনও অসম্ভব নয়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com